সোনার সংসার

সোণার সংসার।

(ইতিহাস-মূলক সামাজিক নাটক)

পাঁজী" "যুবিলি-যজ্ঞ" "স্বর্ণ-গোলক" "শ্রী" "ল'বাবু" ধ্রুব বাল্যলীলা" "ছবি" "মণি-নাপ্তিনী" "কালো-বউ" ঙা-ঠান্‌দি" "চাঁদামামা" "দুর্গাদাস-দপ্তর" "মহিলা-মজ্‌লিস্" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীদুর্গাদাস দে প্রণীত।

সন ১৩১৬ সালের ৫ই ভাদ্র, শনিবার,

কোহিনুর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

৪৭।১ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্,

ব-বাগান বান্ধব-পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার হইতে

শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Printer, K. B. Dutt.

HINDU DHARMA PRESS.

124 UPPER CHITPORE ROAD,

Calcutta.

শ্রীচরণে অর্পণ।

পরম পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায়

ও

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রায়

মেজো বাবু ও ছোট বাবু মহাশয়গণ শ্রীচরণেষু—

মহাশয়গণ।

সংসারী হইয়া কে না সোণার সংসারের আশা করে। আমি সেই আশা করিয়া সোণার সংসার পাতিয়াছিলাম। কিন্তু, দীন দরিদ্রের সে আশা দুরাশা মাত্র। আপনাদের আশ্রয়ে আমার

"সোণার সংসার"

সোণার সংসার হইয়াছে। সেই "সোণার সংসার" আপনাদের শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম, যেন চিরকাল প্রতিপালিত হই। ইতি—

পূজক ও সেবক—

দীন—শ্রীদুর্গাদাস।

সহৃদয় নাট্যামোদিগণ সমীপে

আত্মকথা।

বঙ্গদেশে সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত অনেক প্রতিভাশালী নাট্যকবি তাঁহাদের নিপুণ-লেখনী-প্রসূত নাটকাদি প্রণয়ন দ্বারা নাট্য-সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন ও নাট্য-জগতে চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিবার চেষ্টা ধৃষ্টতা হইলেও, আমি

"সোণার সংসার"

নামে একখানি ইতিহাস-মূলক সামাজিক নাটক লিখিতে আরম্ভ করি। যে দিন ইহার তৃতীয় অঙ্ক লেখা সমাপ্ত হয়, সেই দিন হঠাৎ আমার মুখ দিয়া রক্ত উঠে। ক্রমান্বয়ে চারি-পাঁচ দিন অনর্গল রক্ত উঠিলে, চিকিৎসক-মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনি কোন গভীর চিন্তা-যুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত আছেন কি ?" আমি "সোণার সংসার" লিখিবার কথা বলায় তিনি বলিলেন,—এখন চিন্তা-ঘটিত কার্য্য একেবারেই বন্ধ করিয়া দিন। ঔষধে এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন, কিন্তু রক্ত পুনর্ব্বার দেখা দিলে রোগ উৎকট হইয়া দাঁড়াইবে।" ঔষধে রক্ত-উঠা থামিল বটে, কিন্তু আমি থামিতে পারিলাম না। রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম, সেইজন্য চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক রচনা করিয়া নাটকখানি সমাপ্ত করিলাম। পুস্তকখানি অভিনয়োপযোগী জ্ঞানে স্বত্বাধিকারী মহাশয় ইহার যথাপযুক্ত রিহার্স্যাল্ দেওয়াইয়া বর্ত্তমান সালের ৫ই ভাদ্র শনিবারে কোহিনুর থিয়েটারে ইহার প্রথম অভিনয় করাইলেন।

ভগবৎ-কৃপায় ও নাট্য-কবিগণের আশীর্ব্বাদে, অভিনয়টী নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের ও উৎসাহদাতৃগণের উচ্চ প্রশংসা লাভ করিল।

বঙ্গের সুসন্তান দেশ-পূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বেঙ্গলী" পত্রে,—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় "অমৃত-বাজার" পত্রিকায়,—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন রায়-বাহাদুর মহাশয় "ইণ্ডিয়ান্-মিরার" পত্রে,—বঙ্গবাসীর মুখপত্র "বঙ্গবাসী",—সু-পরিচালিত "নায়ক",—"ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্",—"ডেলি-নিউস্" প্রভৃতি সংবাদ-পত্রের পরিচালকগণ একবাক্যে গ্রন্থের ও অভিনয়ের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। ভাদ্রমাস হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান মাঘমাস পর্য্যন্ত, এই ছয় মাস কাল নাটকখানি দর্শক-পূর্ণ রঙ্গালয়ে সুনাম প্রতিষ্ঠার সহিত অভিনীত হইয়া আসিতেছে। যাঁহাদের উৎসাহে, যত্নে ও সাহায্যে নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত এবং মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট আমি অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ আছি। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মিত্র মহাশয় অভিনয় শিক্ষা দিয়া,—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অনেকগুলি গীতের স্বরসংযোগ করিয়া,—শ্রীযুক্ত পাঁচ-কড়ি ঘোষ (ভেলু-বাবু) মহাশয় নৃত্য-যোজনা করিয়া,—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দৃশ্য-পটাদির ব্যবস্থা করিয়া অভিনয়ের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দে, ভূতপূর্ব্ব "দারোগা-দপ্তর" প্রকাশক এবং বর্ত্তমান "অলৌকিক রহস্যের" কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়গণ গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে বিশিষ্টভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

কিন্তু সর্ব্বোপরি আমার কৃতজ্ঞতার পাত্র, সুপ্রসিদ্ধ কোহিনুর থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রায় মহাশয়। তিনি যত্ন করিয়া অভিনয় না করাইলে "সোণার সংসার" কোথায় থাকিত? আর ইহাকে মুদ্রিত কবিবার অবসর ঘটিত কি? অনেক নাট্যকার মনে করেন, তাঁহাদের লেখনীই অভিনয়-সাফল্যের প্রধান উপকরণ। কিন্তু আমার মনে হয়, স্থানই সে সম্বন্ধে প্রধান। এক সময়ে গরুড় ভ্রমণ করিতে করিতে মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলে, মহাদেবেব কণ্ঠস্থিত সর্প তাহাকে দেখিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গরুড় বলিলেন—

জানাম্যহং সর্প তব প্রভাবং
কণ্ঠস্থিতো গর্জ্জসি শঙ্করস্য।
স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানং
স্থানস্থিতো কাপুরুষোঽপি সিংহঃ॥

অর্থাৎ— রে সর্প! তোমার প্রভাব আমি বিলক্ষণ জানি। শিবের কণ্ঠে আছ বলিয়া আজ তুমি গর্জ্জন করিতেছ। অতএব স্থানই প্রধান, বল প্রধান নহে। স্থান-বিশেষে বাস করিলে কাপুরুষও সিংহের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করে। আমার এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, স্থান পাইয়াছিল বলিয়াই "সোণার সংসার" যাহা কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সুতরাং সেই স্থান-দাতার চরণ-প্রান্তে আমি চিরদিনের জন্য বিক্রীত হইয়া রহিলাম। কোন কোন নাট্যকার স্বীয় গ্রন্থ অভিনয় করাইতে গিয়া কোন কোন রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারীর সর্ব্বস্বান্ত করাইয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে, "সোণার সংসার"

অভিনয় উপলক্ষে গ্রন্থকারের অন্যায় আব্‌দারে কাহাকেও উদ্বেজিত হইতে হয় নাই। গ্রন্থের বিষয়গুণে হউক, বা অভিনয়ের নৈপুণ্যে হউক, বা দর্শকগণের কৃপা-গুণে হউক, বা এই তিনের সমবায়েই হউক, "সোণার সংসার" সকলেরই প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। আমার ন্যায় নগণ্য গ্রন্থকারের পক্ষে ইহা সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে।

এ দিকে অভিনয়ের সাফল্যে যেমন আমার প্রাণে আনন্দের প্রস্রবণ ছুটিল, অপর দিকে সেই রক্ত-উঠা রোগটি আবার প্রবল হইয়া উঠিল। সুযোগ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌-ডি, মহাশয় ও মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন কবিরত্ন মহাশয় রোগের অবস্থা দেখিয়া আমাকে মুহূর্ত্ত মাত্র কাল-বিলম্ব না করিয়া বায়ু-পরিবর্ত্তন-কল্পে পুরীধামে যাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহাদের আদেশ পালন করিয়া আমি শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। প্রভু এ যাত্রা যদি রক্ষা করেন, তবেই আবার আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য অভিবাদন করিতে সমর্থ হইব। এখন, প্রভুর ইচ্ছা ও আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ।

"সোণার সংসার" গ্রন্থের কপিরাইট্ আমি অপর ব্যক্তিকে দিয়াছি। গ্রন্থের স্বত্বের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ রহিল না।

শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ ক্ষেত্র,
পুরীধাম।
মাঘ, ১৩১৬ সাল।

দীন—
শ্রীদুর্গাদাস।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রাজা-বাবু	শয়তানাবাদের জমিদার।
রাধানাথ বসু	সুখনগরের সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ভদ্রলোক।
কৃষ্ণনাথ বসু	রাধানাথ বসুর পুত্র।
হরিধন	কৃষ্ণনাথ বসুর পুত্র।
ভজহরি	রাধানাথ বসুর ভৃত্য।
দেবদাস	সর্ব্বমঙ্গলার সেবায়েত ব্রাহ্মণ।
বোস্তম-সা	ডাকাতের সর্দ্দার।
বাঁটুল-সর্দ্দার	বোস্তম-সার দলভুক্ত ডাকাইত।
খ্যাঁদারাম মজুমদার ...	রাজা-বাবুর নায়েব।
খোকা	খ্যাঁদারামের পুত্র।
বক্কেশ্বর ভাদুড়ী ...	সুখনগরের জনৈক ভদ্রলোক।
বীরভদ্র	ঐ ঐ ঐ।
কালনিমে	বীরভদ্রের বনেয়া চেলা।
গুড্ম্যান্-সাহেব ...	শয়তানাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর।
ডন্‌কিন্	ঐ জমিদারীর ম্যানেজার।
মোহন-মণ্ডল	সুখনগরের জনৈক প্রজা।
মদন	ঐ ঐ ময়রা।
তেজ-সিং	খ্যাঁদারামের জমাদার।
ইব্লু-খাঁ ও দিবলু-খাঁ ...	ডন্‌কিন্-সাহেবের চাপ্‌রাসীদ্বয়।

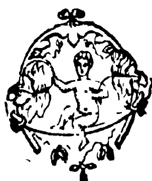
প্রজাগণ, গ্রামবাসীগণ, দস্যুগণ, বুনোসর্দ্দার, বুনোগণ, রক্ষিগণ, কর্ম্মচারিগণ, সিপাহিগণ, দুলেদ্বয়, খান্‌সামা, বরকন্দাজ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

মলিনা	... ...	সুখনগবেব শান্তি।
অন্নপূর্ণা	... ...	রাধানাথ বসুব স্ত্রী।
কৃষ্ণা	... ...	কৃষ্ণনাথ বসুব স্ত্রী।
বীণা	... ...	দৈবদাসেব স্ত্রী।
ক্ষেমঙ্করী	... ...	খ্যাদারামেব স্ত্রী।
ময়না	... ...	বাবাঙ্গনা।
লক্ষ্মীশ্রী	... ...	রাজা-বাবুর কন্যা।
গৌরী	... ...	রাজা-বাবুব পালিত ব্রাহ্মণ-কন্যা।
সুরৎউন্নিসা	...	রোস্তম-সাব কন্যা।
সেরাজী বিবি	..	বাইজী।
শ্যামা	... ...	রাজা-বাবুব পবিচাবিকা।

বাইজীগণ, বুনো-পত্নীগণ, জনৈক স্ত্রীলোক,

ফুলেনী ইত্যাদি।



সোণার সংসার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সুখনগব—দশভূজা নদীতীবস্থ সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিবসংলগ্ন দেবদাসেব বাটীব সম্মুখ।

(বোস্তম সাব প্রবেশ)।

রাস্তম। (দবজায় আঘাত কবিয়া) দেবদাস! দেবদাস! দেবদাস! চট্ কবে বেবিয়ে এসো। দেবী কর্‌লে দবজা ভেঙ্গে ফেলবো।

[illegible]। কেও? কে দরজা ঠেলে?

রাস্তম। চেঁচাও কেন? বাক্যে প্রয়োজন নাই, বাইরে এসো, দেখ—দেখ্‌লেই চিন্‌তে পাব্‌বে। বিলম্বে বিপদ্ জেনো।

(দেবদাসের দরজা খুলিয়া প্রবেশ)।

দেবদাস! দেবদাস! চিন্‌তে পেরেছ?

[illegible]ব। সা সাহেব! আপনি এত ভোরে আস্‌বেন, তাতো জানতুম না।

রোস্তম। (ক্রোধে) তা জান্‌বে কেন? ঘরের কোণে পরা শত্রু, শিয়রে কালসাপ, তা জান্‌বে কেন? এখানে অ কথায় প্রয়োজন নাই, আমার সঙ্গে এসো। ভাব্‌ছ কি?

দেব। না, কিছু ভাবিনে; অনুমতি হয়তো উত্তরীয়খানা আনি

রোস্তম। বাধা নাই, দেরী না হয়। (দেবদাসের প্রস্থান অসহ্য অত্যাচার! আর সহ্য হয় না। হয় রোস্তম ম মর্‌বে, অত্যাচার বাড়বে; নয় অত্যাচার কম্‌বে, রোস্ত সা বাড়বে। হয় অত্যাচারীর মাথা কড়মড়িয়ে চিবি খাবো, নয় কুক্কুরের ভক্ষ্য হবো।

(খ্যাঁদারাম নায়েবের পূজার দ্রব্যাদি লইয়া এক পার্শ্ব দিয়া প্রবেশ ও দণ্ডায়মান)।

খ্যাঁদা। (কাঁপিতে কাঁপিতে ঢোক্ গিলিতে গিলিতে) ও বাবা যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। এখন দেখি এগুলেও সর্ব্বনাশ, পেছুলেও সর্ব্বনাশ। যাই কোথা (স্বাভাবিক স্বরে) এত ভোরে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে ডাকা রোস্তম সা কি করতে এসেছে? নিশ্চয় ডাকাতি কর এসেছে। যাক্, ডাকাতি করে সর্ব্বমঙ্গলার সর্ব্বস্ব নি যাক্, স্বয়ং সর্ব্বমঙ্গলাকে নিয়ে যাক্। আমি এ ডাকাতের কাছ থেকে পালাই কি করে। যদি চিন্ পারে, তা'হলে তো একেবারেই যমপুরে।

রোস্তম। (বিকৃতস্বরে) শয়তানকে সকলেই চিন্‌তে পা শয়তান আপনার ফাঁদে আপনি মরে। নায়েব মশা চিনেছি।

(প্রস্থান)

(দেবদাসের প্রবেশ)।

।.। (সর্ব্বমঙ্গলাকে প্রণাম করিয়া) মা ইচ্ছাময়ি! তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর মা! .সা সাহেব চলুন।

স্বর্ম। দেবদাস! পেছুনে লোক লেগেছে, চলে এসো। কে জেতা—কে বিজেতা বিচার করো না। গ্রামে আগুন লাগ্‌লে যেমন সকলেরই গৃহ ভস্মীভূত হতে পারে, সেইরূপ জমীদারের অত্যাচার-অগ্নি একে একে সমস্ত গ্রামবাসীকে .দগ্ধ করতে পারে। তাই বলি, যদি দুজনে মিলে এই অত্যাচারের ভার লাঘব করতে পারি, যদি দুজনে মিলে গ্রামের অশান্তি-পীড়িত প্রজার প্রাণে শান্তি-বারি সেচন করতে পারি, জান্‌বো—দুজনে মাতৃদুগ্ধ পান করেছি জান্‌বো—দুজনে এক মায়ের সন্তান হয়েছি; জান্‌বো—দুজনে ভাই ভাই এক হয়েছি। এসো দেবদাস! চলে এসো।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুখনগর—রাধানাথ বসুর ঠাকুরদালান।

। (আসনে উপবেশন করিয়া হরিনামের মালা জপ করিতে করিতে) প্রভু! তোমার পদে ভক্তি থাকে যেন প্রভু! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

(কৃষ্ণনাথের প্রবেশ ও প্রণাম)।

বাবা! দীর্ঘায়ু হও, প্রভু-পদে যেন ভক্তি থাকে, ধর্ম্মে মতি থাকে, যাতে দীন দরিদ্রকে দুটো অন্ন দিতে পা তার চেষ্টা করো।

কৃষ্ণ। আশা করি, আপনার আশীর্ব্বাদ সফল হবে। বাব আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। বাবা! ঈশ্বরের ইচ্ছায় আ গ্রামের একটু মাথাধরা হয়েছি। দুবেলা দুটো খে আঁচাচ্ছি। গ্রামের লোকের আপদ বিপদে মাথা দি তাই অনেকের চক্ষুঃশূল হয়েছি। তারা অনেকেই নূ জমীদারের নায়েবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে; আমাদের বি ফেল্‌বার ষড়যন্ত্র করছে।

রাধা। কে, মজুমদার মশাই? মনে করো না—এক গ্রা এক পাড়ার লোক, বন্ধু লোক, তিনি কি কখন অপ করতে পারেন? প্রভুপদে ভক্তি রাখ্‌বে, পরোপকার- ব্রতী হবে। ভক্তের ভগবান্ কখন বিপদ্‌গ্রস্ত কর্‌বেন নূতন জমীদারের কি অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে?

কৃষ্ণ। বাবা! আমরা দেবরাণীর প্রজা ছিলুম। প্রজা কি রাজা ছিলুম, তা জান্‌তুম না। অত্যাচার কাকে ব তা জান্‌তুম না। সেই ব্রাহ্মণ-প্রতিপালিনী দীন-দ জননী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপিণী দেবরাণীর জমীদারী আর ন এখন শয়তানাবাদের বাবুদের জমীদারী হয়েছে। সাহেব, নূতন নায়েব, নূতন নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়ে অল্পদিনের মধ্যে অত্যাচারের ভার বৃদ্ধি হয়ে পড়ে প্রজাগণ অত্যাচারের জন্যে পালাতে আরম্ভ করেছে।

। ধনীর ধন, মানীর মান, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণত্ব, প্রজাব প্রজাস্বত্ব, লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত, গ্রামে গ্রামে অগ্নি প্রজ্বলিত, সতীর সতীত্ব—সব রসাতলে দিচ্ছে; গ্রামে গ্রামে, নগবে নগরে, ঘরে ঘরে, অত্যাচাবের আগুন দাউ দাউ জ্বলে উঠেছে; প্রজাগণেব বুকেব রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে! হাহাকার রব উঠেছে।

। বাবা! আর বল্‌তে হবে না। চল—এখান থেকে বেঁচে কনে বৃন্দাবনে যাই চল। ভগবান্ যা দিয়েছেন, তাতে দুঃখে সুখে এক রকমে শেষ ক'টা দিন কেটে যাবে। তোমাদের হাত ধবে ভিক্ষে কবেও দিনপাত হবে।

। বাবা! এতো গেল আমাদের কথা। গ্রামশুদ্ধ লোক যে আমাদের মুখপানে চেয়ে রয়েছে, তাদের সুখ দুঃখ যে আমাদের উপর নির্ভর করছে। তাদের সর্ব্বনাশ তো করতে পারবো না। আপনাব সন্তান হয়ে দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে তো তাদের উপর অত্যাচার দেখতে পারবো না।

। না—না বাবা! তা বলিনি—অন্যের অনিষ্টে যেন মতি না হয়। গ্রামের লোকের কথা—তাঁরা আমাদেব কি বলতে চান? জমীদারের কর্ম্মচারীরা প্রজাদের উপর কি করতে বলে?

। শুনেছি তাঁদের ধারণা,—গ্রামশুদ্ধ লোক আমাদেব বাধ্য। আমবা তাঁদের যা বল্‌বো তাই শুন্‌বে। আমাদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবে যে, তাদেব প্রতি যত রকম অত্যাচার হবে, তারা তা নীরবে সহ্য করবে; আব

তাদের অত্যাচারে আমাদের সাহায্য করতে হবে। বাবা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব দেবো, আমরা অত্যাচার স করবো ; কিন্তু গ্রামের লোকের গায়ে কাঁটার আঁচ লাগতে দেবো না। নূতন নায়েব বরকন্দাজ পাঠিয়ে আমাকে কাছারীতে ধরে নিয়ে যাবে। গ্রামশুদ্ধ লোবে বন্দোবস্ত আমার দ্বারা লিখিয়ে নেবে।

(কতিপয় গ্রামবাসীর কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ)।

১ম গ্রাম। (রাধানাথের পায়ে ধরিয়া) কর্ত্তাবাবু! কর্ত্তাবাবু তোমরাই আমাদের মা বাপ! কর্ত্তাবাবু রক্ষা করুন।

২য় গ্রাম। (কৃষ্ণনাথের হাতে ধরিয়া) বড়বাবু! বড়বাবু! ম যায়, প্রাণ যায়, ধর্ম্ম যায়, সতীর সতীত্ব যায়, সব যায় সর্ব্বনাশ হয়। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও. দুর্ব্বলের সহায় হও

(আর একজন গ্রামবাসীর কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ)।

৩য় গ্রাম। (হাতজোড় করিয়া) কর্ত্তাবাবু—বড়বাবু! ঘ আগুন দিয়ে ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। ঘর দাউ দাউ ক জ্বল্ছে। কোনও রকমে ছেলে মেয়েটাকে বার ক এনেছি, পাড়ার কার বাড়ীতে রেখে এসেছি—ভুলে গে তোমরা মা-বাপ, তোমাদের কাছে এসেছি; তোমা পায়ে ধরছি, রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

রাধা। উঠ, ভয় নাই, ভয় নাই। ভগবান্ আছেন—কৃষ্ণ আছে, তোমাদের বিপদে বুক পেতে দেবে।

কৃষ্ণ। ভাইসকল! ভয় নাই, ভয় নাই, ভগবান্কে ডা দুর্ব্বলের বল মঙ্গলময় অবশ্য মঙ্গল করবেন। আর ছ

পাদস্পর্শ করে—ধর্ম্মসাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করছি—আমা দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ তোমাদের দে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগতে দেবো না। আমার দেহে এ বিন্দু রক্ত থাকতে তোমাদের কোনও অনিষ্ট হবে না।

সকলে। মা সর্ব্বমঙ্গলা! কর্ত্তাবাবু—বড়বাবুর মঙ্গল কর মা জয় কর্ত্তাবাবুর জয়! জয় বড়বাবুর জয়!

(কোশাকুশি হস্তে অন্নপূর্ণার প্রবেশ)।

অন্ন। (পট প্রণাম করিয়া) বাবা কৃষ্ণনাথ! এ সব কিসে গোলমাল বাবা?

কৃষ্ণ। মা! কাল রাত্রে আপনাকে যে নূতন জমীদারের অত্যাচারের কথা বল্‌ছিলুম, সেই সব গোলমাল। অত্যাচা অসহ্য হয়ে পড়েছে। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর করা দা হয়েছে। তাই এরা আমাদের কাছে এসে পড়েছে।

অন্ন। উপায়?

কৃষ্ণ। মা! উপায় মঙ্গলময়। আর আমার যদি ভগবা ভক্তি থাকে, মাতাপিতৃ-চরণে মতি থাকে—তা'হ ভগবানের অনুগ্রহে ও আপনাদের আশীর্ব্বাদে অবশ্য উপা হবে। মা! আপনিও এ সময় এসেছেন বেশ করেছেন- পিতামাতার চরণ দর্শন করে কোন কার্য্যে গেলে কার্য্য কখন বিফল হয় না। অনুমতি দিন, এখনি কাছা যাই;—দেখি, যদি কোন উপায় পাই। যখন নূত নায়েব তলপ দিয়েছেন, তখন তো যেতেই হবে— গেলে বরকন্দাজ এসে ধরে নিয়ে যাবে।

(বেগে বীণার প্রবেশ)।

বীণা। এই যে—এই যে—সুখনগরের দেবতারা এইখানে অবস্থান কচ্চেন। বাবা! শুন্‌ছো, চারিদিকে হাহাকার শুন্‌ছো? গেল—গেল—সকলি ছারখার হল। নূতন সাহেব, নূতন নায়েবের দৌরাত্ম্যে দেশ জর্জ্জরীভূত হল। সুখনগরের সুখ-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হল।

রাধা। কে এ রমণী? কে মা তুমি?

বীণা। (রাধানাথের প্রতি) বাবা! আমি সহায়হীনা ব্রাহ্মণ-কন্যা, জন্মাবধি মাতাপিতৃহীনা; শান্তিরূপিণী দীনদুঃখী-প্রতিপালিনী দেবরাণীর রাজ্যে চিরসুখে ছিলুম। রাজা প্রজায় প্রভেদ ছিল না। অত্যাচার বলে কোন কথা ছিল না। আর সে দেবরাণীর রাজ্য নাই—আর সে রামরাজ্য নাই। শয়তান অপেক্ষা শয়তান—নবপিশাচ নায়েবের অত্যাচারে নিরীহ প্রজাগণ দিবারাত্র হাহাকার কচ্চে,—পীড়িত গ্রামবাসীরা প্রাণভয়ে পলায়ন কচ্চে। মাতা সন্তানের শোকে উন্মাদিনী হয়ে বেড়াচ্চে,—স্বামী পতীর জন্য পথে পথে ছুটোছুটি কচ্চে,—মুমূর্ষু তৃষ্ণায় কাতর হয়ে আর্ত্তনাদ কচ্চে। গেল—গেল—সকলি গেল। আর অত্যাচার সইতে পারিনি, আর নিরীহ প্রজার কাতর ক্রন্দন শুন্‌তে পারিনি। আর সতীত্বহীনা রমণীর মুখ দেখতে পারিনি। বাবা! প্রতিকার কর, প্রতিকার কর—সময় থাক্‌তে প্রতিকার কর। তুমি তো উদাসীন নও—তুমি তো সুখনগরের সুসন্তান, তবে কেন উদাসীন হয়ে রয়েছো তবে কেন প্রজার দুঃখ নীরবে সহ্য করছো?

এই বেলা প্রতিকার কর। এই বেলা উপায় কর— নইলে সকলি যাবে, সকলি ছারখার হবে। সোণার সুখনগর শ্মশানে পরিণত হবে। (প্রস্থান)

অন্ন। বাবা কৃষ্ণনাথ! বুঝেছি—বুঝেছি। বাবা, আমি তোমাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, যাও একবস্ত্রে চলে যাও,—যাতে যন্ত্রণার নিবারণ হয় তা করগে, যাতে দুষ্টের দমন হয় তাই করগে। মা সর্ব্বমঙ্গলা! আমার কৃষ্ণনাথ ফিরে এলে আমি তোমায় বুক চিরে রক্ত দোবো মা!

কৃষ্ণ। (পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া, গ্রামবাসিগণকে আলিঙ্গন করিয়া) বাবা, মা! আপনাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। গ্রামবাসী ভাইসকল! তোমরাই আমার বল। কিছু ভয় করো না,—মা সর্ব্বমঙ্গলাকে যখন স্মরণ করে যাচ্ছি, তখন মঙ্গলময়ী একটা মঙ্গল করবেনই।

সকলে। জয় সর্ব্বমঙ্গলার জয়! জয় বড়বাবুর জয়!

অন্ন। কৃষ্ণনাথ—কৃষ্ণনাথ! তোমায় কি আশীর্ব্বাদ করবো তা জানি না। যে কথা মা হয়ে বল্‌তে পারে না, যে কথা বল্‌তে মায়ের বুকে বজ্রাঘাত হয়, সেই কথা বল্‌ছি, সেই মর্ম্মভেদী কথা বল্‌ছি,—যদি গ্রামবাসিগণের অত্যাচার নিবারণের জন্য—যদি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেবার জন্য—যদি সতীর সতীত্ব রক্ষার জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাও দিও—এই তোমার মাতৃ-আজ্ঞা।

কৃষ্ণ। (পিতা ও মাতাকে প্রণাম করিয়া) মা! তুমি মায়ের মত আজ্ঞা দিয়েছ। যদি মাতৃ-আজ্ঞা পালন করতে পারি, জান্‌বো—সন্তানের কার্য্য করিছি; জান্‌বো—মাতৃদুগ্ধ পানের

কণামাত্র ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছি; জান্‌বো—যে গ্রামবাসিগণকে ভাই বলে আলিঙ্গন করিছি, তাদেব কিছু করতে পেরেছি। তবে আসি।

সকলে। জয় বড়বাবুব জয়! জয় বড়বাবুর জয়!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

খ্যাঁদারাম মজুমদারের বাড়ীর অন্তঃপুব।

(খ্যাঁদারামের পত্নী-ক্ষেমঙ্করীর খ্যাংরা হস্তে বেগে প্রবেশ)।

ক্ষেম। উ-হুঁ-হুঁ : পোড়া মনটার মুখে আগুন! আদত কাজটি ভুলে গেছি! পাড়ার লোকগুলোব মুখে খ্যাংরা মারতে ভুলে গেছি! গাঁয়ের লোকগুলোকে গাল দিতে ভুলে গেছি! বসি, এইখানে একটু বসি (উপবেশন)। এই পাড়ার পদী পিসীর মুখে এক খ্যাংরা, এই বস্‌নী বামনীর মুখে তিন খ্যাংরা, এই বামুন পাড়ার ঘোষ বুড়োর মুখে সাত খ্যাংরা, এই মোক্তার মিত্রির ছোঁড়ার মুখে এলো পাতাড়ী খ্যাংবা। আহা! মিত্রির মাগী মরে গেছে, এই মরা মাগীর মুখে খ্যাংরা। ওরে ব্যাটা মাছি, তুই না ভাতের উপর ভ্যান্ ভ্যান্ করিস্, এই তোদের মুখে খ্যাংরা—খ্যাংরা। এই আমার মুখে খ্যাংরা (মারণ)। ছিঃ ছিঃ কি কর্‌লুম, কি কর্‌লুম, আহা হা কি ভুলটাই কর্‌লুম, কর্ত্তার মুখে মারতে নিজের মুখে মারলুম।

(ময়নার প্রবেশ)।

ময়না। গীত।

আমি নবদ্বীপের নূতন গয়লানী।
আমার গয়লা ছিল ময়লা ব'লে কব্‌তুম কাণ্ডেনী॥
আমি দুধের রংটী রাখি দুধে,
তবু হাতটী পড়েনা দুধে,
আমার ভর্ত্তি কেঁড়ে ভর্ত্তি দুধে এমনি দুধের জোগানী।
আমি মান্‌ছি সিন্নী নায়েব-গিন্নী কবে হবে সতিনী॥

ক্ষেম। ওলো গতর্‌থাকী, পোড়ারমুখী, আয় আয় চট্‌ করে আমার কাছে আয়, তোর মুখে খ্যাংরা মারি আয়।

ময়না। যাই, আহা. তা আর জানিনে, গিন্নীরাণী। সংসারের খুব খরচ কমিয়ে দিয়েছেন দেখ্‌ছি। আর কর্ত্তাকে, ছেলেকে, নিজেকে ভাত, মাচ, দুধ, দই, সন্দেশ কিছু খাওয়াতে হবে না, খেতেও হবে না। কেবল দুবেলা খ্যাংরা খাওয়ালেই হবে।

ক্ষেম। য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ। বলি ওলো পোড়ারমুখী, তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা!

ময়না। আমার তো এই ছোট খাটো চাঁদপানা মুখখানা, এমন পটলচেরা চোখ দুটো, এমন মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিটুকু, এমন আড়নয়নের চাউনিটুকু। আপনার হাঁড়ির মত বড় মুখে উচ্ছেচেরা চোখ, আমার চাঁদপানা মুখের সঙ্গে কি সমান হতে পারে?

ক্ষেম। ওরে বেটী, ওরে আঁটকুড়ীর বেটী! য়্যাঁ—য়্যাঁ! তোর চাঁদপানা মুখ,—আমার ছুতো হাঁড়ির মত মুখ! তোর পটল-চেরা চোখ,—আমার উচ্ছে-চেরা চোখ! ওলো, বলি

তোর দুধ চাই না, আমার বাড়ী তোর কি—তোর চোদ্দ পুরুষের ঢুক্‌তে মানা। বেরো আবসুল্লোখাকী, অঁটকুড়ী বেটি! বাড়ী থেকে বেরো, আর তোর দুধ চাই না।

ময়না। আহা দিদি! তুমি তো চাও না, কর্ত্তা যে আমায় ছাড়ে না। আমার দুধটুকু না হলে যে কর্ত্তার মুখে রোচে না। তুমি নেবে না বল্‌লে তো হবে না দিদি, তোমায় পেয়াদায় নেয়াবে। দিদি, বুঝলে দিদি?

ক্ষেম। কে তোর দিদিরে হারামজাদী? কেবে তোর সাত পুরুষের দিদি, ওরে গন্ধাখেঁদী? আয় বেটী একটু এগিয়ে আয়, আগে তোকে ঝাঁটা পেটা করি, তার সেই ঘাটের মড়া, মড়ুই পোড়া. বৃষকাঠ মিন্‌সে, হাড় হাবাতে মিন্‌সে বাড়ী আসুক, তাকেও সিদে করছি। মিন্‌সের মরবার বয়েসে দেখ্‌ছি রোগে ধরেছে, তা না হলে এই পেত্নী রূপের ধুচুনীর পানে চেয়ে থাক্‌বে কেন?

ময়না। চেয়ে থাকে কি গো দিদি, চেয়ে থাকে কি? রাস্তা ঘাটে, পাড়াতে, বাড়ীতে ফাঁক পেলেই এ কথা সে কথা কত কি কথা বলে। এই যে সোণার বিয়াল্লিশ ভরি সাড়ে দশ আনার গোটছড়া কোমরে দেখ্‌ছ, এতো কর্ত্তা দিয়েছে; আবার পঞ্চাশ ভরির দড়া হার দেবার কথা আছে। দিদি! তুমি তাড়ালে কি হবে, আমি যাবো কেন? এ ঘর দোর তো আমারই হবে দিদি!

ক্ষেম। ফের দিদি বলবি তো তোর মুখে, তোর চোদ্দ পুরুষের মুখে, তোর দুধের কেঁড়ের মুখে কি করবো তা জানি না। যা—যা—যা দূর হয়ে যা! দূর হয়ে যা।

না। দূর হয়ে যাবো কোথা দিদিমণি! তোমার জন্যে আমার একটু ভাব্‌না হয়েছে দিদিমণি।

গীত।

আহা দিদিমণি। তোর জন্যে ভেবে ভেবে বাঁচিনে।
নায়েব নাগর রসের সাগর আস্‌বে কখন্ জানিনে॥
নায়েব নাগর ভালবাসে, দেখে আমায় কত হাসে,
আহা দিদি যাবে বনবাসে আমি হ'বো ঘরণী।
(আহা) আমি নবদ্বীপের আমদানী নামটী ময়না গয়লানী॥

ম। খোকা! খোকা! আয়তো এই নটী বেটীকে কাছারীতে সাহেবের কাছে দিয়ে আয়।

না। নায়েববাণী? বলি, সাহেবের কাছে না পাঠিয়ে নায়েবের কাছে পাঠিয়ে দাও না।

(সন্দেশের হাঁড়ি বকে লইয়া দৌড়িয়া খোকার প্রবেশ)।

খোকা। মা! মাই, মা! মাই, মাই—ময়লা মিন্‌সে মাল্লে।

(ঝাঁপের লাঠী লইয়া ময়রার প্রবেশ)।

খোকা। মা! মা! মাই—আমায় লুকিয়ে লাখ, মাই ময়লা বুড়ো আমাকে মাল্লে বলে। লেপ্‌টেপ, মাদুলী ফাদুলী চাপা দে, চাপা দে! ও বাবালে, মালে, লাঠিলে! ভযে মযে আমাল ক্ষিদে পেয়েছেলে (সন্দেশ বাহির করিয়া ভক্ষণ) ওলে শালা ময়লালে! সন্দেছ কি মিষ্টিলে।

ন। লায়েব মশাই কোথা গা, লায়েব মশাই? এই লবাবের লাতির জন্যে দোকান পাট কর্‌বার যোটী লেই। এই যে ও পাড়ার লকড়ে লাপ্‌তের মায়ের ছবাদ্দের জন্যে মোণ্ডা ছিল, লিয়ে পালিয়ে এলো।

খোকা। (সন্দেশ খাইতে খাইতে) বেচ কলেছি, আমাল বাবাল ছলাদ্দ হবে।

ক্ষেম। দূর হতচ্ছাড়া ছেলে! ও কথা বল্‌তে নেই। ময়রাকর্ত্তা খোকা আমার অবোধ অজ্ঞান ছেলে মানুষ, আব্বা কবে সন্দেশের হাঁড়ি এনেছে, কিছু বলো না। হাড়হাবা মিন্‌সে আসুক, তাকে খ্যাংরা পেটা কর্‌বো।

মদন। আহা! কুড়ি বছরের একঝুড়ি গোঁপওলা ল্যাকা বে হলো কিনা অবোধ—অজ্ঞান। ছেলে খেলে সন্দেশ কর্ত্তা খাবে খ্যাংরা—লেকাবেটীর কি বিচার।

ময়না। (স্বগতঃ) আহা! গিন্নির কি দয়া! ঘোল খে কৃষ্ণদাস, কড়ি দেবেন নিধে। সন্দেশ খেলেন গুঁ খোকা—খ্যাংরা খাবে কর্ত্তা বোকা।

ক্ষেম। খুকুমণি আর সন্দেশ এনোনি।

খোকা। কেল আলবুলী? যাল যা পাব তাই আল্‌ গুলুমশাই বলেছে,—পলেল জিনিস্‌ আপলাল মত দেখ তাই আমি দেখেছি, এলেছি।

মদন। তোমার বাবাটীকে যেমন দেখ, তেমনি আম দেখ না, আমাকে বাবা বল না।

খোকা। (নাচিতে নাচিতে) তুই আমাল ময়লা বাবা! আমাল ময়লা বাবা।

মদন। আসুক নায়েব মশাই, আসুক নায়েব মশাই, ন্য বেটাকে দেখে লোবো। (মদনের প্রস্থান)

খোকা। (বগল বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে) ম্যাঁ মাই! বেটা বাবা হ'তে পাল্লে না। তুয়ো বাবা হ'তে পাল্লে না

ময়না। (স্বগতঃ) আহা! যেমন গর্ভধারিণী, তেমনি তার খুকুমণি। বসে বসে একটু রগড় দেখা যাক্।

খোকা। মা মাই! গুলু মশাই আলো কি বলেছে জান।

ক্ষেম। কি বলেছে বাবা ?

খোকা। মা! গুলুমশাই বলেছে যে, যটো স্ত্রীলোক দেখ্‌বে, সবাইকে মায়েল মতল দেখবে। এই গয়লালীও আমাল মা। গয়লালি মা! গয়লালি মা! সন্দেছ খেয়ে গলায় লেগে আছে মা, গয়লা মা! আমি হা কলি, মা! তুই দুধ ঢেলে দে মা।

ময়না। বলি সতিনী! দিদিমণি! শোন—শোন, খোকামণি কি বলে শোন, কতদূর এগিয়েছে শোন। আর বাবা! আয় দুধ খাবি আয়। তোকে আমি সতীন-পো ভাবিনে, আপনার ছেলে ভাবি।

ক্ষেম। তবে রে বেটী ময়না—আর দেরী সয় না। আর কারু কথা শুন্‌বো না—কারু কথা মান্‌বো না। আজ খ্যাংরা যজ্ঞি করবো, আজ খ্যাংরার জলছত্র দেবো।

(খ্যাঁদারামের প্রবেশ)।

ক্ষে। আহা হা! এই যে বৃষকাট আস্‌ছেন, ময়নাকে দেখে যে হাসি ধর্‌ছে না। বৃষকাট থেকে খ্যাংরা যজ্ঞি আরম্ভ করি।

ময়না। (হাসিয়া ও ইসারা করিয়া) বলি নায়েব মশাই,— সেই কথা, সেই কথা মনে আছে। সর্ব্বমঙ্গলার বাড়ীতে যখন এদিক ওদিক চাইছিলেন, তাই সেখানে আর বল্‌লুম না।

খ্যাঁদা। ওবে ময়না—তোর যে আর দেরী সয় না। আমার কথা বেঠিক হবে না।

ক্ষেম। (মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) ওরে আমার কি হলোরে! ওরে আমার কি হলোরে। গয়লানী যা বল্লে, তাই কল্লে রে। আমাব কপাল বুঝি ভাঙ্গলে রে।

খ্যাঁদা। আরে থাম্—থাম্। ওবে ক্ষেমঙ্করি! ক্ষেমা দে—ক্ষেমা দে!

খোকা। বাপী—বাপী! বল মজা হয়েছে; ময়লা মিন্‌সে বাপ হয়েছে, আল গয়লালী আল একটা মা হয়েছে।

খ্যাঁদা। এই সর্ব্বমঙ্গলাকে দর্শন কর্‌তে গেছি, এরি মধ্যে আর একটা নতুন বাবা, নতুন মা জুটে গেল। দু'চার দিন শ্বশুরবাড়ী গেলে দেখ্‌ছি, পালে পালে নতুন বাবা জুটবে, ঝাঁকে ঝাঁকে নতুন মা জুটবে। ব্যাপারখানা কি?

খোকা। আমি ময়লাকে বাবা বলিছি। গয়লালিকে মায়ের মত দেখিছি, মা বলেছি।

খ্যাঁদা। বেছ কলেছ? এসো গিন্নী, বাড়ীর ভেতর এসো।

(হাত ধরিয়া লইয়া যাওন)

ময়না। নায়েব মশাই! আর যেন মনে করে দিতে না হয়।

খ্যাঁদা। না,—না,—না ———। (প্রস্থান)

খোকা। যাই ঘুলী ওলাতে যাই, যাই ঘুলী ওলাতে যাই।

(প্রস্থান)

ময়না। কাণের জল, জল দিয়ে বার কর্‌তে হবে, এক ঢিলে দু'পাখী মার্‌তে হবে। কর্ত্তাকে কুড়া কর

হবে, গিন্নিকে সিন্নিকে দিতে হবে। সাহেবের ঘটকী হয়ে গোয়েন্দাগিরী কর্‌তে হবে। ময়না—ময়না—ময়না— তিনটী কাজ ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না। (প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নদীতীরস্থ নাটমন্দিরসমেত সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির।

(দেবদাসের প্রবেশ)।

দেব। মা। একি মূর্ত্তি মা? বাল্যকাল হ'তে আজ বিশ বৎসর তোমার ঐ রাঙ্গা চরণে জবা দিয়ে আস্‌ছি, কখনও এমন ভয়ঙ্করী প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখি নাই মা! তোমার সেই রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি, তোমার সেই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি, যে মূর্ত্তিতে তুমি এই সুখনগরের সকলকেই সুখী রেখেছিলে, সেই মূর্ত্তি কৈ মা! (সহসা) একি। একি! করালীর করাল কৃপাণ সহসা কম্পিত হ'য়ে উঠ্‌লো কেন? ত্রিনয়নার ত্রিনেত্রে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হ'চ্ছে কেন? (দীর্ঘনিশ্বাস) আর দেবরাণীর রাজত্ব নাই, আর সে মাও নাই, আর সে সুখনগরের সুখ নাই। দেখ্‌ছি, নূতন জমীদারের অত্যাচারে মা জগজ্জননী রণরঙ্গিনী রূপ ধরেছেন! মা সুখনগর ছেড়ে চলেছেন। মা ত্রিনয়না! তোর দীনা বীণা কোথা মা! বলে দে মা! বীণা! বীণা! তুমিত প্রাণহীনা নও, তুমি যে উচ্চপ্রাণা। জানি না—বোধ হয় অত্যাচারের সময় মায়ের সাধনায় কোনও উচ্চ

কার্য্যে প্রাণ দিয়েছো। মা, ইচ্ছাময়ি! তোমার যা ইচ্ছা তাই কর মা! রোস্তম সা! রোস্তম সা! তোমার কথাই সত্য। সা সাহেব! আজিই তোমার দলভুক্ত হ'বো। তোমার আদেশ পালন কর্‌বো। মা! জন্মের মত তোমার ঐ রাঙা চরণে রাঙা জবা দিয়ে, শত জন্ম সার্থক করি। (প্রণাম করিয়া পূজায় নিযুক্ত)।

(অন্নপূর্ণা, মঙ্গলা ও কতিপয় স্ত্রীলোক শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে প্রবেশ)।

অন্ন। (প্রণাম করিয়া) বাবা দেব! মাকে জানাও, যেন সুখনগরের সেই সুখ থাকে, আর আমার কৃষ্ণনাথ যেন সু-ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে আসে।

দেব। মা! কেবল ভায়াকে কাছারী নিয়ে গেল কেন?

অন্ন। বাবা! নূতন জমীদারের ধারণা, কৃষ্ণনাথের কথায় গ্রামবাসীরা উঠে, বসে। কৃষ্ণনাথকে বশে আন্‌তে পার্‌লেই গ্রামবাসীরা সহজেই বশে আস্‌বে।

দেব। আজ্ঞে, বুঝেছি। (স্বগতঃ) সা সাহেব! তোমার প্রত্যেক কথা আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা হ'য়ে যাচ্ছে তোমার ভবিষ্যৎ-বাণী আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে। সা সাহেব! কে বলে, তুমি ডাকাত-প্রধান? তোমার উচ্চপ্রাণ! কে বলে তুমি অত্যাচারী? তুমি দীন-দরিদ্র অত্যাচার-প্রপীড়িত জনের পরম উপকারী। তোমার দলভুক্ত হবো, তোমার আদেশ পালন কর্‌বো, তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ কর্‌বো।

স্বর্ণ। মা! তোমার অনাথ কৃষ্ণনাথকে সু-ভালয় বাড়ী এনে দাও মা! আমি তোমায় কি দেব মা! আমার বুক চিরে রক্ত দেবো, বুকে পিঠে ধুনো পোড়াবো।

(প্রণামকরণ)

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)।

ক্ষেম। (স্বগতঃ) আ ম'ল, আ ম'ল, আ ম'ল এই যে আটগতর-থাকী, আঁটকুড়ীর বেটীরা আলালের ঘরে দুলালের জন্য মার কাছে পূজো দিতে এসেছেন। অহঙ্কারে মট্‌ মট্‌ করছেন। ওলো ভালথাকীরা! এখন আর মার পূজো দিতে হবে না। এখন আমাদের তাঁর পূজো দিতে হবে। (প্রকাশ্যে) বলি, ও ঠাকুর! বলি, ও ঠাকুর! কথা যে কাণেই আস্‌ছে না। দাও, একটু চন্নামেত্ত ফন্নামেত্ত দাও।

অন্ন। (উঠিয়া ক্ষেমঙ্করীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া এবং পায়ের ধূলা লইয়া) বলি দিদি! খোকা ভাল আছে? কর্ত্তাঠাকুর কি সদর কাছারী থেকে ফিরে এসেছেন?

ক্ষেম। (দাঁত মুখ খিঁচাইয়া মুখ বিকৃত করিয়া) বলি, কর্ত্তা ঠাকুর কোথা গেছে, কি না গেছে, আমাকে ব'লে গেছে? সে চুলোয় গেছে, কি যমের বাড়ী গেছে, আমাকে ব'লে গেছে? একটু চাকরী হ'য়েছে, আঁটকুড়ি বেটীদের বুক করকর্‌ ক'র্‌ছে; ভালথাকী বেটীদের বুকে বাজ প'ড়েছে। দাও না গো ঠাকুর, দাও না—বড়মানুষের মাগ্‌ পূজো দিতে এসেছে ব'লে—আমায় এত হেনস্তা কেন?

মঙ্গলা। বলি, হ্যাঁগা ঠাক্‌রুণ! বলি অমন্‌ তালপাতার আগুনের মত্ত দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌লে কেন? ভগবান্‌ তোমাদের

বাড়বাড়ন্ত করুন। ভগবান্ তোমাদের সুখে রাখুন; আমরা ভগবান্‌কে তাই বলি।

ক্ষেম। হ্যাঁরে বেটী! হ্যাঁরে বেটী দাসী! হ্যাঁরে বেটী বাঁদী! হ্যাঁরে বেটী বাদুড়মুখী, ছারপোকাখাকী, ভগবান্ দেখাতে এসেছো? ভগবান্ দেখাতে এসেছো? দাঁড়া বেটী দাঁড়া. —বাড়ী থেকে সেই ভাল খ্যাংরা গাছটা আনি। তোকে মেরে নির্দ্দয় হ'য়ে প'ড়বো।

অন্ন। মঙ্গলা! মঙ্গলা! চুপ্ কর্ না। দিদি! আমি তোমার পায়ে ধরছি (পদ ধারণ করিয়া) দিদি! সব্ অপরাধ আমার, অপরাধ মার্জ্জনা কর। মঙ্গলা! দিদির পায়ে ধর।

(মঙ্গলা কর্ত্তৃক ক্ষেমঙ্করীর পদধারণ)।

ক্ষেম। (মঙ্গলার পৃষ্ঠে খ্যাং খ্যাং করিয়া লাথি মারিয়া) পা মেরে জুতো দান, অপমান ক'রে পেন্নাম্। তবু রাগ গেল না, তবু রাগ গেল না।

(অপর দিক দিয়া ময়নার প্রবেশ)।

ময়না। (স্বগতঃ) বড়বাবুর কল্যাণে গাঁয়ের কল্যাণ। বউমা'র কল্যাণে মাকে দুধ চিনি দিয়ে যাই। (প্রকাশ্যে ক্ষেমঙ্করীর প্রতি) এই যে দিদি!

ক্ষেম। কে তোর দিদিরে বাঁদীর বাঁদী। তোর মরণ হয় না? তোর মরণ হয় না?

ময়না। দিদি! আমার মরণ হ'লে, মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে সহমরণে যাবে কে? দিদি! নায়েব মশাই কি এখন তোমার? নায়েব মশাই এখন আমার। তোমার ঐ

বদ্‌খৎ রূপের বাহার দেখে, তিনি নাকে খৎ দিয়েছেন। এখন তিনি আমার হ'য়েছেন।

ক্ষেম। (বসিয়া পঁড়িয়া দুই হাতের উল্টাদিক্ মাটীতে দিয়া) সর্ব্বনাশ হ'ক—সর্ব্বনাশ হ'ক। এ ময়না মুখ্‌পোড়ানী, মড়ুই পোড়ানীর ঝি বলে কি গো? আমি যে কোন দিক্ দিয়ে বাড়ী যাবো, চ'কে কানে দেখ্‌তে পাচ্ছি না গো!

ময়না। দিদি! বাড়ী না গিয়ে, সোজা সুজী যমের বাড়ী যাও।

(বঙ্কেশ্বর ভাদুড়ী কোশাকুশী হস্তে ও কুশাসন বগলে এবং চাকরে ছাতা ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ)।

বঙ্কে। (উচ্চৈঃস্বরে) ব্যোম্, ব্যোম্, ব্যোম্—শিবং, শিবং, শিবং—হরে-হরে-হরেং। (কুশাসন পাতিয়া উপবেশন)

অন্ন। (সলজ্জভাবে) মা মঙ্গলা! গয়লা মেয়ে! বাড়ী আয় মা! ভাদুড়ী মশায় দেখ্‌তে পায় নি তো? বাবা দেব! তবে চল্লুম। মাকে জানিও।

(অন্নপূর্ণা, ময়না প্রভৃতি প্রণাম করিয়া প্রস্থান)।

বঙ্কে। আহা হাং! মাগোং! মাগোং! কত দিনেং ফাকিং ফুকিং, ফাকিং ফুকিং, ফাকিং ফুকিং দিয়েং, রাধাং রাধাং বিষয়টাং—বিষয়টাং নিতেং পারবং পারবং পারবং—ব্যোম্ ব্যোম্—ব্যোম্।

(কোশাকুশি শব্দ ও ব্যোম্ ব্যোম্ করিয়া গালবাদ্যকরণ)।

ক্ষেম। (একটু আড়্ ঘোম্‌টা টানিয়া বঙ্কেশ্বরের প্রতি) ঠাকুর পো! ঠাকুর পো! ঠাকুর পো!

বঙ্কে। (পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে) বিষয়টাং, বিষয়টাং, বিষয়টাং।

ক্ষেম। (স্বগতঃ) আমি ডাক্‌ছি,—ঠাকুর পো, ঠাকুর পো, ঠাকুর পো, উনি ক'চ্ছেন্—টাং—টাং—টাং, কাণের মাথা খেয়েছেন নাকি। (উচ্চৈঃস্বরে) ঠাকুর পোং, ঠাকুর পোং, ঠাকুর পোং।

বঙ্কে। (চমকাইয়া চক্ষু উন্মীলিত করিয়া) কেও মজুমদার-গিন্নি?

ক্ষেম। ঠাকুর পো! এই লাজ্-লজ্জার মাথা খেয়ে তোমাকে বল্‌তে হ'লো, এই রাধা কায়েতের মাগটা, ঝি মঙ্গলাটা, আর মুখপোড়ানী গয়লানীটা, আমায় কি অপমানটা ক'রে গেল, তুমি দেখ্‌লে? (কান্নাস্বরে) ঠাকুর পো! আমি কারু সাতেও নেই, পাচেও নেই। আমায় কেউ গাল দিয়ে গেলে আমি মুখটী বুজে থাকি। পূজোরী ঠাকুরের কাছে একটু [illegible] ওর চাইলুম, দিলে না, আর বড়মানুষের মাগকে থালা পূরে সন্দেশ দিলে, আমি গরিব ব'লে হেনস্তা ক'র্‌লে। দেখ্‌লে, দেখ্‌লে, দেখ্‌লে?

বঙ্কে। মজুমদার বউ! আমি সব শুনেছি। গাল দিতে দিয়ে গেল বটে! রাধার স্ত্রী আমি অতটা খেয়াল কর্‌লুম না আহা! তোমাকে অপমান করাটা ভাল হয়নি (চুপে চুপে) দেখ, মজুমদার ভায়াকে একটু টিপে দাও না আমি শুনেছি, বোসেদের কর্ত্তারা যে বিষয় আশয় দিয়ে তোমাদের বসবাস করিয়েছিল, সব কেড়ে নেবে তোমাদের সুখনগর থেকে তাড়াবে।

ক্ষেম। দেব না, দেব না, দেব না, আমি যদি মজুমদারের মাগ হই, তবে দেখি কে কাদের তাড়ায়? অ্যাঁ—ভেতরে ভেতরে এতদূর! দেখি সুখনগরের সুখ কে ভোগ করে?

বঙ্কে। (স্বগতঃ) বাবা ! চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া ! বেশ হ'য়েছে ! একে মনসা, তায় ধূনোর গন্ধ দেওয়া হ'য়েছে ! নেচে উঠেছে ! নেচে উঠেছে ! আগুন দাউ দাউ জ্ব'লে উঠ্‌লো ! আমার কার্য্য উদ্ধারের পথ প্রস্তুত হ'ল। যাই যাই—এখন বাড়ী যাই !

(ব্যোম্ ব্যোম্ বিষয়টাং বিষয়টাং করিতে করিতে প্রস্থান)।

ক্ষেন। দেখি কে কাকে সুখনগর থেকে তাড়ায় ? দেখি কে কা'র সুখনগরের সুখের পথে কাঁটা দেয়।

(প্রস্থান)

দেব। যেখানে আশৈশব কাল প্রতিপালিত, যেখানে জীবনের সুখ-শান্তি উদিত, আজ জন্মের মত সে স্থান পরিত্যাগ ক'র্‌তে হ'ল ? পথশ্রান্ত পথিক যদি মুহূর্ত্তমাত্র একটা বৃক্ষের তলায় ব'সে বিশ্রাম ক'রে, সেই স্থান পরিত্যাগ ক'র্‌তেও তার প্রাণে মমতার উদয় হয়। আর আমি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি, সেই জন্মভূমির আশ্রয় আবাস বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হলুম। জন্মের মত মায়ের চরণে জবা দেওয়া শেষ ক'র্‌লুম। হৃদিপটে বীণার যে বিমল ছবি অঙ্কিত রয়েছে, তা'ত মুছে ফেল্‌তে পাচ্ছি না ? ঘর পুড়ে গেছে, তবুত আগুন নিভ্‌ছে না। বীণা ! তুমি ব্যথার ব্যথী ছিলে, ব্যথা পেলে কাকে বল্‌বো ? গেল— সব গেল, কেবল স্মৃতি রইলো। মা ! তোমার মায়ায় জগৎ আচ্ছন্ন। ইচ্ছাময়ি ! সকলি তোমার ইচ্ছা। মা ! মা ! মা ! জন্মজন্মান্তরে তোমার চরণে যেন ভক্তি থাকে মা !

(প্রস্থান)

একদল ভিখারী রাধাকৃষ্ণ সাজিয়া খোল করতাল ও
বেহালা লইয়া প্রবেশ ও নৃত্য গীত।

ভি-গণ। রাধাকৃষ্ণ সাজিয়া (গীত)।

উভয়ে। আমরা রাধাকৃষ্ণ ভালবাসি তাই রাধাকৃষ্ণ সেজেছি।
আমরা যুগল ভালবাসি ব'লে তাই যুগলে যুগলে এসেছি।
দিয়ে তালে করতালি, ক'রে চোখে চোখে বলাবলি,
এস রাধাকৃষ্ণ খেলা খেলি, আমরা যুগল প্রেমে মজেছি।

সা-রাধা। ওহে শ্যাম শ্যাম হে,

সা-কৃষ্ণ। জয় রাধে রাধে,

সা-রাধা। একবার নাচত নাচত নাচত শ্যাম চূড়াটী হেলাইয়ে,
একবার আঁকা বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াও শ্যাম চূড়াটী হেলাইয়ে,

সা-কৃষ্ণ। বাঁশী রাধা রাধা রাধা ব'লে প্রেমেতে গলিয়ে,
দেখ চূ[illegible]ক্রো রাধা লেখা রাবা আমার হৃদয়ে,

উভয়ে। আমরা যুগল ভাঙ্গা দেখ্‌তে নারি তাই যুগলে যুগলে এসেছি।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(রাধানাথ বসুর বাড়ীর অন্তঃপুরস্থ দবদালান)।

রাধা। কৃষ্ণনাথ একবস্ত্রে চ'লে গেছে,—ব'লে গেছে, হয় আজ আস্‌বো, না হয় কাল্ আস্‌বো; দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিন দিন কেটে গেল, কৈ'তো এলো না। গিন্নি কাঁদ্‌ছে, বৌমা কাঁদ্‌ছে, হরিধন কাঁদ্‌ছে, মঙ্গলা কাঁদ্‌ছে, ভজহরি কাঁদ্‌ছে। সকলের কান্না দেখে বুক ফেটে যা'চ্ছে। গিন্নি সর্ব্বমঙ্গলার পূজো দিতে গেছে, এলেই বাবাকে আন্‌তে

যাবো। যদি যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে আস্‌তে হয়, তাও দিয়ে আস্‌বো।

(মঙ্গলার প্রবেশ)।

মঙ্গলা ! পূজো দিয়ে এলে ? গিন্নীকে বল,—মায়ের আশীর্ব্বাদি ফুল আমার চাদরে বেঁধে দেয় আমি এখুনি বাবাকে আন্‌তে যাবো।

লা। (কর্ত্তার পায়ে ধরিয়া) কর্ত্তাবাবু! কর্ত্তাবাবু! তৈরী অন্ন ত্যাগ ক'রে যাবেন না। দুটীখানি মুখে দিয়ে যান। আপনি না খেলে বাড়ীর কেউ জল পলাটীও মুখে দেবে না।

। মঙ্গলা! কৃষ্ণনাথ আমার পায়ের ধূলো না খেয়ে জল খায় না। কৃষ্ণনাথ আমার তিন দিন খাইনি, আমি কি পেটে অন্ন দিতে পারি? কৃষ্ণনাথকে বাড়ী আন্‌বো, এনে এক সঙ্গে ব'সে খাবো।

লা। না কর্ত্তাবাবু! মুখের ভাত ফেলে যাবেন না। মা সর্ব্বমঙ্গলাকে জানিয়ে এলুম, তিনি সকল মঙ্গল ক'র্‌বেন।

। মঙ্গলা! সব বুঝি—বুঝেও যে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা। আচ্ছা, মুখে হাতে জল দিয়ে আস্‌ছি। (প্রস্থান)

। যাই, কর্ত্তাবাবুর আসন আনিগে। (প্রস্থান)

(কৃষ্ণার প্রবেশ)।

(প্রণাম করিয়া) প্রভু! তোমার শ্রীচরণ ভিন্ন তো কিছু জানি না। তোমার পূজা না ক'রে তো জল গ্রহণ করি না। প্রভু! তোমার কাছে লজ্জাহীনা হ'য়ে বল্‌ছি, আমার স্বামীকে এনে দাও। দাও, দাও, দাও, প্রভু! এনে দাও।

(আসন ও জলের গ্ল্যাস লইয়া মঙ্গলার প্রবেশ)।

মঙ্গলা। বৌমা ! কাঁদতে নেই, কেঁদো না ; কর্ত্তাবাবু দুটী ভা মুখে দিয়েই বড়বাবুকে আনতে যাবেন। তুমি কাঁদ তিনি আর ভাত মুখে দেবেন না। তুমিও এখ একটু বস।

(হরিনাথের প্রবেশ)।

হরি। মা ! মা ! বাবা কখন্ আস্বে ? বাবার জন্যে যে কেমন ক'চ্ছে।

মঙ্গলা। দাদামণি, তোমার দাদামশাই তোমার বাবাকে আন যাচ্ছেন। এখুনি আস্বেন। তোমার জন্যে কত খে আন্বেন, সন্দেশ আন্বেন, আরও কত কি আন্বেন।

হরি। না, আ স সন্দেশ চাই না, খেলনা চাই না, আ বাবাকে এনে দে।

(রাধানাথের প্রবেশ)।

দাদাভাই। আমার বাবাকে এনে দাও।

রাধা। (মুখচুম্বন করিয়া) কেঁদো না দাদাভাই, কেঁদো দাদাভাই, এখুনি তোমার বাবাকে আন্তে যাই।

(সর্ব্বমঙ্গলার ফুলবাঁধা চাদর লইয়া অন্নপূর্ণার প্রবেশ)।

হরি। ঠাকুমা ! দাদাভাই বাবাকে আন্তে যাচ্ছে। ঠা তুমি কেঁদো না, মা তুইও কাঁদিস্নি। মঙ্গলাদিদি আ লাঠী গাছটা এনে দেনা, আমিও দাদাভাইয়ের যাবো, বাবাকে ডেকে আন্বো।

। • মঙ্গলা ! হরিধন বায়না নিয়েছে, লাঠী গাছটা এনে দে তো মা। (মঙ্গলার প্রস্থান)

আমি মেয়েমানুষ তোমায় আর কি বল্‌বো, যত শিগ্‌গির পার, বাবাকে এনো। যদি যথাসর্ব্বস্ব দিতে হয়, তাও দিও। বাছার মুখ মনে পড়্‌ছে, আর বুক ফেটে যাচ্ছে।

ভাত লইয়া অন্নপূর্ণার প্রবেশ ও কোলের কাছে ভাত দেওন, এমন সময় একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)।

। এই বাড়ী কি রাধানাথ বোসের ?

। (হাতের ভাত হাতে রাখিয়া) হ্যাঁ বাছা—হ্যাঁ ! কোথা থেকে আস্‌ছো ?

আঃ ! বাঁচলুম বাবা, বাঁচলুম। ঘুরে ঘুরে সারা হলুম, ঘুরে ঘুরে সারা হলুম। দাঁড়াও বাবা একটু জিরুই।

। আহা ! বস মা বস, বড় কষ্ট হয়েছে। মঙ্গলা ! ধোবার জল দেতো মা।

(মঙ্গলার প্রবেশ)।

ওগো, আমি শয়তানাবাদের কাছারি থেকে আস্‌ছি। তোমার ছেলে কৃষ্ণনাথ আমাকে পাঠিয়েছে।

। মা ! মা ! বলতো মা, আমার কৃষ্ণনাথের সংবাদ বলতো মা। তিন দিন হ'লো বাছা আমার কাছারি গেছে, কন এলো না, বলতো মা ?

ওগো, তোমার ছেলে ভাল আছে, শিগ্‌গির শিগ্‌গির আস্‌বে। তোমার বোকে একটা সংবাদ বল্‌তে বলেছে, তাই বল্‌তে এসেছি।

রাধা। কৃষ্ণনাথ আমার কাছারী গেছে, যদি কোন বি
আমার মত নিয়ে কর্‌তে হ'তো তা'হ'লে আমাকে
সংবাদ দিতো। আমাকে কোন সংবাদ না দিয়ে, বৌমাকে
সংবাদ দিয়েছে, এতো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। হাঁ
বাছা! আমাকে বল্‌তে কি কোন নিষেধ আছে?

স্ত্রী। তার সাক্ষাতেই সকলকে বল্‌বো, সকলেই শুন্‌তে পাবে
বিশ্বাস না হয়, চলে যাচ্ছি।

অন্ন। না মা, যেও না মা। (কৃষ্ণাকে দেখাইয়া) এই আমার
বৌমা, কি বল্‌বে বল মা!

স্ত্রী। এই তোমার বৌমা! (স্বগতঃ) হুঁ এইবার কা
উদ্ধার করি। (চারিদিকে দৃষ্টিপাত)।

রাধা। (স্বগতঃ) এ যে দেখ্‌ছি খারাপ দৃষ্টি। দৃষ্টিতে যে
সৃষ্টি ... যাচ্ছে। চোখ দিয়ে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে।
(প্রকাশ্যে) সকলেই আছে, কি বল্‌বে বাছা বল
তোমার কথা শুনে দুটো অন্ন মুখে দেবো।

স্ত্রী। (স্বগতঃ) অন্ন মুখে দেওয়াচ্ছি।

মঙ্গলা। (অন্নপূর্ণার প্রতি) গিন্নি-মা! গতিক বড় ভাল নয়, মা
চাউনি ভাল নয়। মাগীকে বার ক'রে দিয়ে আস্‌বো না কি

অন্ন। না মা! বাড়ীতে এসেছে, কিছু বল্‌তে আছে। হাজার
শত্রু হলেও বাড়ীতে এলে আদর কর্‌বে। কি ব
আগে শোন না—তারপর বিবেচনা।

স্ত্রী। (চারিদিকে চাহিয়া) আর না, আর না, আর দেরী
করা হবে না। এইবার—এইবার (বুকের ভিতর হইতে
বাঁশী বাহির করিয়া বাদন)।

(পাঁচিল টপ্‌কাইয়া বরকন্দাজ সিপাহিগণের প্রবেশ)।

পাহি। র‍্যা—ব্যা—র‍্যা—ব্যা, হাবা—র‍্যা—র‍্যা—ব্যা, কৈঃ কৈঃ কৈঃ।

। জমাদার! জমাদার! এই সেই, এই সেই, এই সেই সুন্দরী। এই সুন্দরীই আমাদের শীকার। চারিদিক ঘেরাও করে ফেল, পিপড়েটা পর্য্যন্ত না ঢুক্‌তে পারে এমন করে ফেল।

জসিং। সকলকে ডাক দাও, ঘেরাও কর। ধর, ধর, ধরে শূন্যে শূন্যে উধাও ক'রে নিয়ে চলে যাও।

। ব্যা—র‍্যা—র‍্যা—হ্যা—ব্যা—বা (কৃষ্ণাকে ধরিতে উদ্যত)।

া°। খবরদার, খবরদার, সতী-অঙ্গ স্পর্শ করিস্‌নি, সতী-অঙ্গ স্পর্শ করিস্‌নি।

(পশ্চাৎ হইতে কর্ত্তার মাথায় লাঠী মারায় কর্ত্তার পতন)।

সিং। বেটাকে বেঁধে ফেল, বেটা না উঠ্‌তে পারে।

। ওগো, আমার কি হলো গো, ওঁকে বেঁধো না গো।

সিং। চুপ্ চুপ্—চেচাবি তো তোরও ঐ দশা হবে।

(তেজসিংহের পায়ে ধরিয়া) বাবা! তুমি আমার ছেলে, তুমি আমার ছেলে, কর্ত্তাকে বেঁধো না, বৌমাকে ধরো না, এই চাবির থোলো ফেলে দিচ্ছি, সর্ব্বস্ব নিয়ে যাও। গহনা ফেলিয়া দিয়া) এ সব নিয়ে যাও। আমি সতী রমণী, তোমাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি,—তোমার স্ত্রী-পুত্র সর্ব্বসুখে সুখী হোক্, আমাদের রক্ষা কর।

। হুঁ-উ, হুঁ-উ, দায়ে পড়্‌লে সকলে বাবা বলে, ছেলে বলে! সতী রমণী! ঢের ঢের সতী রমণী দেখেও এলম.

সতীপনা করেও এলুম। তেজসিং! বেটীকেও বেঁধে ফে
বেঁধে ঐ বেটার পাশে রেখে দাও।

(অন্নপূর্ণাকে বাঁধিয়া কর্ত্তার পাশে রাখিয়া দেওন ;

মঙ্গলা। ওগো, কে কোথায় আছ, এস গো! বাড়ী
ডাকাত পড়েছে, দৌড়ে এসো। (প্রস্থান

স্ত্রী। তেজসিং! তোমরা কি কবছো! মাগীকে মাগীর কা
দিয়ে বাঁধ। (পাড়েব ধবিতে অগ্রসব হওন

কৃষ্ণা। সরে যা, সবে যা, সরে যা, এক পা এগুবি
জিব ছিঁড়ে দেবো, চোথ উপ্‌ড়ে নেবো, নোক
বুক চিরে দেবো। এথনো ধম্ম আছে, এথনো আক
চন্দ্র সূর্য্য উদয় হয়, এথনো সতী রমণীব সতীত্ব
আছে। (যোড়ে) মা জগজ্জননি! সতীরাণি!
বমণীর সতীত্ব রক্ষার জন্য অনীকিনীর বল দাও
সরে যা—সবে যা—সবে যা।

স্ত্রী। আর সরে যেতে হবে না। সতীগিবি সেই কাছারি
হবে। এবার সাহেব পতি হবে।

কৃষ্ণা। কেরে ডাইনি, কেরে পিশাচিনি, সাবধান! সাবধা

(ভজহরি প্রভৃতি গ্রামবাসিগণের প্রবেশ)।

হরি। দেখ্ দরোয়ান, আমার দাদা ভাইকে মাল্লি কে
বাঁধ্‌লি কেন? ঠাকুরমার গায়ে হাত দিলি কেন? দে,
এদের বাঁধন খুলে দে। মা জননীর গায়ে হাত দিবি
এই লাঠীর চোটে মাথা ভেঙ্গে দেবো। ভজা দ
ভজা দাদা আয়তো।

স্ত্রী। আর ভজা দাদাকে ডাক্‌তে হবে না, মজা দেখ। একরত্তি ছেলে তার সাতরত্তি কথা। ছেলেটার গলা টিপে মেরে ফেল, গলা টিপে মেবে ফেল।

তেজসিং। পাঁড়ে! ছেলেটাকে একটা লাঠিব গুতো দিয়ে মুখে কাপড় পুরে দাও—না চেঁচাতে পারে।

(পাঁড়ে কর্ত্তৃক তদ্রূপ করণ)

স্ত্রী। চেঁচাও, কাঁদ, লাঠি মাব, মাথা ভেঙ্গে দাও। দাও, দাও, আর একটু কাপড় গুঁজে দাও, এখুনি হয়ে যাক্।

কৃষ্ণা। বাবা হরিধন! হরিধন! দুলাল আমার, দুলাল, দুলাল!—

নেপথ্যে। ভয় নেই—ভয় নেই, মার মার।

ভজা। (লাঠির দ্বারা দুইজন বরকন্দাজকে আঘাত ও তাহাদিগের পতন) সাবধান! সাবধান! সাবধান! ভজার দেহে প্রাণ থাক্‌তে ভজা কখনও সতী রমণীর সর্ব্বনাশ কর্‌তে দেবে না—দেবে না—দেবে না।

(অসিহস্তে বীণার প্রবেশ)।

বীণা। কেরে নরপিশাচেরা! সতী রমণীব উপর অত্যাচাব করিস্, কেরে রাক্ষসেরা দেবতার পবিত্র দেহে অস্ত্রাঘাত করিস্? যদি আর এক পা এগুবি, তা'হলে এই মন্ত্রপূত অসি তোদের বুকে পড়্‌বে,—বুক দু' ফাঁক হয়ে যাবে, রক্তে নদী বয়ে যাবে, সতী রমণী সেই রক্ত গায়ে মেখে অত্যাচারের জ্বালা জুড়্‌বে।

ভজা। মা, তুমি তোমার অসি চালাও, আমি আমার লাঠি চালাই,—দেখি কোন্ সয়তান সাম্‌নে এগোয়!

তেজসিং। গতিক বড় ভাল নয়, ডাক দাও! এবার লাঠি ঃ তলোয়ার দুই চালাও, মাগীকে জানালায় বাঁধ, ভজারে আমি বাঁধি। সুন্দরীকে উধাও করে নিয়ে চল।

বীণা। পিশাচেরা, এখনও বল্‌চি নিবস্ত হ! আমায় বাঁধ, মার, কাট, যত যন্ত্রণা দিতে পার দাও,—আমি নীরবে সহ্য করবো, কিন্তু নিরীহের উপর অত্যাচার ক'র না,— সতীর অঙ্গ স্পর্শ ক'র না!—সর্ব্বনাশ হবে,—সর্ব্বনাশ হবে,—নরকেও স্থান পাবি না, এখনও বল্‌চি নিবস্ত হ!—

ভজা। মা, বৌমা! তোদের অন্নের ঋণ শুধ্‌তে পাল্লুম না,— আমি মলুম না! আমি মলুম না!

(কৃষ্ণাকে বন্ধন)

কৃষ্ণা। উপরে ..., নীচে আমার দেবতাস্বরূপ শ্বশুর-ঠাকুর, দেবীরূপিণী শাশুড়ী-ঠাকুরাণী, অন্তরে আমার রামচন্দ্র সম স্বামী। যদি সতী রমণীর বাক্যের বল থাকে,—যদি ধর্ম্ম ও পুণ্য থাকে,—তা হলে ধর্ম্মের জয়,—অধর্ম্মের ক্ষয় অবশ্যই হবে। বাবা হরিধন, হরিধন, হরিধন আমার।

(কৃষ্ণাকে লইয়া বরকন্দাজদের প্রস্থান।

স্ত্রী। (কর্ত্তা, গিন্নি, ভজা ও বীণার প্রতি) হলো, হলো, এ... মর মর মর। (হরিনাথের প্রতি) যাই—যাই—যাবার সময় ছেলেটাকে একটা লাথি মেরে যাই। (মুখে লাথি মারিয়া) কি রে, আর একটা মারবো?

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সুখনগর নদীতীর।

(দেবদাসের প্রবেশ)।

দেব। মা, সর্ব্বমঙ্গলার পদে শেষ পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, সুখনগরের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, মা দশভুজা তোর কাছে এসেছি মা! আহা! ঐ অনন্ত সুনীল আকাশ-মণ্ডলে পূর্ণিমার মধুর জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ তরল আলো কি সুন্দর! পূর্ণিমার পূর্ণ জ্যোতিঃ রঞ্জিত মন্দির কি সুন্দর! মন্দির অভ্যন্তরের সেই শঙ্খ ঘণ্টার রোল কর্ণ-কুহরে প্রবেশ কচ্ছে, মার চরণে জবা দেওয়া মনে পড়্‌ছে, মার সন্ধ্যা আরতির কথা মনে পড়্‌ছে, আশৈশব সুখশান্তির কথা মনে পড়্‌ছে,—বুক ফেটে যাচ্ছে, চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। জীবনসঙ্গিনী স্বামি-সোহাগিনী বীণার সেই বীণা বিনিন্দিত কথাগুলি মনে পড়্‌ছে, বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, বুকের এক একখানি হাড় যেন খসে যাচ্ছে। মা স্রোত-স্বতি! সর্ব্বসুখদায়িনী জননী দশভুজে! তোর অধম সন্তানকে দশ হস্তে কোল দে মা, তোর সুকোমল কোলে শান্তি-সুখ লাভ করি।

(জলে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত)

(পশ্চাৎ হইতে বীণার প্রবেশ ও দেবদাসের হস্তধারণ)।

বীণা। ছিঃ ছিঃ আত্মহত্যা করো না, আত্মহত্যা করো ন মলেই তো সব ফুরুলো।

দেব। দেবীরূপিণি! আপনার করস্পর্শে আমার দেহে যে শক্তির সঞ্চার হলো। একি! তুমি!—তুমি!—তুমি বীণা! বীণা!

বীণা। হ্যাঁ, আমি তোমার বীণা, চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি তোমার জীবন-মরণের সাথী বীণা! তুমি আমায় দেখে যত না আশ্চর্য্য হচ্ছ, আমি তোমায় দেখে তা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য হচ্ছি। প্রভু! স্বামী! তুমি সা সাহেবের সঙ্গে গেলে পরে দুর্বৃত্ত নায়েবের অত্যাচারে, গ্রামবাসি গণের কাতর চীৎকারে, এ দাসী তোমার বিনা অনুমতিতে গৃহত্যাগ করে এসেছে, যদি অপরাধ হয়ে থাকে—শাস্তি প্রদান কর।

দেব। বীণা! তুমি উচ্চপ্রাণা! এখন তোমার বাসনা?

বীণা। আমার বাসনা? প্রভু! তুমি অত্যাচার-পীড়িত প্রজার দুঃখে মর্ম্মাহত হ'য়ে রোস্তম সার সহিত না মিলিত হয়েছিলে? তুমি না পীড়িত প্রজার দুঃখ মোচন করবার জন্য রোস্তম সার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলে? তাই দশভুজার জলে আত্মবিসর্জ্জন করতে এসেছ? তাই অত্যাচারের হাত হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কাপুরুষোচিত কার্য্যে উদ্যত হয়েছ? মনে রেখ আত্মহত্যা রমণীর—পুরুষের নয়। আমি স্ত্রীলোক, আমার মনে যে বল আছে—তোমার তা নাই?

। আমায় কি করতে হবে?

।। আমি স্ত্রীলোক, আমি তোমায় কি উপদেশ দিব? দেখ্‌তে পাচ্ছ না—পিশাচ নায়েবের অত্যাচারে গ্রামপল্লী সব ভস্মীভূত হচ্ছে। আজ যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কাল সে একমুষ্টি উদবান্নের ভিক্ষারী, আজ যে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে নিদ্রা যাচ্ছে,—কাল সে স্ত্রী-পুত্রহারা হ'য়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে। দুরাত্মা ডন্‌কিনের দৌরাত্ম্যে কত সতীর সর্ব্বনাশ হচ্ছে! এ দেখেও কি তোমার হৃদয় বিগলিত হচ্ছে না?—এ দেখেও কি সতীর সতীত্ব-রক্ষার জন্য তোমার সমস্ত শক্তি সঞ্চালিত করবে না? মাতার শোকে, সতীর দীর্ঘশ্বাসে, বালকের ক্রন্দনে, প্রতি গৃহে দিবারাত্র হাহাকার উঠ্‌ছে, তা কি তোমার বধির কর্ণে প্রবেশ কর্চ্ছে না? তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার নিজের চিন্তা আগে—না তোমার দেশের চিন্তা আগে? তোমার মুখেই শুনেছি যে, আত্মহত্যার নাম পুরুষত্ববিসর্জ্জন! তুমি ম'লে তোমার জ্বালা জুড়ুবে—দেশের লোকের তা'তে কি হবে? এখনও সময় আছে—এখনও উপায় আছে—এখনও রোস্তম সা আছে। এসো—দুজনে দেশের কার্য্যে—মায়ের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করি। আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়ো না! আর অত্যাচার বাড়্‌তে দিও না। রোস্তম সার দলভুক্ত হও,—অত্যাচার নিবারণ কর!—অত্যাচার নিবারণ কর।

। বীণা! বীণা—সর্ব্বমঙ্গলার সেবায় আমি আশৈশব সুখে ছিলুম, তোমাকে জীবনসঙ্গিনী ক'রে পরম সুখে ছিলুম।

দুঃখ বলে যে একটা জিনিস আছে, তা জানতুম না সে সুখের হাট আমার ভেঙ্গে গেছে,—আমায় দুঃখের সাগরে ঘিরেছে, তাই আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলুম।

বীণা। দুঃখ—দুঃখ!—দুঃখকে হৃদয়ে স্থান দিও না। জেনো, পরোপকারীই সুখী, অন্য কেহ সুখী নয়। যে ক'টা দি বাঁচবে,—কেবল পরোপকারই করবে,—দেখবে তোমা অন্তঃকরণ সুখের সাগরে ভাসবে। আর যাব স্বা স্বদেশের জন্য—স্বজাতির জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দে পরার্থে আত্মবলিদান দেয়, সেও সুখের সাগরে ভাসবে।

(বীণার প্রস্থান)

দেব। বীণা—বীণা! তোমার মন্ত্রেই আমি দীক্ষিত হলুম সা সা... দলভুক্ত হতে চল্লুম,—পরোপকারে প্রা বিসর্জ্জন করতে চল্লুম। মা সর্ব্বমঙ্গলা! অন্তিমকালে যে তোর দেখা পাই মা! মা দশভুজা! অন্তিম কালে যে তোর কোলে স্থান পাই মা! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

প্যাদা। ধরি মাছ, না ছুঁই পানি, দেখি,—বক্কেশ্বর কে বক্কেশ্বরের পিতৃ-পুরুষকেও আসতে হবে।

(ময়নার প্রবেশ)।

ময়না। (স্বগতঃ) এই যে, মেঘ না চাইতেই জল। নির্

ময়নাও পেছুনে আছে। গোপনে দু'জনে যখন ষড়যন্ত্র করছিল, তখন আড়াল থেকে সব শুনিছি। উঃ—মানুষ হয়ে মানুষের এ রকম সর্ব্বনাশ করতে পারে, তা আমার ধারণাতেই আসে না। কুলে কালী দিয়ে কুল-কলঙ্কিণী হয়েছি,—নরকে ডুবেছি, সংসার-ক্ষেত্রে মনুষ্য-চরিত্রও শিক্ষা করেছি, এমন দেখিনি। (প্রকাশ্যে) প্রণাম হই।

দা। আরে—আরে, তুই এখানে কেন? আরে ম'ল, তুই আবার এখানে এলি কেন? লোকে দেখ্‌লে বল্‌বে কি, গিন্নি শুন্‌লে বল্‌বে কি?

না। নায়েব মশাই! লোকে দেখ্‌লে আবার বল্‌বে কি? লোকের জান্‌তে আবার বাকী কি? তোমার রসের গিন্নি যে লোককে ডেকে বলেছে, আর গ্রামশুদ্ধ ঢাক পিটেছে। (স্বগতঃ) মনে করেছিলুম, রঙ্গরসেই কেটে যাবে, তা নয়; এখন দেখছি, অন্তরে অন্তরে মিশ্‌তে হবে। পুরুষ মানুষকে বশ করতে কতক্ষণ যাবে? দুটো ভালবাসার কথা গুছিয়ে গাছিয়ে বল্লেই হবে। (প্রকাশ্যে) মশাই, শুনছেন কি?

। বেশ শুন্‌ছি।

। রসরাজ! আমাতে কি আর আমি আছি? রসরাজ! তোমাতে আমি মজেছি। আমি নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, মথুরা, বৃন্দাবন, ঘোষপাড়া, কতশত পাড়া ঘুরে এলুম, অনেক বুড়ো, আধবুড়ো, সিকিবুড়ো, কাঁচা, ডাঁসা, ছোঁড়া, ছাঁড়া দেখে এলুম। কিন্তু এমন মনের মত উঃ—আহা হাঃ! আর বলতে পারি না,—দেখ্‌লুম না পেলুম না। কি যে ভালবেসেছি, যেন ভালবাসায় ভাস্‌ছি!

খ্যাঁদা। ময়না—ময়না! খ্যান্ত দে, ময়না! গ্রামের লো
দেখ্‌লে লজ্জায় বাঁচবো না, সাহেবের লোক দেখ্‌লে চাক
থাকবে না। আর ক্ষেমঙ্করী শুন্‌লে 'এলোপাতাড়ী খ্যাংরা
খ্যান্ত দেবে না; গায়ের মাংস রাখ্‌বে না।

ময়না। (স্বগতঃ) লজ্জায় ম'লে তো বয়ে গেল, নায়েবী
তো বয়ে গেল, তুমি 'খ্যাংরা খেলে তো আমার বয়ে গে
(প্রকাশ্যে) নায়েব মশাই! তোমার নায়েবী নেবে কে?

খ্যাঁদা। ময়না! সাহেব।

ময়না। রসরাজ! আমায় হাতে রাখ্‌লে ঢের ঢের সা
তোমার হাতের মুটোর ভেতর থাকবে।

খ্যাঁদা। য়্যাঁ—য়্যাঁ—বল কি,—বল কি?

ময়না। এই বলি, আর কি বলি। (স্বগতঃ) আর য
শাগ্‌রি শাগ্‌গির মা সর্ব্বমঙ্গলার কাছে এমন নর-পিশাচ
নরবলি দিতে পারি, তাই বলি—! (প্রকাশ্যে)
আমায় ভালবাসনা?

খ্যাঁদা। য়্যাঁ—য়্যাঁ—ময়না, ভা—ভা—ভা—ভাল আর বাসিন

ময়না। কথায় বলে, মেয়ে মানুষের বুক ফাটে তবু মুখ ফো
না। আমি মনের কথা প্রকাশ করে ফেল্লুম, আর তুমি—

খ্যাঁদা। ময়না! আর লজ্জা দিও না। আমার গতিক গা
দেখে বুঝতে পার না? এখন আর একটু বড় রক
প্রকাশ করে বল, তোমার মন-বাসনা কি?

ময়না। (স্বগতঃ) ওষুধ ধরেছে, এখনও বিষবড়ী আ
তোমার বিষ তোমাকেই খাওয়াবো,—তোমারই সর্ব্ব
করবো। আরো বিশ্বাস করাতে হবে,—তবে 'কার্য্য

হবে। (প্রকাশ্যে) না, না, মনের কথা বল্‌বো না, খেলো হয়ে যাবো। তোমার মুখে একখানা পেটে একখানা।

দ্যাদা। ময়না—ময়না! তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না?

ময়না। (স্বগতঃ) কি করি, কিল খেয়ে কিল চুরি, তাই বিশ্বাসের ছুরিকে ভাল করে বিশ্বাস করি। (প্রকাশ্যে) যাকে ভালবাসি, তাকে আবার বিশ্বাস করি না! বলুন, গোপন করবেন না?

দ্যাদা। না।

ময়না। রসরাজ! আর গৌরচন্দ্রিকায় কাজ নেই, আর ঢাক ঢাক গুড়গুড়ে কাজ নেই, মনের অগোচর পাপ নাই। বুকে হাত দিয়ে সত্য কথা বলবে কি না? দেবদাসের মাগের জন্য প্রাণ কাঁদে কি না?

দ্যাদা। য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ! তুই কি করে জান্‌তে পার্‌লি?

ময়না। যে যাকে ভালবাসে, সে তার মনের কথা টেনে আন্‌তে পারে। আর একটা—বোসেদের বিষয়টা?

দ্যাদা। (স্বগতঃ) ময়না একেবারে মনের কথা টেনে এনেছে, ময়নাকে বিশ্বাস না করে আর উপায় দেখ্‌ছি না। য়্যাঁ—য়্যাঁ।

ময়না। ভয় কর না, চুপ করে থেক না, এখানে থাক্‌লে তোমার মন-বাসনা পূর্ণ হবে না। তোমার প্রলয়ঙ্করী ক্ষেমঙ্করী সাথে থাকৃতে হবে না।

দ্যাদা। তবে কোথা যাবে?

ময়না। শয়তানাবাদে যাবো। কাছারীর কাছে একটা ঘরটর দেখে নেবো। তোমার কাছে যাবো আস্‌বো। সাহেবকে

দুধ যোগাব। সাহেবকে তোমার মুটোর ভেতর ক রাখ্‌বো। তোমার কথায় সাহেবকে ওঠাব বসাব, তোমাকে জমিদারির হর্ত্তা কর্ত্তা কর্‌বো। আর দেবদা মাগ্‌টা—বোসেদের বিষয়টা, এ তোমার মৌরসীপাট্টা দেবো। সব তো করে দেব, তারপর আমার ?

খ্যাঁদা। ময়না ! তোমায় প্রাণ দেবো—প্রাণ দেবো।

ময়না। (স্বগতঃ) তুমি প্রাণ দেবে, না আমি তোমায় দেবো। (প্রকাশ্যে) আহা ! তা আর জানিনি, তো প্রাণ দেবদাসের মাগের কাছে, আমার প্রাণ তো কাছে, দেখি কার প্রাণ মরে বাঁচে'।

খ্যাঁদা। ময়না ! তুমি আমার আশা ভরসা,—আর দেবদা মাগ চোখের নেশা।

ময়না। (স্বগতঃ) তোমার আশা ভরসার সর্ব্বনাশ ক তোমার চখের নেশা জন্মের মত ছুটীয়ে দিচ্ছি। (প্রক তবে শয়তানাবাদে যাওয়া হবে কবে ?

খ্যাঁদা। আজই।

ময়না। খুব রাজী।

খ্যাঁদা। (ময়নার হাত ধরিয়া) ময়নারাণী—ময়নারাণী ! মুখখানি শুকিয়ে গেল কেন ? তোমার মুখখানি কাঁদ হ'ল কেন ? তোমার চোক দু'টী ছল ছল কেন ? সুখনগর ছেড়ে যেতে বুঝি মন উঠ্‌ছে না ?

ময়না। (স্বগতঃ) শয়তান ! সুখনগরের সুখ কি বো আমার সুখের জন্য কাঁদি না—বোসেদের জন্য কাঁ আবার যদি হাস্‌তে পারি, সুখনগরে আস্‌বো,

আত্মহত্যা করবো। আত্মহত্যা মহাপাপ হলেও আত্ম-হত্যা করবো।

(অন্তরাল হইতে বক্কেশ্বরের প্রবেশ)।

বক্কে। বাঃ—বাঃ—ভায়া দেখ্‌ছি গোপনে ময়না-প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। খুব মজা মারছে। ময়না—একখানা চিজ্‌ বটে,—আর বসী বামুনি তার মুখে ছাই—তার মুখে ছাই, তাকে নিয়ে আর চলে না। মৌরসী পাট্টার মত যেন আমাকে ইজারা নিয়েছে, তাকে যে ইস্তফা দেবো, তার যোটী রাখেনি। যা হোক বাবা, কালনিমে রতনকে দিয়ে এ রতনকে হাত করতে হচ্ছে! ময়না একখানা চিজ্‌ বটে। (প্রকাশ্যে) ভায়া যে, কতক্ষণ?

ধ্যাদা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই—এই—এই!

ময়না। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম) প্রণাম! একটু পায়ের ধুলো দিন্।

বক্কে। ছুঁওনা—ছুঁওনা, নীরস তরু সরস করো না—নীরস তরু সরস করো না।

ময়না। বাবাঠাকুর! আমরা হলুম নিমগাছ, রস থাকলেও তেতো।

বক্কে। (স্বগতঃ) ছিঃ ছিঃ! বেটী কি কল্লে?—একদম মাটী কল্লে! একেবারে বাবা বল্লে! আমার আশা ভরসা একেবারে ভাসিয়ে দিলে! ময়না একখানা চিজ্‌ বটে! (প্রকাশ্যে) ময়না, তুমি খুব সেয়ানা।

ধ্যাদা। (স্বগতঃ) বাবা ধড়ে প্রাণ এলো, গতিক দেখে বুঝছিলুম, বুঝি বে-হাত হলো। (প্রকাশ্যে) ভাঙ্গা জান্‌লা ভগবান্ দেখিয়ে দেয়। ভায়া! সোণায় সোহাগা, ময়না খুব মৎলব এঁটেছে—আমাদের কাণ কেটে দিয়েছে।

বক্কে। ভায়া! বটে, বটে। মেয়ে মানুষের মোহিনী মায়া়ে দেবতারাই উপদেবতা হয়েছিলেন, রামচন্দ্রই বনে গিয়ে ছিলেন, আর ময়না আমাদের নাক, কাণ কাট্‌তে পার না? (স্বগতঃ) ময়না একখানা চিজ্ বটে, মরি ম ময়না একখানা চিজ্ বটে। (প্রকাশ্যে) ভায়া! ত আদত কথাটা!—

খ্যাঁদা। (কানে কানে কথা)।

বক্কে। ব্যাস্, তবেই তো বাজি মাৎ! ভায়া, ময়না এক ময়না বটে, ময়না একখানা চিজ্ বটে।

ময়না। বটে বটে তো কচ্ছেন, এখন প্রাণের কথাটা খুলুন।

বক্কে। ভায়া! তবে ময়নার কাছে মনের কপাট খুলে ফেলা যাক্

ময়না। আমায় কি অবিশ্বাস হচ্ছে?

বক্কে। না না, ময়না! অবিশ্বাস না, তুমি মেয়ে মা পার্‌বে কি না?

ময়না। জানি না, এমন কি কাজ আছে, যা ময়না পার্‌বে না।

বক্কে। (দাড়িতে হাত দিয়া) ভ্যালা রে মোর ধন রে, ম রে। ভায়া! ময়না একখানা চিজ্ চিজ্ চিজ্! ময় তবে সরে এস, কান পেতে শোন। দেখ, দেখ, দু সঙ্গে! এমন কাজটী কর্‌তে হবে—যে সাপও মরে, লা না ভাঙ্গে। দু' পুরিয়া ঔষধ কর্ত্তা গিন্নিকে দুধের খাওয়াতে হবে। পার্‌বে?

ময়না। তা আর পারবো না? (স্বগতঃ) দেখি না দৌড়খান

বক্কে। ছেলেটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তার বাবার কাছে যাবো ব'লে শয়তানাবাদে নিয়ে যেতে পার্‌বে?

না। তা আর পারবো না? (স্বগতঃ) আহা বংশের দুলাল ননীর গোপাল তাকে মেরে ফেল্‌তে আর শয়তানাবাদে নিয়ে যাব না?

বকে। দুধের পাওনা ব'লে সাদা কাগজে কর্ত্তার একটা সই ক'রে নিতে পারবে?

ময়না। তা আর পার্‌বো না? (স্বগতঃ) যাদের ঋণ জীবনে শুধ্‌তে পার্‌বো না, তাদের কাছে পাওনা!

বকে। ভায়া সরে এস, শোন,—জেনো হাওয়ারও কান আছে, গাছপালারও কথা কইবার শক্তি আছে। খুব গোপনে বলি শোন, তুমি আজ রাতারাতি শয়তানাবাদে চলে যাবে। এদিকে ফরসা না হতে হতে ময়না কাজ ফরসা কর্‌বে। ছেলেটাকে নিয়ে ময়না শয়তানাবাদে পালাবে। এখানে একটা হুলুস্থূল পড়ে যাবে, শর্ম্মা সব সাম্‌লাবে! বুঝলে—বুঝলে—বুঝলে?

খ্যাদা। বুঝিছি।

বকে। ময়না! বুঝেছ, বুঝেছ, বুঝেছ,—

ময়না। বুঝিছি। খুব বুঝিছি, হাড়ে হাড়ে বুঝিছি।

বকে। (স্বগতঃ) এখন এক কথা। যদি ময়নার দ্বারা স্বকার্য্য সাধন হয়—তবে বীরভদ্র কালনিমের কি প্রয়োজন? সাদা কাগজে সই হবে, কালনিমে সাক্ষী হবে, দুধে বিষ দিতে হবে, ছেলে নিয়ে পালাতে হবে, সব কাজ আমায় কর্‌তে হবে, কর্ত্তারা বসে বসে বক্‌রা মার্‌বেন। আমি বকেশ্বর ভাদুড়ী, আমি হাতের পাঁচ ছেড়ে নওলা ধর্‌বার আশায় বসে থাক্‌বো? আমি পাকা ঘুঁটী গাদে মেরে

খেলা কাঁচিয়ে দিয়ে মারবো ? বীরভদ্র ! দেখি তুমি বড়, ি
আমি বড় ! (প্রকাশ্যে) ভায়া, আর দেরী না ; ময়
আর দেরী না। ময়না, সাবধান ! সাবধান ! ভায়া,
করে চলে এস। (উভয়ের প্রস্থান)

ময়না। ধাড়ী ধাড়ী শঠেদের মাথায় বাজ পড়বে না !—মাথ
বাজ পড়বে না ! উঃ বিষ-বিষ-বিষ ! কর্ত্তা গিন্নিকে
খাওয়াতে হবে, বুকের ধন হরিধনকে মারতে হবে, স
কাগজে সই করে দিতে হবে ! দেখি, কার বিষ
নেয়, কার বিষ কে খায়, দেখি কার ছেলে কে মা
আর না—আর না—আর না, একটা পরামর্শ চা
যাই, বীণা দিদির কাছে যাই।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শয়তানাবাদ—ডাকাতের জঙ্গল।

(রোস্তম সা ও দেবদাস)।

রোস্তম। দেবদাস ! তোমার হিন্দুর বেশ হয়েছে ?

দেব। সা সাহেব ! হয়েছে, জমিদারের কর্ম্মচারিগণের এ
দয়া মায়া নেই।

রোস্তম। আমরা ডাকাত, আমাদের দয়া মায়া আছে, আ
ডাকাত, আমাদেরও একটা ডাকাতী ধর্ম্ম আছে।
সে কথা যাক্, জমিদারির সকল প্রজার অত্যাচা
প্রতিবিধান করতে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হবে।

মুসলমান জাতিভেদ ভুলে যেতে হবে। তোমার স্ত্রী-পুত্রের প্রতি অত্যাচার হ'লে সমগ্র হিন্দুজাতির স্ত্রী-পুত্রের প্রতি অত্যাচার হলো। আমার স্ত্রী-পুত্রের প্রতি অত্যাচার হলে সমগ্র মুসলমান জাতির স্ত্রী-পুত্রের প্রতি অত্যাচার হল। তোমার আত্মীয় পরিবার কি আমার আত্মীয় পরিবারের মতন নয়? আর আমার আত্মীয় পরিবার কি তোমার আত্মীয় পরিবার নয়? একদিন রাজা বসন্ত রায় ইশাখাঁর সহিত পাগড়ী বদল করেন, তদবধি উভয়েই দৃঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ হন। এস, এই স্থানে—এই বনে, উভয়ে একপ্রাণে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করি। দেখি, যদি অত্যাচারের কিছু প্রতিকার করতে পারি।

(উভয়ের আলিঙ্গন)

(মোহন মণ্ডলের প্রবেশ)।

মোহন। সা সাহেব, সেলাম!

রুস্তম। কি সংবাদ, মোড়ল মশাই?

মোহন। সংবাদ আর কি সা সাহেব! প্রজাগণ প্রতিদিন যে অত্যাচার সহ্য কচ্ছে, তা মানুষে পারে না। এখন প্রজাগণের প্রাণ বাঁচাবার—অত্যাচার নিবারণ করবার উপায়?

রুস্তম। সকলে মিলে একবার শয়তানাবাদের কাছারীতে যাও,—জানাও। ফল না হয়, একবার দেবরাণীর কাছে যাও; তাতেও ফল না হয়, শয়তানাবাদের কালেক্টর সাহেবের কাছে যাও,—জানাও। ইংরাজ জাতি দয়ালু অবশ্য দয়া করবেন। বিশেষ কালেক্টর সাহেব দয়ার অবতার! অত্যাচার অবশ্য নিবারণ হবে, শেষ আমি আছি।

মোহন। সা সাহেব! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য; ত
কাছারীর কর্ম্মচারিগণ নির্ম্মম, নিষ্ঠুর! তাদের দ্বা
ফল হবে না। রাজা বাবুকে কি বল্‌বো?

বোস্তম। রাজাবাবুকে বল্‌বে, তোমাদের অবস্থা জানা
আর তাঁকে বল্‌বে যে, তিনি যুক্তিযুক্ত পণ নিয়ে দেবরা
জমিদারী, দেবরাণীকে ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন
না? শুনেছি, রাজাবাবু ধার্ম্মিক লোক, টাকা পে
পেলে দিলেও দিতে পারেন।

মোহন। সা সাহেব! মর্ত্ত্যের মানুষ ক'জন স্বর্গের দেবতা
যে এতটা বিষয় টাকার লোভে ছেড়ে দেবে?

বোস্তম। তোমরা তাঁকে বল, হয় টাকা নিয়ে জমি
ফেরত দিন,—নয় আমাদের এইখানে বধ করুন। আমা
সেই দেবরাণীর জননীর কোল ছাড়া কর্‌বেন
আমরা দেবরাণী ছাড়া আর কাকেও খাজনা দেব না।

মোহন। হয় তো আরও রাগ বেড়ে যাবে।

বোস্তম। যায় যাবে।

মোহন। যদি আমাদের বন্দী করে?

বোস্তম। বন্দী হবে, মর্‌বে।

মোহন। যদি যুক্তিযুক্ত টাকায় স্বীকার হয়, সে
কে দেবে?

বোস্তম। সে ভার আমার, আমিই দেব।

মোহন। প্রজাগণের ঘরে যে অন্ন নেই?

বোস্তম। মণ্ডল মশাই! প্রজারা নিরন্ন থাক্‌বে, আর
পেটে অন্ন দেব?

মোহন। সা সাহেব! অপরাধ মার্জ্জনা কর্বেন। ধরুন, রাজাবাবু জমিদাবী ফিবিয়ে দিলেন না। তার উপায় কি করা হবে?

রোস্তম। তার উপায় গুড্ম্যান সাহেব, নিরুপায়েব উপায় মঙ্গলময়। তিনি দুর্ব্বলের সহায়।

মোহন। কতজন প্রজা যাবো?

রোস্তম। যত জন পার।

মোহন। সা সাহেব! শেষ নিবেদন, যদি আপনার একজন লোক গোপনভাবে সঙ্গে যায়, তা হ'লে বড় ভাল হয়।

(রোস্তম সার বংশীধ্বনি, বাঁটুল সর্দ্দার প্রভৃতি কয়েকজন দস্যুর প্রবেশ ও অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান)।

রোস্তম। বাঁটুল সর্দ্দার! তোমাকে প্রজাদের সঙ্গে গোপনে যেতে হ'বে। ক'জন সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও, বেছে নাও।

বাঁটুল। (রোস্তম সাব পদধূলি লইয়া নতজানু হইয়া করযোড়ে) সর্দ্দাররাজ! অধীনের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আদেশ কচ্চেন কেন? বাঁটুল সর্দ্দার অন্য কাহারও সাহায্য চায় না। চায়—আপনার ঐ শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদ। শুনুন,—সর্দ্দাররাজ! শয়তানাবাদের শয়তান কর্ম্মচারীদের কাছারীর মাঝে আমার রাগ শয়তান দেখা দিলে, শয়তানগণের শয়তানী দেখ্বো! মুণ্ড ছিঁড়ে ফেল্বো, আপনার পদপ্রান্তে ছিন্ন মুণ্ড উপহার দেব। এস, এস মণ্ডল মশাই, এস।

রোস্তম। দেবদাস! এখন তুমিও স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও। এই সব লোকজন নিয়ে যাও। সব প্রজাকে বশ করগে। প্রজাদের বল্বে—তাদের অভাব পূর্ণ কর্বো। (সকলের

প্রতি) দেখ, আমি আর এই ব্রাহ্মণ দেবদাস এক
এঁর আজ্ঞা—আমার আজ্ঞা।

সকলে। সর্দ্দারবাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

দেব। সা সাহেব! আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করতে-
যদি দীন-দরিদ্র অসহায় অত্যাচার প্রপীড়িত প্রজার
কণামাত্র কমাতে পারি,—আবার এসে আপনার অটুট
স্নেহের আলিঙ্গন লাভ করবো! আপনার আলিঙ্গনে দে
পবিত্র করবো! নচেৎ আত্মহত্যা অধর্ম্ম হলেও, দশভু
শীতলজলে প্রাণ বিসর্জ্জন করবো। সা সাহেব! তবে বিদা

সকলে। জয় সর্দ্দারবাজের জয়! (সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

থ্যাঁদারামের বাটীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(থ্যাঁদারাম)।

(খোকা কোবা সাদা থান পরিয়া, গলায় কাচা দিয়া, হা
কলার-পেটো আতপচাল তিল কাঁটালীকলা
লইয়া নাচিতে নাচিতে প্রবেশ)।

খোকা। (নাচিতে নাচিতে বগল বাজাইয়া থ্যাঁদার প্রতি)
তোল ছেলাদ্দ হবে, বাবা তোল ছেলাদ্দ হবে।
দেখলা—এই দেখলা, কলাল গাছেল খোলা এনে
(পুনরায় বগল বাজাইয়া) আমাদেল কি মজা গো
আমাদেল কি মজা গো!

ওরে বোকচন্দ্র! বলতে নেই, বলতে নেই।

। আমি বোকচন্দল লা তুমি বোকচন্দল? ও পালাল াবুলাল্ বাপেল ছেলাদ্দ হ'চ্ছে, আল আমাল বাবাল ়লাদ্দ হবেলা? সে চৌকিদালেল ছেলে, তাল বাপেল ়লাদ্দ হবে, আল আমাল বাবা লায়েব, তাল ছেলাদ্দ বলা? আমাল বাবাল ছেলাদ্দ হবে, মালও ছেলাদ্দ! বগল বাজাইয়া মহানৃত্য ও চীৎকার করিয়া) ওগো ালাল লোক ছব, দৌলে দৌলে এছোগো! আমাদেল ়লাদ্দো হ'চ্ছে, দেখ্‌বে এছো গো!

(বেগে ক্ষেমঙ্করীব প্রবেশ)।

কি—কি—কি হ'য়েছে? কি হ'য়েছে? বাপ খোকা-! কি হ'য়েছে?

মা, মাই! তোলা দু'জলে এইখালে হাঁ ক'লে বোছ আমি তোদেল মুখে পিণ্ডি দি! আল মজা ক'লে লাদ্দো ক'লি।

ছেরাদ্দো কি করতে আছে? আমরা ম'লে তখন রাদ্দো কোরো।

। কেল—কেল, ছেলাদ্দো কলতে লেই কেল? ম'লে । আবাল ছেলাদ্দো কলে? ম'লে তোদেল কোথা পাবো ছেলাদ্দো কল্‌বো? মলা মালুছ আবাল বুঝি ছেলাদ্দো।! গুলু-মছাই ব'লেছে, পিতাল মাতাল ছেলাদ্দো কল্‌বে। য় তোদেল ছেলাদ্দো কলি।

নাবে বাপধন! না। গুরুমশাই শ্রাদ্ধ করতে বলেনি, া করতে বলেছে।

বদাচরেৎ॥ অর্থাৎ,—পুত্রের পাঁচ-বছর পর্য্যন্ত . পড়্বে। আর, দশ বছর হ'লে, তাড়ি খাও শেখাবে। আর, ষোল বছর হ'লে, পিতা-মাতা পু যত রকম বদ্ আচরণ আছে, সব শেখাবে। খোকা খোকা! বেশ ক'রে পিণ্ডি মাখ। পিতা-মাতা হাঁ করো, আমি মন্ত্র পাঠ্ করছি!

ক্ষেম। (উঠিয়া ঝাঁটা লইয়া) তবে রে আঁটকুড়ির ব্যাটা, দাঁড়া, আগে তোর্ব্যাটাকে খ্যাংরা পেটা কখি, তুই মন্ত্র পাঠ করিস্।

গুরু। (পিটে হাত বুলাইতে বুলাইতে) 'ওরে বাবারে, পেটা বুঝি কর্‌লেরে! ওরে খোকারে! পিণ্ডি ঠেলে দেবে—পিণ্ডি ঠেলে ঠেলে দেবে! (বেগে প্রস্থান

খোকা। বাপী, মাই! তোলা বোছ্। গুলু-মশাই ...লো, ছালালও ছেলাদ্দো কলিগে! ছালাল মুখে ঠেলে ঠেলে দিইগে। দালা দালা গুলু-মছাই! তোল্ মুখে পিণ্ডি দিগে—পিণ্ডি দিগে গো।

(বেগে প্রস্থান

খাঁদা। ক্ষেমঙ্করী! আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খে... খেলে! (সকলের প্রস্থান



পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাধানাথ বাবুর বাটীর অন্তঃপুরস্থ প্রবেশ-পথ।

(ময়না)।

। বীণাদিদি কোথায় গেল, কোথাও দেখ্‌তে পেলুম না। কি করি, কোথায় খুঁজি? বিশ্বাসঘাতক, বেইমান শয়তানদের ড়যন্ত্র কি ভয়ানক! শয়তানদের ষড়যন্ত্রে শয়তানদের র্ব্বনাশ কর্‌তে হবে। শয়তানদের সঙ্গে মিশে শয়তানদের য়তানী ভেঙ্গে দিতে হবে।

(বীণার প্রবেশ)।

দি এসেছ, দিদি এসো। দিদি! তোমায় একটা কথা , তুমি দেবীরূপিণী সতীরমণী—আমি পিশাচিনী কুল-কলঙ্কিনী। তোমার স্থান সপ্তম স্বর্গে,—আমার স্থান কে। তোমায় দিদি বলে যে অপরাধ ক'রেছি,—আমায় ক্ষমা ক'র্‌বে, তোমার ঐ চরণে একটু স্থান দেবে।

া। আমি জানি, তুমি ব্রাহ্মণ-রমণী, কপালফেরে পিশাচের অত্যাচারে কুল-কলঙ্কিনী; তুমি কুল কলঙ্কিনী হ'লেও আমার । এমন সময় এলে কেন? আমায় খুঁজ্‌ছেলে কেন?

না। দিদি! সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ!

া। সর্ব্বনাশের আর বাকি কি?—এর উপর, আবার র্ব্বনাশ বল?

না। দিদি! ঘোরতর ষড়যন্ত্র! কর্ত্তাবাবুকে বিষ খাওয়াবে, াকেও বিষ খাওয়াবে। কর্ত্তাবাবুর কাছ থেকে কাগজে সই ক'রিয়ে নেবে, বড়বাবুকে

মেরে ফেল্‌বে। আর সাহেব দিয়ে বড় বউএর সতীত্ব নষ্ট করাবে। তারা আস্‌ছে, এখন উপায়?

বীণা। কি ক'রে জান্‌তে পার্‌লে?

ময়না। কি ক'রে জান্‌তে পার্‌লুম? এই দেখ, বিষ দেখ। দু' মোড়া বিষ দেখ, এক মোড়া কর্ত্তাবাবুর—এক মোড়া গিন্নি-মার।

বীণা। তোমায় দিলে কেন?

ময়না। আমায় দিলে কেন? তবে শোন,—থাঁদা আর বক্কেশ্বর ভাদুড়ী কাছারী বাড়ীর পাশের বাড়ীতে করছিল, আমি সেখানে গিয়েছিলুম। আড়াল থেকে শুন্‌লুম, শুনে দলে মিশ্‌লুম। এমন মিশ্‌লুম যে, শয়তান আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলে,' আমায় সব কথা ব'ল্লে। আমাকে টাকার লোভ দেখালে, আমার বিষ দিলে। ব'ল্লে,—দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবে। এই সব কথা বল্‌বো ব'লে, এর উপায় কর্‌তে হবে ব'লে ... খুঁজ্‌ছিলুম। তোমায় না দেখ্‌তে পেয়ে আঁধার দেখ্‌ছিলুম। কি অত্যাচার!

বীণা। অত্যাচারের আগুন যে ঘরে ঘরে জ'লে উঠেছে, আর জান্‌তে বাকী আছে? গ্রাম পোড়াচ্ছে, কত ... কর্‌ছে,—কখনও ডাকাতী কচ্ছে, সতীর সতীত্ব নষ্ট কচ্ছে। আর অত্যাচারের বাকী কি আছে? এ... সর্ব্বমঙ্গলার উপর পর্য্যন্ত যখন অত্যাচার চলেছে, কর্ত্তাগিন্নিকে বিষ খাওয়ান কি বিচিত্র আছে! মা মঙ্গলা কি সুখনগরে আছেন। মা সুখনগর ছেড়ে গিয়েছেন। আমার স্বামী দেবালয় ছেড়ে দশভুজার

গিয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌ছিলেন, বল্লুম,—কাপুরুষ আত্মহত্যা করে! যদি পুরুষ হও, পুরুষের মত কার্য্য কর। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে বিলম্ব হ'য়েছে। ভগ্নি! এস দু'জনে কোমর বাঁধি। রমণীর বলের কাছে শয়তানেরা অতি দুর্ব্বল! রমণীর মনের বল থাক্‌লে অত্যাচারের বল কতক্ষণ প্রবল?

…না। দিদি! আর এখানে বিলম্ব করা হবে না। তারা এখুনি আস্‌বে। সেখানে যাই চল। তুমি এখানে থাক্‌বে, আমি শয়তানাবাদে যাবো। এসো—এসো—এসো!

(বেগে প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাধানাথ বসুর অন্তঃপুরস্থ শয়ন-কক্ষ।

(পার্শ্বে হরিনাথের উপবেশন)।

রাধা। (কাতরস্বরে) আ—হা—হা! আমার দুধের বাছা—মা-বাপ হারা হ'য়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। প্রভু, দিন দাও। আ—হা—হা, অসহ্য অত্যাচার! চোখ বুজে আস্‌ছে।

[illegible]। ভজহরি—মঙ্গলা এলি? বাপ্‌-মাকে আমার নিয়ে এলি?

(বক্কেশ্বর, কালনিমে, ক্ষেমঙ্করী, খোকা ও জনৈক পাইকবেশী লোকের প্রবেশ)।

[illegible]। বরকন্দাজ সাহেব! তুমি একটু বাইরে ব'সো, কেউ এলে আমাদের খপর দিও। কালনিমে রতন! বেশ সুবিধে—খুব সুযোগ।

(বঙ্কেশ্বর, কালনিমে ও ক্ষেমঙ্করীর খোকার বিছানার নিকট গমন)।

রাধা। (শব্দ পাইয়া) কে ও—কৃষ্ণনাথ এলি? কে ও—বৌমা এলে কে ও—মঙ্গলা এলি? কে ও—ভজহরি এলি? এস বাপ্প এস।

অন্ন। ওরে, বুকজুড়োন ধন সব এলি, আহা বাঁচালি!

ক্ষেম। (স্বগত) ইচ্ছে করে, ঐ উনুন-মুখে লাথি মেরে মুখ ভেঙ্গে দি। ইচ্ছে করে, ঐ পোড়ার মুখটো পুড়িয়ে দি। অহঙ্কারে মট্‌মটে হ'য়ে বেড়াতেন, গ্যাদা ধরতো না বলি, এখন আর সর্ব্বমঙ্গলার বাড়ীর কথা মনে পড়েনা। আমি যেই ঘ'রোয়ানা মেয়ে ব'লে, আমি যেই কার সাতেও নেই, পাঁচেও নেই ব'লে, আমি কারু কাচ কানাচ্ দিয়ে পথ চলিনা ব'লে, আমায় কেউ দশ কথা শুনিয়ে দিলেও মুখটী বুজে থাকি ব'লে, তা'না হ'লে,— সেই দিনই থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দিতুম! পা-টা সড়্—সড় কচ্ছে, নাথি মার্‌বো নাকি? আমাদের তাড়াবে না? সুখনগর থেকে আমাদের তাড়াবে না? আমর্ মুখপোড়া! চোকে আগুন লেগেছে নাকি? কে কে এসেছে, দেখ্‌তে পাচ্ছনা কি? এখনও অহঙ্কার!— এখনও অহঙ্কার বোল্!

হরি। হ্যাঁগা! বাবাকে, মা-জননীকে আজই এনে দেবে? আমার বড় মন-কেমন ক'চ্ছে।

খোকা। কাঁদিস্‌লে ভাই। চল্‌তো ভাই, আম্‌রা দুজনে বাবা মার্ কাছে যাই। ভাই! বাবা মা-কে ব'লে তোর্ বাবাকে, তোর্ মা-জননীকে আনিগে ভাই!

ক। একখানা সাদা কাগজে সই ক'রে দিতে কিছু আপত্তি আছে

া। 'ভায়া! আমার কৃষ্ণনাথকে, বউমাকে এনে দাও—তাতে একখানা সাদা কাগজে সই কর্‌তে কি আপত্তি আছে? তোমাদের প্রতি কি আমার অবিশ্বাস আছে?

ক। ভায়া! তবে কাগজ বা'র করি?

ধা। এখনি বা'র কর—এখনি সই ক'রে দিচ্ছি। আমার একটা সইয়ে কৃষ্ণনাথ ঘরে আস্‌বে, বউমা ঘরে আস্‌বে, আর আমি সই করবো না!

ক্ষেম। (স্বগত) না না, এ দু'টকে ঝাঁটাপেটা করতে হ'চ্চে। যত দেরী হ'চ্চে, আমার গায়ের রাগ গায়ে চ'ড়ে পড়্‌ছে। আর রাগ রাখ্‌তে পাচ্ছিনা, দু'বেটাতে দূতীগিরি কচ্চে, হাড় জ্বালাচ্চে, হাড় জ্বালাচ্চে!

বক্ষে। ভায়া! তবে সই কর।

কাল। (স্বগত) দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা, সিদ্ধিদাতা গণেশ।

রাধা। (সহিকরণ) এই নাও,—আমার কৃষ্ণনাথকে, আমার বৌমাকে এনে দাও।

বক্ষে। কালনিমে রতন! একটা সাক্ষী হও।

রাধা। একটা সাক্ষী হও বাবা! তোমাদের বাপ-মার পুণ্যে যদি হারানিধি ঘরে পাই, বৃন্দাবনে চলে যাই।

বক্ষে। ভায়া! আর দেরি করা হবে না, আমরা আসি।

রাধা। এসো ভায়া এসো! আমার কৃষ্ণনাথকে, বউমাকে এনে, আমাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দাও।—বিষয় আশয় রইলো, তোমরা রইলে।

বঙ্কে। (স্বগত) হুঁ, গ্রামের বড়লোক, ধার্ম্মিক লো[illegible] মাথাধরা লোক!

ক্ষেম। (উঠিয়া স্বগত) এ বাড়ী ত আমার হবে, ঐ ঘরট[illegible] আমি শোবো, ঐ ঘরটায় কর্ত্তা শোবে, ঐ ঘরটায় খোক[illegible] শোবে, ঐ ঘরটায় খোকাতে বৌয়েতে শোবে, ঐ ঘরট[illegible] গরুর-খড় থাক্‌বে। আমার যে আর দেরী স'চ্ছে[illegible] মাগীটা, মিন্সেটা বেঁচে র'য়েছে, গা-টা গস্ গস্ ক'চ্চে পা-টাও সড়্ সড়্ ক'চ্ছে, লাথি মেরে মুখ ভেঙ্গে দে[illegible] নাকি? (বঙ্কেশ্বরের প্রতি) ঠাকুরপো—ঠাকুরপো! সব[illegible] হলো, এখন ছেলেটা?

কাল। (বঙ্কেশ্বরের প্রতি) এই নিন্, চট করে নিন্, কর্ত্ত[illegible] কাছ থেকে এই গুঁড় এনেছি, নিন্। দু'জনের গায়ে ছড়ি[illegible] দিন্—অজ্ঞান হ'য়ে যাবে। ছেলেটাকে ধরে নিয়ে যা[illegible] সুবিধে [illegible]। সন্ধ্যেও হ'য়েছে, কেউ দেখ্‌তেও পাবে না।

বঙ্কে। দাও, দাও, চট্ করে দাও। (কর্ত্তা গিন্নির [illegible] ছড়াইয়া দেওন)।

কাল। বস্,—নিন্, নিন্—বরকন্দাজকে ডাকো, বরকন্দাজ[illegible] ডাকো, ছেলেটাকে উধাও করে সেইখানে নিয়ে যা[illegible] (এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে বরকন্দাজকে আনয়ন দেখ জমাদ্দার! ছেলেটাকে নিয়ে সেইখানে।

বরকন্দাজ। ঠিক্ নিয়ে যাচ্ছি (হরিধনকে ধৃতকরণ) চল্!

হরি। দাদাভাই! দাদাভাই! আমায় ধর্‌লে, দাদাভাই! তুমি— উঠো, আমায় ধরে রাখ, বাবা-মা এসে আমায় [illegible] দেখ্‌তে পেলে কাঁদ্‌বে।

ম। মুখপোড়া ছেলের মুখে কাপড় গুজে দেনা। হাঁপিয়ে মরে যায় ভাল, নয়ত আজই নিকেস্ করতে হবে।

(ববকন্দাজ কর্ত্তৃক মুখে-চোখে কাপড় বাঁধন ও নিয়ে প্রস্থান)

আমার সঙ্গে বাদ, আমাব সঙ্গে বাদ, জলে বাস ক'রে কুমীবেব সঙ্গে বাদ, আমাদেব বিষয় কেড়ে নিয়ে আমাদেব তাড়াবে ?—দেখি কে কাকে তাড়ায় !

। বড়লোক হয়েছিলে, গ্রামেব মাথাধরা হয়েছিলে! কাল-নিম্ চল; এখনি ময়না আস্‌বে, দু'পুবিয়া খাইয়ে দেবে, বস্!

(উভয়ের প্রস্থান)

ম। (পশ্চাৎ পশ্চাৎ) আস্‌ছি,—শিগ্‌গিব এ বাড়ীতে আস্‌ছি। (প্রস্থান)

(অন্যদিক দিয়া বীণা ও ময়নার প্রবেশ)।

া। (কর্ত্তা ও গিন্নিকে দেখিয়া) দিদি একি ? দু'জনেই যে অচেতন। হবিধন কোথা ? যা—ভেবেছি—তাই !

বীণা। দেখ্‌ছি, ষড়যন্ত্রকাবীর দল সর্ব্বনাশ ক'বেছে, আমবা বাড়ী ছাড়া হ'য়ে ভাল কাজ কবিনি।

(ভজা ও মঙ্গলার প্রবেশ)।

ময়না। মঙ্গলা-দিদি ! এদিকেত সর্ব্বনাশ ! বড়বাবুব—বউদিদিব সংবাদ পেলে ?

মঙ্গলা। অনেক চেষ্টা ক'রেছিলুম, দেখতে পেলুম না ; অনেক খুঁজেছিলুম, কিছুই করতে পাল্লুম না।

বীণা। না, না, না, আর বিলম্ব না, বিলম্বে মহা বিপদ। তুমি থানে চ'লে যাও, আমি এখানে একটা বিহিত ক'রে তানাবাদে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছি।

ময়না। দিদি! তোমায় আর কি বল্‌বো, যা উপায় ক'র্‌তে ... কর। হরিধনের জন্যে আমার প্রাণ কেমন ক'চ্চে, এ... উপায় কর। আমি শয়তানাবাদের শয়তানদের বি... করতে চল্লুম! বিষ! বিষ! (প্রস্থান)

বীণা। দেখ ভজহরি, কর্ত্তা-গিন্নির এখনি চেতন হবে; রা... রাতিই কর্ত্তা-গিন্নিকে দেশথেকে সরাতে হবে। ... শ্মশানে দুটো চিতে জ্বালিয়ে দিতে হবে, আর ... সকালে তোরা প্রকাশ করবি, দু'জনেই ম'রে-গেছে, ... পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে। আমি চল্লুম, হরিধনকে খুঁজতে চল্‌... তোরা কর্ত্তা-গিন্নির কাছে থাক্‌বি, আমি সংবাদ দি... চলে আস্‌বি। বুঝ্‌লি (কাণেকাণে)। সেইখানে বুঝ্‌... আর দেরী করতে পারিনে—চল্লুম। (প্রস্থান)

ভজ। মঙ্গলা, আমরা কি হতভাগা! আমাদের পাপেই এ... বোধ ... বিপদ। আর,—বীণাঠাক্‌রুণ যা ... ..., কার আয়!

মঙ্গলা। মা সর্ব্বমঙ্গলা, এমন সোণার-সংসার শ্মশান করলি ... চল, চল, আমাদের কাজ করিগে চল। (প্রস্থান)



সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর-পথ।

মলিনা (শান্তি)।

গীত।

আমার আপন ব'ল্‌তে আছে কে আর সংসারে।
সবাই আমার হয়গো আপন, আপন করে যে আমারে॥
ওগো আমায় আপন করে যে জন,
আমি তারে আপন ক'রে করিগো যতন,
সে কাঁদ্‌লে কাঁদি, হাস্‌লে হাসি, বাঁধা আমি তার ঘরে॥

(দেবদাসের প্রবেশ)।

[illegible] (প্রবেশ করিতে করিতে) জমিদারের অত্যাচারের অনল, তুলনায় চিতানল অপেক্ষা সুশীতল। উঃ! জানিনা, কোথা হ'তে এ ভীষণ অত্যাচার এলো! সুখনগরের যে সুখ-শান্তি; দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা রাজপ্রাসাদ থেকে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত সমভাবে বিরাজ ক'র্‌তো, সব একেবারে কোথায় উড়ে গেল। সা-সাহেব! আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে তোমার আদেশ প্রতিপালনে কৃতকার্য্য হ'য়ে, হাসিমুখে ফিরে এসে তোমায় আলিঙ্গন ক'র্‌তে পারি। (মলিনাকে দেখিয়া) কে এ রমণী? [illegible]নী, উন্মাদিনীর ন্যায় দাঁড়া'য়ে র'য়েছে? অগ্রসর [illegible] দেবি! আপনার পরিচয় প্রদানে যদি কোনও [illegible] না থাকে, তবে দয়াদানে পরিচয় প্রদানে এ [illegible] কৃতার্থ করুন।

নলিনী। ব্রাহ্মণ! পরিচয়? পরিচয় পরে পাবে। আশী
ক'র্‌ছি, মা সর্ব্বমঙ্গলা তোমার মঙ্গল করুন। যাও,
সা-সাহেব বোস্তম-সার কাছে যে মহাব্রতে ব্রতী হ
সেই মহাব্রত পালন করগে যাও। দেশের সন্তান, দে
অত্যাচার পানে চাও। অত্যাচার নিবারণ ক'রে
অক্ষয় স্বর্গলাভ করগে। যাও, আর বিলম্ব ক'র না।

দেব। মা! অত্যাচারের স্রোত যে প্রবলবেগে ধাবন ক'
তার উপায় কি মা?

নলিনী। উপায়? উপায় তোমরা,—উপায় আমরা নলি
উপায় পুরুষকার।

দেব। মা! সতীত্বের অবমানন যে আর সহ্য হয় না।

নলিনী। ব্রাহ্মণ! সতীত্ব? হিন্দুরমণীর সতীত্ব? যে
রমণীর সতীত্ব,—সমগ্র জগৎ সদর্পে, সগৌরবে, উচ্চ
... আদর্শ বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন,
রমণী সতীত্বতেজে মৃতপতিকে পুনর্জ্জীবিত ক'র্‌তে
যে হিন্দুরমণী প্রবলা পতিভক্তি বলে স্বীয় মৃত
পতির সহিত শ্মশানের শেষশয্যায় শায়িতা হইয়া
চিতায় সহমরণ যেতে পারে, যে হিন্দুরমণীর
প্রভাবে যমও ভয় পায়, সেই হিন্দুরমণীর সেই
সতীত্বনিধি অত্যাচারের উৎপীড়নে, অনশনের ভীষণ
কি নষ্ট হয়? কখন না। ভয় ক'রনা। জানন
যিনি এক সময়ে অসংখ্য অসংখ্য যোদ্ধার সম্মুখে সতী কু
সতী-দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ ক'রেছেন, এখনও
কর্‌বেন! যাও ব্রাহ্মণ,—আমার পরিচয়ে এখন প্র

ই। তবে এই মাত্র জেনো, আমি এখন সময় গুণে—দীনা-না-শ্রীহীনা-মলিনা! যাও, দেশের কল্যাণ বিস্মৃত হ'য়ো না।

মা! আপনি যেই হোন্‌,—আপনার শ্রীচরণে যেন ভক্তি কে,—আপনার আশীর্ব্বাদে যেন প্রতিজ্ঞা পালন ক'রে বারি আপনাকে প্রণাম ক'র্‌তে পারি। মা, তবে আসি।

(প্রণাম ও প্রস্থান)

মলিনার গীত।

এ সুখনগরে, বেড়াই ঘরে ঘরে, আমার আশা-বাসা কে ভাঙ্গিল রে।
ফুরাইল খেলা, ফুরাইল লীলা, ফুরাইল আপন আপন বলা রে।
যেথা দয়া মায়া, সেথা মম ছায়া,
ছায়া সম মন, ফেরে ফেরে কায়া,
হেসেছি, খেলেছি, সুখেতে ভেসেছি, কেন কেঁদে ভেসে যাই রে!
আপনারে ভুলে আপন করেছি, হয়েছি আপন-হারা রে। (আমি)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

শয়তানাবাদ-কারাগার।

(দুইটী খুঁটীতে বদ্ধ-হস্ত কৃষ্ণা হাঁটুগাড়িয়া)।

া। কারাগার! ভীষণ অত্যাচার! প্রভু! কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ ক'রে, বন্দীগণের হাহাকার ধ্বনি কি বাহিরে যায় না? আমার এই মর্ম্মভেদী মনবেদনা, আমার এই জ্বালাময়ী যন্ত্রণার জ্বালা, মা-সর্ব্বমঙ্গলার কাছে পৌঁছায় না? কারাগার! এই কি তোমার ব্যবহার, যে

তোমার এই নিভৃত নিবাসে সহস্র সহস্র নব
অনাহারে, অনিদ্রায়, যন্ত্রণার জ্বালায়, প্রহরীগণের প্রা
আপন আপন আত্মীয়-স্বজনের মুখ মনে ক'রতে ক'
আত্মীয়-স্বজনকে প্রাণভরে ডাক্‌তে ডাক্‌তে প্রাণ বি
করে ? কারাগার ! এই কি তোমার আচার
বন্দীগণের পূতিগন্ধে তোমাকে আমোদিত করে ? কার
আমায় ব'লতে পার—স্বর্গের দেবতা-স্বরূপ শ্বশুর
অন্নপূর্ণা-রূপিণী শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণী, আমার প্রাণের
হারাধন হরিধন, আর আমার হৃদয়ের দেবতা,
কোথায় ? কারাগার ! আমার মনদেবতা বল্‌ছে,
অত্যাচারের অকূল পাথারে ভাস্‌ছেন। কারাগার !
পার, কথা কি সত্য ? সমস্ত গ্রামে যখন আগুন লে
তখন কি আর দেবালয় পুড়্‌তে বাকী আছে
সর্ব্বমঙ্গল গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন। উঃ,—
সুখনগরের দুঃখের পারাবার। আমিই সুখনগরের
পাপের ভার। কেন এই সুখনগরে রূপের হাট
এসেছিলুম ? আমিই সুখনগরের সুখের পথে কাঁটা
প্রভু ! প্রভু ! প্রভু !

(দুইজন রক্ষি-সহ ডন্‌কিন-সাহেবের প্রবেশ)।

ডন। টোমাড় পাড়ভু এসেছে বিবি, হামাকে চিন্‌টে পাড়ি

কৃষ্ণা। আমি বিবি নই, দেবী। তোমায় চেন্‌বার আমার
প্রয়োজন নেই।

ডন। (হাস্য করিয়া) চিন্‌টে হোবে বিবি, চিন্‌টে হোবে।

কৃষ্ণা। তোমায় চিনে আমার কি হবে ?

হামায় চিন্‌টে পাড়্‌লে তোমাড় খসম্ খালাস হোবে। টুমি
[চ]ন্ ঠেকে মুক্‌টী লাভ ক'ড়্‌বে।

(শশব্যস্তে) দাও, দাও, দাও সাহেব আমাব স্বামীকে
[খা]লাস 'ক'রে দাও,—আমাব হৃদয়ের দেবতাকে খালাস
[ক']রে দাও। ভগবান্ তোমাকে সুখে বাখ্‌বেন, তোমাব
[খস]মকে সুখে বাখ্‌বেন, তোমাব ছেলেপিলেকে সুখে বাখ্‌বেন।

ডেবে, ডেবে, খালাস কড়িয়ে ডেবে! বোল বিবি, টুমি
[হা]মাড়্ হ'য়ে হামাকে ভালবাস্‌বে।

তোমাব মুখে লাথি মার্‌বে! (মাটীতে পদাঘাত)

টোমাকে ড়িদয়েব ড়াণী ক'ড়ে ড়াখ্‌বে। টুমি লাথি মাড়্‌বে,
[হা]মি ড়িদয় পেটে ডেবে।

তোমাব বুকে সর্পে দংশন ক'র্‌বে।

[হা]মি সাহেব-লোক আছে, সাপ্ হামাড় কি ক'ড়্‌টে পাড়ে?
সাপেড় বাপ-ডাডা হামাড় কি ক'ড়্‌টে পাড়ে? সাপেড়
ফোর্টিন জেনারেশন্ হামাড় কি ক'ড়্‌টে পাড়ে? সুণ্ডড়ী! টুমি
হামাড় হ'লে, শয়টান হামাড় কি ক'ড়্‌টে পাড়ে?

এ শয়তানাবাদের সবই শয়তান—তোমাব জমিদার শয়তান,
তোমার নায়েব শয়তান, তোমাব চাকর-বাকর-নফব সব
শয়তান, শয়তানাবাদের মাটী পর্য্যন্ত শয়তান, আব সাহেব
তুমি শয়তানেব-শয়তান! শয়তানাবাদ—শয়তানের রাজ্য।
তা' না হ'লে দেবী-রূপিণী দেবী-রাণীর সুখেব বাজ্য
সুখ[ধাম] শয়তানের হাতে যায়? শয়তানের রাজ্য না
হ'লে প্রজার প্রতি অত্যাচার হয়? শয়তানের রাজ্য না
হ'লে সতীর সতীত্বের প্রতি অত্যাচার হয়?

ডন। সুণ্ডরী, হামি টোমাকে শয়টানাবাডেড় ড়াণী ক'ড়্বে।

কৃষ্ণা। রাণী তোর ভগ্নিকে ক'রগে যা। নর-পিশাচ সাম্‌নে থেকে দূর্ হ'য়ে যা—দূর্ হ'য়ে যা—দূর্ হ'য়ে যা।

ডন। (হাস্য করিয়া) ডুড় হোবে না, কাছে যাবে।

কৃষ্ণা। যমের কাছে যাও না,—কবরের কাছে যাও না। শিব-সীমন্তিনী! আর সয় না,—আর সয় না। সতী-রমণীর সতীত্ব-রক্ষার জন্য ফণিনী হ'য়ে ফণা ক'রে, নর-রাক্ষসের মাথায় দংশন কর' মা। জ্বালায় জ্ব'লে মরুক্—জ্ব'লে মরুক্।

ডন। বিবি! হামাড় আড় সবুড় সয়তা নেই, হামাড় ডেং এসেছে। হয় টুমি বল হামাড় হোবে, না হোলে কড়িয়া আটা পুটিয়া ডাল-কুট্টা ডিয়া খাওয়াবে।

কৃষ্ণা। শোন্ শয়তানের শয়তান! সতী রমণী সতীত্ব রক্ষায় জীবনের [illegible] করে না। সতী-রমণী সতীত্ব রক্ষায় [illegible]লে ঝাঁপ দিতে, আগুনে প্রবেশ ক'র্‌তে, বিষ [illegible] ক'র্‌তে, গলায় ছুরী দিতে ভয় করে না। কুকুরের কি ব'ল্‌ছো, বাঘের মুখে যেতে ভয় করে না। [illegible] তুমি সামান্য একটা কুকুর দিয়ে খাওয়াবে, এই ভয় [illegible] সতী রমণী, সতীত্ব রক্ষার জন্য ভয় ব'লে একটা আছে, তা জানে না। আরও ব'লি, শোন্ শয়তান্! ম'লে—তোকে কুকুর শেয়ালেও ছোঁবে না, [illegible] হ'য়ে জন্ম-জন্মান্তর নরক-যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌বি। নর [illegible] যদি প্রাণের মায়া থাকে, তবে এখান থেকে [illegible] নইলে সতীর সতীত্ব-তেজে পুড়ে মর্‌বি।

[illegible]ন। ইব্‌লু খাঁ! ডিব্‌লু খাঁ! সুণ্ডড়ী সহজে ড়াজী হোবে না। কাড়াগাড়েব সুড়ঙ্গ খুলে ডিয়ে সুড়ঙ্গেড় নিচেকাড় ঘড়ে নিয়ে যাবে, ডকি বিবি স্বীকাড় হোবে কি না হোবে। বিবি! ডেকো, একনো ডেকো।

কৃষ্ণা। ফের বিবি ব'লবি, তোর জীব ছিঁড়ে ফেল্‌বো!

ডন। সুণ্ডড়ী! টবে ড়াজী হোবে না? আড় হামাড় ডোস্‌টী ডিওনা! ডেকে, হামি জোড় ক'ড়ে ড়াজী ক'ড়টে পাড়ে কি না পাড়ে। এই ডেকো, হামি জিন্‌জিড় খুলে টোমাড় সটীট্ব অণ্টকড়নে ঢাড়ন কড়ে। (দৌড়িয়া কৃষ্ণার কাছে যাইয়া শিকল খুলিতে খুলিতে) টবে ডেকো, টবে ডেকো—হাঃ হাঃ হাঃ।

কৃষ্ণা। মা, মা, সতী-রাণী, সতী-সীমন্তিনী—রক্ষা কর মা!

(ডন্‌কিন সাহেবের দুই-হাতে সর্প কর্তৃক জড়াইয়া ধরা, সর্প ফণা বিস্তার করিয়া দংশনে উদ্যত)।

ডন। ওড়ে ইব্‌লু ড়ে! ওড়ে ডিব্‌লু ড়ে! এ যে সট্টি সট্টি সাপ্‌ ড়ে—এ যে সট্টি সট্টি শয়টান ড়ে! একনি যে হামাকে ডংশন ক'ড়্‌বে ড়ে! হামি যে কবড়ে যাবে ড়ে! ওড়ে বাপ্‌ ড়ে—ডাডা ড়ে!

ইব। (কাঁপিতে কাঁপিতে, স্বগত) সাহেব শালাকে সাপ্‌ খায় খাক্‌! সাহেব শালা মরবে যাক্‌! মা-লক্ষ্মী রক্ষা পান। মা—মা, তুমি সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী! (প্রকাশ্যে) সাহেব! সাহেব! আমরা লোক-জন ডেকে আনি, সাপ খুলে দেবে।

ডন্। ইব্‌লু-বাবা! ডিব্‌লু-বাবা!—ডেকে আনো বাবা! সা...
খুলে ডিক্ বাবা—হামাড় হাট, হাট ভেঙ্গে ডিলে বাবা!

ইব। যো হুকুম খোদাবন্দ,— (বেগে প্রস্থান)

ডন। ওড়ে বাপ্-দাদা ড়ে!—ওড়ে নায়েব ড়ে!—ওড়ে সালু ড়ে!
(বেগে প্রস্থান)

(বেগে বীণার প্রবেশ)।

বীণা। (বুকে থেকে একখানি ছোরা বাহির করিয়া) নাও—নাও, এইখানি নাও! তোমার বুকের ভেতর লুকি... রাখ! আত্মরক্ষার জন্য লুকিয়ে রাখ! প্রয়োজন হ'... ব্যবহার ক'রো! কৃষ্ণা—কৃষ্ণা! আমায় চিন্‌তে পারছ... না, আমি সেই বীণা। যে দিন তোমাকে পিশাচেরা ধ'... নিয়ে যায়, সেইদিন আমায় দেখেছিলে। সেই অবধি আ... তোমাদের জন্য উদাস হ'য়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি!—আলু... হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি!—উন্মাদিনী হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি!—ভ... ক'রনা,—ভয় ক'রনা,—আমি এখানে থাক্‌লে কার্য্যসিদ্ধি হ... না। নাও—নাও, এইখানি নাও! (কৃষ্ণার বুকে গুঁজিয়া দি...) তোমার বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখ, প্রয়োজন হ'লে ব্যবহা... ক'রো। আমি চল্লুম—আমি চল্লুম। (বীণার প্রস্থান)

কৃষ্ণা। প্রভু! বীণার যেন কোনও বিপদ না হয়। বীণা দেশে... মঙ্গলের জন্য, দেশের লোকের মঙ্গলের জন্য, অনন্ত... সুখময় গৃহ হ'তে নির্ব্বাসিত হ'য়ে,—মহাব্রতে ব্রতী হ'... আত্মোৎসর্গ ক'রেছে, বিনা-বিঘ্ন-বাধায় যেন বীণার সেই ... উদ্‌যাপন হয় প্রভু!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[illegible]তানাবাদ-নায়েবের বাসাবাটীর ভিতর নায়েব তামাক খাইতে খাইতে জলচৌকিতে উপবিষ্ট, পার্শ্বে গাড়ু-গামছা।

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে কালনিমের বেগে প্রবেশ)।

খ্যাঁদা। কালনিমে রতন, এমন অসময় শুভাগমন ! কি সংবাদ ?

কাল। মশাই, আপনি কি কোন সংবাদ রাখেন না ?

খ্যাঁদা। কত সংবাদ আস্‌ছে, কত সংবাদ যাচ্ছে, কিছু নূতন সংবাদ আছে নাকি ?

কাল। আজ্ঞে, নূতন অপেক্ষাও নূতন সংবাদ ; ভয়ানক সংবাদ—সর্ব্বনাশের সংবাদ।

খ্যাঁদা। চট্ ক'রে ব'লে ফেল।

কাল। আজ্ঞে বল্‌বার জন্যে এসেছি, বল্‌ছি—রোস্তম-সাকে শাসন না ক'র্‌লে, রোস্তম-সাকে দমন না ক'র্‌লে, শীগ্‌গির শীগ্‌গির একটা সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে ব'লে।

খ্যাঁদা। রোস্তম-সা সুখনগরে সর্ব্বদাই যাওয়া আসা ক'চ্ছে ?

কাল। শুধু সুখনগরে নয়। আপনার জমীদারীতে প্রায় সব গ্রামে যাতায়াত ক'চ্ছে। জমীদার-সরকারের কি ভদ্র, কি ক্ষুদ্র সকল প্রজাকেই ব'লে অর্থবলে বশ ক'রেছে, আর বলবান বলবান প্রজা দেখে দলস্থ ক'চ্ছে।

খ্যাঁদা। এখন উপায় ?

কাল। উপায়—ডাকাতের সর্দ্দার রোস্তম-সাকে দমন ক'রে দেবদাস ঠাকুরকে ধ'রে এনে হাজতে পোরা, মাতব্বর প্রজাদের ধ'রে এনে হাজতে বাধা, আর গ্রামকে গ্রাম শুদ্ধ আগুন লাগিয়ে জ্বেলে দেওয়া।

খ্যাঁদা। পরামর্শ মন্দ নয়। তবে সাহেবের সঙ্গে একটা মতলব আঁটতে হবে।

(অলক্ষ্যে ময়নার প্রবেশ)।

ময়না। সর্ব্বনাশ! কালনিমে যখন এখান পর্য্যন্ত এসেছে, তখন নিশ্চয়ই একটা সর্ব্বনাশের মৎলব আঁটতে এসেছে, এখানে লঙ্কাভাগ ক'র্‌তে এসেছে? মৎলবটা শোনা যাক্।

কাল। (এদিক ওদিক দেখিয়া) নায়েব মশাই—নায়েব মশাই একটা আদত কথা শুনুন।

ময়না। (স্বগত) দেখ আবার কার সর্ব্বনাশের পরামর্শ হচ্চে।

খ্যাঁদা। কি কথা বাবা?

কাল। দেখুন কেউতো নেই?

ময়না। (স্বগত) আর কেউ নেই, তোমার যম আছে।

খ্যাঁদা। কেউ নেই তুমি বলনা, চট্ ক'রে ব'লে ফেলনা।

কাল। সেই ময়না বেটী কোথায়?

ময়না। (স্বগত) ময়না এইখানেই দণ্ডায়মানা। ময়নাকে ভয় কেন? ময়নাতো তোমাদেরই দলে।

খ্যাঁদা। আরে ময়না যেথায় থাকে থাকুক্ না, তার জন্যে কেন ভাবনা? তাকে আমি মুঠোর ভেতর ক'রে রেখেছি, আজই সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিচ্ছি।

ময়না। (স্বগত) তোমারও জন্যে নরক প্রস্তুত ক'রে রেখেছি।

কাল। ময়না-বেটীকে বিশ্বাস ক'র্‌বেন না, তাকে এখান থেকে ছাড়্‌বেন না। চোখে চোখে রাখ্‌বেন, পেছুনে পেছুনে লোক্ লাগিয়ে দেবেন। দেখ্‌বেন, শয়তানাবাদ থেকে কোন রকমে সুখনগরে না যেতে পারে।

ময়না। (স্বগত) ওরে বেটা কালনিমে! লক্ষ লোকের চোখ্ আমার চোখের কাছে কি টিক্‌তে পার্‌বে? ওরে বেটা, যে যত সেয়ানা, সে তত আহম্মোক।

খ্যাঁদা। এখন কি আদত কথা ব'ল্‌বে, বল দেখি বাবা!

কাল। দেখুন্ বোসেদের কথা নিয়ে গ্রামশুদ্ধ তোল্‌পাড় হ'চ্ছে। হাটে—ঘাটে, যেখানে—সেখানে কেবল ফুস্—ফুস্, গুজ্—গুজ্ হ'চ্ছে।

খ্যাঁদা। (ব্যঙ্গ সহকারে) লোকে কি ব'ল্‌ছে বাবা—লোকে কি ব'ল্‌ছে?

কাল। লোকে যদিও মুখ ফুটে ব'ল্‌তে পাচ্ছে না, তবে এই ব'ল্‌ছে,—খ্যাঁদা বেটা জমিদারের লোক লাগিয়ে এই সর্ব্বনাশ ক'রেছে। খ্যাঁদা বেটাই বড়-বাবুকে, বড়-বউকে ধ'রে নিয়ে গেছে। এ সব খ্যাঁদা-বেটার কারসাজী।

খ্যাঁদা। তা'র পর কতদূর কি হ'য়েছে?

কাল। ঘটনা,—কর্ত্তা-গিন্নি লাঠীর আঘাতেই ম'রেছে, তাদের পোড়ান পর্য্যন্ত হ'য়েছে। আমরা যে ময়নাকে লুকিয়ে বিষ দিয়ে শেষ ক'রেছি, এ কথা কেউ জান্‌তে পারেনি।

খ্যাঁদা। বেশ বাবা বেশ,—তা'র পর?

কাল। লোকে কানা-ঘুষো ক'চ্ছে—ভজাতে আর মঙ্গলাতে ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়েছে। আমরা যে আপনার বাড়ীর

চোর-কুঠুরীতে লুকিয়ে রেখেছি, এ কথা কেউ জানতে পারেনি।

ময়না। (স্বগত) উঃ! আর যে এখানে থাকতে পাচ্ছিনা যাই,—এখুনি যাই, হরিধনকে রক্ষা করিগে যাই। না সব কথা শুনেই যাই।

খ্যাদা। তা'র পর?

কাল। নায়েব-মশাই! আর কালবিলম্ব ক'র্‌লে হবে না, বিঘ্ন ব্যাঘাত হবে। চট্ ক'রে কাজ সেরে ফেলতে হবে। ছেলেটা বেঁচে থাক্‌লে আমাদের একটা কণ্টক থেকে যাবে।

ময়না। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! এ যে আমার দুধের-বাছা হরিধনের সর্ব্বনাশের কথা! এ যে আমার ননীর পুতুলি গ্রাস কর্‌বার কথা! আজই আমাকে সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে হবে। যাতে এই নর-রাক্ষস নায়েব, আর ঐ নরকের-কীট কালনিমে দুজনেই একদিন না এখান থেকে যেতে পারে। আমাকে আগে গিয়ে বাছাকে বাঁচাতেই হবে।

খ্যাদা। বাবা, কালনিমে রতন! তোমরাতো পাঁচজন আছ, এ কাজটা তোমরাই সাধন করগে না।

কাল। (খ্যাদারামের পদধূলি লইয়া) নায়েব-মশাই! আপনি হ'লেন এ কাজের গুরু; গুরুকে সাম্‌নে রেখে কাজ ক'র্‌লে কোন বাধা-বিঘ্ন হবে না। "দশে মিলে করি কাজ। হারি জিতি নেই লাজ॥"

ময়না। (স্বগত) তোমারও মাথায় প'ড়্‌বে বাজ।

খ্যাদা। আচ্ছা বাবা! তুমি বাসায় স্নান-আহার কর। আমি সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি।

ম। (নেপথ্যে) নায়েব-মশাই! কাছারী থেকে এসেছেন?

মশাই! আমি লুকুবো নাকি?

দা। লুকুবে কেন? লুকুলে ধরা প'ড়্লে সন্দেহ ক'র্বে। কেও, ময়না? এস—এস, কালনিমে-রতন তোমাকে কত ভালবাসে। দেখ, সুখনগরে না দেখ্‌তে পেয়ে, শয়তানাবাদ পর্য্যন্ত এসেছে।

না। (প্রবেশ করিয়া, স্বগত) আহা, তা' আর জানিনা! ময়নাকে ভালবাসা, আর মুসলমানের মুর্গী-পোষা! (প্রকাশ্যে) নায়েব-মশাই! কালনিমে-রতন আমাকে মনের-মতন জেনেছে, ভালও বেসেছে। তুমিতো ভালবাস না।

দা। ময়না! এই পৈতে ছুঁয়ে ব'ল্‌ছি, এই কালনিমে-রতনের মাথায় হাত দিয়ে ব'ল্‌ছি—তোমায় ভালবাসিনি? তা'না হ'লে আমি তোমাকে শয়তানাবাদে আনি—ময়নারাণী?

না। (স্বগত) শয়তান! শয়তানাবাদে তুমি এনেছ, না আমি নিজে এসেছি! (প্রকাশ্যে) নায়েব-মশাই! সে কাজ হ'লো কৈ? সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলে কৈ? তুমি না দাও, আমি নিজেই দেখা ক'র্‌বো।

দা। তোমায় দেখা ক'র্‌তে হবে না। চল, নিয়ে যাই চল। ময়নারাণী! তুমি হ'লে আমার হৃদয়ের সো-রাণী। চল, সাহেবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সব ক'রে দিইগে চল।

ন। ময়না-দিদি! ভাল আছ? দেখ তোমায় কত ভালবাসি। তা' না হ'লে শয়তানাবাদ পর্য্যন্ত তোমায় দেখ্‌তে আসি?

না। (স্বগত) "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।" বেটার ভয়ে ভক্তি, না ভাবে ভক্তি? (প্রকাশ্যে) দেখুন যত দেরি হবে,

ততই কাজে ব্যাঘাত হবে। কাজে বিলম্ব ক'রে রাবণে স্বর্গের সিঁড়ি হ'লো না। এ কথা বোঝ না? আমাকে অবিশ্বাস হয়, আমাকে ছেড়ে দাও; আর বিশ্বাস কর, আমার মতে কাজ কর। যদি বোস বংশের সর্ব্বনাশ ক'রতে চাও—যদি সুখনগরের সুখ চাও—যদি সাহেবের চোখে কাজল হ'য়ে থাক্‌তে চাও, তবে আমার মুখ চাও।

খাঁদা। ময়না! তোমাকে অবিশ্বাস? ভগবান্‌কে অবিশ্বাস, জন্মদাতা পিতাকে অবিশ্বাস, গর্ভধারিণী মাতাকে অবিশ্বাস ক'তে পারে; তোমাকে? ব'লো না! কালনিমে! তুমি এখানে ব'স, আমি ময়নাকে নিয়ে চল্লুম। এস এস—

(নায়েবের অগ্রগমন)

ময়না। (স্বগত) কৌশল ক'রে প্রবঞ্চকদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'রতে হবে। শঠের সঙ্গে শঠতা ক'রতে হবে। বিশ্বাসী হ'য়ে বিশ্বাস-ঘাতকদের বুকে ছুরী মার্‌তে হবে। যাই সর্ব্বমঙ্গলার পদে প্রণাম ক'রে যাই। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ডন্‌কিন সাহেবের কামরা।

(ডন্‌কিন সাহেব ও খানসামা)।

ডন। খান্‌সামা—খান্‌সামা! সুখনগড় ঠেকে ময়না বিবি বা একটা সুণ্ডড়ী বিবি এসেছে, ডেকেছে?

খান। হুজুর! ময়নাতো পাখী হয়, ময়না আবার বিবি হয় তাতো জানি নি।

ন। আড়ে পাখী বিবি নয়—মানুষ বিবি, নায়েব শালাড়। বাসাটে ডেকেছে?

খান। (স্বগত) ময়নাও ব'ল্‌ছে, বাসাতেও ব'ল্‌ছে,—আবার মানুষ ব'ল্‌ছে,—আমাকে তো মুস্কিলে ফেলেছে। (প্রকাশ্যে) হাঁ হুজুর, দেখিছি।

ডন। ডেকেয়েছে—ডেকেয়েছে, বোলোটো—বোলোটো, কেমনটা বোলোটো!

খান। হুজুর! খুব গ্যাটা-গোঁটা, মোটা-সোটা, এই মাথায় মস্ত টিকি, এই হাতে লম্বা লাটী, এই টিকীর ওপর মস্ত টুপী, পায়ে নাগরা জুতো, (চলিয়া দেখাইয়া) এই রকম ক'রে লম্বা লম্বা পা ফেলে, (তাল ঠুকিয়া দেখাইয়া) এই রকম ক'রে কুস্তির দাঁও-প্যাঁচ কসে। আড়াই সের আটার রুটী, দেড় সের অড়রের ডাল, একদম খেয়ে ফেলে। এই গোঁ গোঁ ঘুময়।

ডন। আড়ে নেহি নেহি, ওটো বাবা-বিবি আছে। ইষ্টিড়িলোক বিবিড় কথা হামি ব'ল্‌ছে।

খান। হুজুর! নায়েব বাবুর বাসায় কত বাবা-বিবি, কত মেম-বিবি, কত পাখী-বিবি আস্‌ছে যাচ্ছে, কত মজা হ'চ্ছে, তা কি ব'ল্‌বো।

ডন। খান্‌সামা! টুমি ঠিক বলিয়াছে, নায়েব শালা হামাড় অণ্টকড়ণে ডাকাটী কড়িয়াছে। নায়েবটা, ডাকু আছে।

খান। হুজুর! ঐ দেখুন—ঐ দেখুন, একটা বিবি নিয়ে নায়েব বাবু আস্‌ছে।

(খ্যাঁদারাম ও ময়নার প্রবেশ)।

খ্যাঁদা। সেলাম সাহেব!

ময়না। বন্দিকী সাহেব!

খান্। (স্বগত) নায়েব বাবু ভদ্রলোক হ'য়ে বেশ্ ব্যাব্সা ধ'রেছে। (প্রকাশ্যে) নায়েব বাবু সেলাম, বিবি বন্দিকী।

ডন। (স্বগত) নায়েবটা কাজেড় আছে, জোগাড় কড়িয়ে আনিয়েছে। (প্রকাশ্যে) খ্যাঁডাড়াম!

খ্যাঁদা। সাহেব, এই তোমাব ময়না বিবি এসেছে!

ডন। হাম্ ডুটী চোক্ খুলে ডেকিয়াছে। খ্যাঁডাড়াম! টুমি খুব বিবি-ঢড়া গোলাম আছে, হামি বিবি-ঢড়া সাহেব আছে।

ময়না। (স্বগত) যেমন উনুন-মুকো দেবতা, তেম্নি ঘুঁটের ছাই নৈবিদ্দি. যেমন সাহেব, তেম্নি নায়েব। সাহেবকে হাত কবা আমার দবকাব, আমি তা'ই কবি।

খ্যাঁদা। সাহেব! ময়নাকে হাতে রাখ্‌লে আব কিছু ভাব্না থাক্‌বে না।

ডন। খ্যাঁডাড়াম! ময়নাকে হাটে ড়াখ্‌বে কি,—ময়নাকে অণ্টকড়নেড় পিজড়েটে পুড়িয়া ড়াখ্‌বে। আড় হামি ময়নাড় পডটলে পড়িয়া পড়িয়া ডুলোটে লুটোপুটী খাইবে।

ময়না। (স্বগত) মনে ক'রেছিলুম, সাহেবকে হাত ক'রতে দেরি হবে, এখন বুঝ্‌চি তা' হবে না।

ডন। ডেক্ নায়েব, টুমি টোমার বাসাটী অড্যাই ছাড়িয়া ডেও, হামাড় ময়না বিবিকে ঐ বাসা ডেও। টুমি একটা নুটন কড়িয়া লেও। খান্‌সামা! টুমি খ্যাঁডাড়ামেড় সাটে

যাও, বাসা খালাস কড়িয়া ফেল, একডম্ খালাস কড়িয়া ফেল।

(খ্যাঁদারাম ও খান্‌সামার প্রস্থান)

ডেকো বিবি, টুমি হামাড় সন্নিকটে বস! টোমাড় সাটে হামাড় অনেক কঠা বাটড়া আছে।

ময়না। সাহেবের মেহেরবাণী।

ডন। নেহি বিবি, মেহেড়বাণী নেহি! বিবি, টুমি যে হামাকে অনুগ্‌গেড় কড়িয়েছে, হামাড় বাপ্‌-ডাডাড় উড্ডাড় কড়িয়াছে।

ময়না। (স্বগত) আর বেশী দেরী করা হবে না, দু' একটা রসিকতা ক'রে হাতের মুটোর ভেতর আন্‌তে হবে। যে জন্য শয়তানাবাদে এসেছি, সে কার্য্য ক'র্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) সাহেব, একটা কথা ব'ল্‌বো?

ডন। বিবি টোমাড় ঐ বিটু বডনে যে কঠা ব'ল্‌টে সাড হোবে, তা'ই বোল্‌বে।

ময়না। (স্বগত) ওষুধ ধ'রেছে। (প্রকাশ্যে) সাহেব! তুমি আমাকে ভালবাস?

ডন। ডেকো হামি এটো ভালবেসেছে যে, হামি মড় মড় হোয়েছে।

ময়না। (স্বগত) মর্‌বার বাকী আছে, মরবার ওষুধ আমার কাছে আছে। (প্রকাশ্যে) সাহেব! তোমাকে যা' ব'ল্‌বো, তা'ই শুনবে?

ডন। হাম্ শুন্‌বে কি, হামাড় চৌড্ডপুড়ুষ শুন্‌বে। টুমি হামাড় হোবে, হামায় মান্‌টে কোড়্‌বে?

ময়না। (স্বগত) তোমায় সর্ব্বমঙ্গলার কাছে মেনেছি, মান্‌তে কি বাকি রেখেছি?

ডন। বিবি! হামি তোমাড় সব কঠা শুন্‌বে। একটী সঙ্গীট শোনাটে হোবে।

ময়না। (স্বগত) বিপদে প'ড়েছি, কি করি, একটা গান গাই। (প্রকাশ্যে) সাহেব! আমার গান কি তোমার পছন্দ হবে?

ডন। সুণ্ডড়ী! টোমাড় সঙ্গীটে হামাড় অণ্টকড়ণ নিড়িট্য কড়িটে ঠাকিবে। খিবি! টোমাড় বিটুবডনে সঙ্গীট কোড়।

ময়না। তবে গাই সাহেব।

গীত।

খিপদে প'ড়েছি শ্যামা, ভাস্‌ছি ওমা নয়ন-জলে।
যদি রাখতে হয় মা, রেখে দে মা, দয়া ক'রে চরণ-তলে॥
আমার চিন্তার আগুণ জ্ব'ল্‌ছে চিতে,
ওমা, তুই আছিস মা, নিভাইতে,
ওমা, তবে কেন জ্বলে চিতে, যে জন চিতে দুর্গা বলে।

ডন। বিবি! ও সঙ্গীট নেহি—ও সঙ্গীট নেহি। ও সঙ্গীট শুনে হামাড় ডেহে অগ্নি জ্বেলে ডিয়েছে। ডেবটাড়, ডেবটাড় সঙ্গীট—ডেবটাড় সঙ্গীট নয়!

ময়না। (স্বগত) উপদেবতার কাছে কি দেবতার সঙ্গীত ভাল লাগ্‌বে! সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যাবে বলেইতো গেয়েছি। (প্রকাশ্যে) সাহেব! আগেইতো বলেছিলুম, আমার গান পছন্দ হবে না, আমার গান ভাল লাগ্‌বে না।

ডন। বিবি! টোমাড় শিড়িচড়ণে হৃষ্ট মুচ্‌ড়াইয়া বলিটেছে, টোমাড় ঐ সুণ্ডড় বিডুবডনে একটা পেড়েমেড় সঙ্গীট কোড়, সুণ্ডড়ী! পেড়েমেড়—পেড়েমেড় সঙ্গীট কোড়।

[ময়]না। সাহেব! আমি কি প্রেমের গান জানি?

[ডে]ন। সুণ্ডড়ী! টোমাড় গলাড় মদ্যে পেড়েমেড় সঙ্গীট সুড়্সুড়্ কড়িটেছে।

ময়না। সাহেব! তবে যা' জানি, তা'ই গাই।

গীত।

আমি একটু একটু বাস্‌তে ভাল, অনেক ভাল বেসেছি। (তোমায়)
আমি মন দিয়েছি, প্রাণ দিয়েছি, আমাতে কি আমি আছি? (আমার)
ভালবাসা হয় না শেখাতে,
ভালবেসে হয়গো সামলাতে,
আমার ভালবাসা মচ্‌কে গেলে, (প্রাণে) হয়নাকো নাচি।
(আমি) ভালবেসে যাচ্ছি ভেসে, ভালবেসে মরেছি॥

ডন। বিবি! হামি মড়িয়েছে—হামি মড়িয়েছে—হামি মড়িয়েছে। বিবি! হামাকে সাডি কড়ো—সাডি কড়ো—সাডি কড়ো!

ময়না। সাহেব! শোন, যা' বলি তা' শোন। যদি শোন, তবে তোমাকে সাদী ক'র্‌বো। এই জেলা তোমার ক'রে দেবো, তোমাকে রাজা ক'রে আমি রাণী হবো।

ডন। কি কোড়্টে হোবে বোলো।

ময়না। শোন সাহেব! শোন। এখন তুমি আমার হ'য়েছ,—আমার কথা শোন। দেখ, জমিদারীর সমস্ত প্রজা তোমারি বিপক্ষ, ডাকাতের সর্দ্দার রোস্তম-সা তোমার বিপক্ষ, এমন কি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই তোমার বিপক্ষ। আমি সাপক্ষ হ'য়ে তোমার বিপদে মাথা দেবো। তুমি আমার কথা শোন দেখি; সুখনগরের বোসেদের বড়-বাবুকে ধ'রে এনেছ, বড়-বৌকে ধ'রে এনেছ, তা'রা কোথায়

আছে, দেখিয়ে দাও। আমি তোমার হ'য়ে তা'দের শাস্ক'র্‌বো, তা'দের দিয়ে খত লিখিয়ে নেবো, প্রজাদের শাসন ক'র্‌বো, তোমাকে জেলার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ক'র্‌বো। আর এক কথা শোন, কালনিমে ব'লে একজন লোক সুখনগর থেকে নায়েব মশাইকে নিতে এসেছে, এদের দুজনকে দু' একদিন এখান থেকে যেতে দিও না, চোখের আড়াল ক'রো না। গেলেই এদের সর্ব্বনাশ হবে—তোমারও সর্ব্বনাশ হবে, প্রাণে মারা প'ড়্‌বে। সাহেব এস, আমায় দেখিয়ে দেবে এসো।

ডন। (স্বগত) ময়না ঠিক কঠা বলিটেছে, ময়না হামাকে পেড়েমে ফেলিয়াছে। (প্রকাশ্যে) এস বিবি এস—হামার বিবি এসো। (সাহেবের প্রস্থান)

ময়না। বড়-বাবুর সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো, দুটো কথা ব'ল্‌বো। বড়-বাবুকে বড়-বৌয়ের কথা ব'ল্‌বো না। তা'র পর সুখনগরে বাছাকে বাঁচাতে চ'লে যাবো। যদি বাছাকে বাঁচাতে পারি, তবেই ফিরবো, নচেৎ দশভুজার জলে ডুবে ম'র্‌বো। (প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ডন্‌কিন সাহেবের বাঙ্‌লা।

(ডন্‌কিন, খ্যাঁদারাম, খান্‌সামা, সেরাজী বিবি ও বাইজীগণ)।

গীত।

সেঁইয়া সেঁইয়া সেঁইয়া কাঁহা শিখ্‌লা এইসা চতুরালী কহে না।
কহতো কহতো রে সেঁইয়া কহতো কাঁহা ছুটতো তেরা মিটি দুনয়না॥
সেঁইয়া নিঠুর তুহার হিযা নয়নে নেহারি,
আকুলিত রোয়ত পরাণ হামারি, (রে সেঁইয়া),
পিয়া কহতো, পিযা কহতো, ছুটত তড়িত আঁখিয়া, তেরা আঁখি
(তেরা আঁখি কি সেয়ানা),
চাহি চাহি সেঁইয়া, চাহি চাহি সেঁইয়া, দুনিযামে তুহারি মিলানা।
(দুনিয়ামে তুহারি মিলানা)।

ডন। খান্‌সামা! সব বিবি লোক্‌কো শ্যাম্পেন্-সেড়ী ডেও। (খানসামার তথা করণ) সেড়াজী বিবি! ডুনিয়াড় ডুড়্লভ টোমাড় ড়ূপ আছে।

সেরাজী। (কুর্ণিস করিয়া) বন্দিকী সাহেব, বন্দিকী! আপ্‌কো মেহেরবাণী।

ডন। সেড়াজী বিবি! সিড়াজি খাইলে যেমন অণ্টকড়ণ নেশাড় আমোডে নিড়িট্য কড়িটে ঠাকে, টেম্‌নি টোমাকে ডেকে হামাড় ভালবাসাড় নেশা নিড়িট্য কড়িটে ঠাকে। বিবি! টোমাটে হামি মড়্‌বে মড়্‌বে হোয়েছে।

সেরা। বন্দিকী সাহেব! আমি বাঁদী, বাঁদীর প্রতি এত নেক্‌নজর কেন?

ডন। বাঁডী নয় বিবি,—টুমি বাঁডী নয়। হামি টোমাকে সাডি কোড়্বে। বিবি! হামি বাঙ্গালা ডেসে এসে বাঙ্গালা ডেস বড় ভালবেসেছে, বাঙ্গালা কঠা বড় ভালবেসেছে, বাঙ্গালা ডেসের ইষ্টিড়িলোক বড় ভালবেসেছে। টুমি বাঙ্গালা বল, বাঙ্গালা সঙ্গীট কোড় বিবি, হামি টোমাকে সাডি কোড়্বে বিবি। বিবি! এ বাড়ে হামি ডিটেছি;—সকলেই পান কোড়্বে।

(সকলকে সিরাজি দেওন ও নিজে পান করণ)

সেরা। সাহেব! সাদি কা'কে বলে জান?

ডন। সাডি জানি না বিবি—সাডি জানি না? হামাড় বাপ-ডাডা কেটো সাডি ডিটো। হামি সাডি জানি না? বিবি! হামাড় বাপ-ডাডা সাডি কোড়াটো।

সেরা। সাহেব! তবে কি তোমার বাপ-দাদা ঘটক?

ডন। ঘোটক নয় বিবি,—ঘোটক নয়। যেটো বড়লোকের সাডি হোটো, হামার বাবা জয়ঢাক কাঁঢে কোড়ে বাজাইটো।

সেরা। সাহেব! তোমার বাপ তবে খুব বড়লোক ছিল?

ডন। বিবি! এই হামাকে ডেকে টোমাড় মনোমঢ্যে ঢাড়না হইটেছে না যে, হামার বাপ-ডাডা কট বড় আড্মি ছিল?

সেরা। সাহেব! সাদি ক'র্বে, তোমার যে সাদি আছে?

ডন। আরে বিবি, আছে—আছে, সে ভাল না আছে, সে কয়লার মোটো ময়লা আছে, সুঁটকী মাছ বেচে!

সেরা। (স্বগত) মদ হ'লো কষ্টিপাথর; কষ্টিপাথরে যেমন সোণা কষা যায়, তেম্নি মদ পেটে পড়্লে মানুষ চেনা যায়। আহা! সাহেব দেখ্ছি বড় বংশের লোক, বড় ঘরে

বিয়ে হ'য়েছে! (প্রকাশ্যে) সাহেব! তুমি তবে খুব বড় বংশে সাদি ক'রেছ?

ডন। হাঁ বিবি! খিড়িহট্, বিড়িহট্ বংশ বোলে টালপট্টড়েড় কুঁড়ে ঘড়ে, হামাড় সাডিড় বিবি বাসা কোড়ে। বাইজী বিবি! হামাড় সাডিড় বিবি, কেমন গড়ম কালে বাঁশ্‌বনেড় বাটাস ভোক্ষণ কোড়েন। শীটকালে, বংশপট্টড় কুড়াইয়া কুড়াইয়া অগ্নিটে পুড়াইয়া পুড়াইয়া অগ্নি ভোক্ষণ কোড়েন।

সেবা। সাহেব! আমাকে সাদি ক'রেতো বাঁশবনে নিয়ে যাবে?

ডন। বিবি! টোমাকে? টোমাকে বংশবনে নিয়ে যাবে না, টোমাকে নিড়্‌বংশ বনে নিয়ে যাবে।

সেবা। ও সাহেব! নির্ব্বংশ বনে নিয়ে যাবে কি? নির্ব্বংশ ক'র্‌বে নাকি?

ডন। আড়ে বিবি! নিড়্‌বংশ—নিড়্‌বংশ, যেখানে বংশ নাই। বিবি! হামি বাঙ্গালা ডেসে এসেছে, বাঙ্গালা শিকেছে। হামাড় বাঙ্গালা কঠা শুনিয়া টোমাড় ডেসেড় বড় বড় অট্যা-পোকেড়া কাঁডিয়া ফেলিয়াছে। বিবি! টোমাড় সেঁইয়া-বেঁইয়া হিণ্ডি-পিণ্ডি ছাড় ডিয়ে, একটা বাঙ্গালা সঙ্গীট কোড়।

সেবা। (স্বগত) হিণ্ডি-পিণ্ডি ছাড়ি আর না ছাড়ি, আগে তোমার পিণ্ডির জোগাড় করি। বেটার বেশ নেশা হ'য়েছে, এখন স্বকার্য্য সাধন করা যাক্। (প্রকাশ্যে) সাহেব! আমি তোমায় সাদি ক'র্‌বো,—তুমি আমার হবে?

ডন। হামি কি বিবি, হামাড় চৌড্ড পুড়ুষ টোমাড় হোবে। সেড়াজী বিবি! সিড়াজি পান কোড়, বাঙ্গালা গান কোড়, পেড়েমের গান কোড়।

সেবা। (স্বগত) সাহেবের নেশা হ'য়েছে, এইবার ব'লতে হ'চ্ছে। (প্রকাশ্যে) সাহেব! সিরাজি পান ক'চ্ছি, গান গাচ্ছি। আমরা তোমার বাঁদী, আমাদের যদি সাদি ক'রে সাজাদী ক'র্‌বে, তবে আমাদের মেহেরবাণী ক'রে একটু জায়গীর দিয়ে দাও! প্রেমের গান গাচ্ছি।

গীত।

প্রাণে প্রেম আপনি ফোটে, কেউতো ফোটায় না,
আহা কেউতো ফোটায় না।
প্রেম আপনি ফোটে, আপনি ছোটে, কেউতো সাধে না,
আহা কেউতো সাধে না॥
হ'লে ভরা হৃদি প্রেম মধু,
ওলো মধুলোভে ছোটে বঁধু,
বঁধু ডাক্‌তে হয়না, আপনি আসে, কেউতো ডাকে না,
আহা কেউতো ডাকে না।
মধু আপনি জোটায়, আপনি বিলায়, মধু কিন্‌তে কারু হয় না,
আহা মধু কিন্‌তে কারু হয় না।

ডন। সেড়াজি বিবি! টুমি একটা সঙ্গীট কোড়! তোমাড সঙ্গীটে হামি মোড়ো মোড়ো হোবে।

গীত।

তুমি চুরি-করা চোর যে আমার।
তুমি চুরি-করা মনচোরা প্রাণের আধার॥
সাধ ক'রে ক'রেছি চুরি,
চোরের ধনকে ক'র্‌লে চুরি,—
ব'লেছ তুমি আমারি, আবার তুমি কা'র।
তোমায় আমার বলিতে বুঝি নাহি অধিকার॥

ডন। বিবি! হামি মোড়েছে—হামি মোড়েছে। বিবি! বিবি! টোমাব পডটলে্ প'ড়েছে। (পদতলে পড়িয়া) বিবি! বাঙ্‌লা ডেসেড় ঐ ডেবটা আছে, ডেবটাড়া বড় ভাল আছে, ডেবটাড় জড়্টা, ডেবটাড় বুকে পা ডিয়ে ডাঁড়াইয়া হাসিটেছে। টুমি টেমনি কোড়ে হামাড় বুকে পা ডিয়ে ডণ্ডায়মান হও! হামি হাসি কড়ে, হামি হাসি কড়ে। বিবি! পড়্ বুকে ডাও—ডাও, পড়্ বুকে ডাও! টোমার পডটুলি বুকে ডাও।

খ্যাদা। হুজুব! উঠুন, উঠুন, আপনাব নেশা হ'য়েছে, উঠুন। প্রজাবা দেখ্‌লে ব'ল্‌বে কি?

ডন। (উঠিয়া, জুতার ঠোক্কর মারিয়া) ঠাম্ শালা খ্যাডাড়াম! শালা হামাড় খোসামড্ কড়িটেছে। খ্যাডাড়াম! নে শালা, অগ্‌ড়ে সব বিবিলোকের পডটুলি নে।

(খ্যাদারামের তদ্রূপ করণ)

খ্যাদা। (স্বগত) দুধ-কলা দিয়ে কি কালসাপই পুষেছি! বেটাকে বাগে আন্‌বো ব'লে এই সব মেয়ে-মানুষ জুটিয়ে দিয়েছি। বাগে আনা ত চুলোয় যাক্, লাথি খেয়ে ম'র্‌ছি। য়্যাঁ! বেটা মজা মার্‌বে আর লাথি মার্‌বে? (প্রকাশ্যে) হুজুর, হুজুব!

ডন। (কান্ মলিয়া দিয়া) চুপ্ শালা নায়েব!

(বক্কেশ্বরের প্রবেশ)।

খ্যাদা। (স্বগত) ভায়াত দেখ্‌তে পায়নি! (প্রকাশ্যে) হুজুর! এসেছে। (বক্কেশ্বরের প্রতি) ভায়া! হাত-ছাড়া হয়নি তো?

বক্কে। ভায়া! সে কাজ ফর্‌সা।

ডন। খ্যাডাড়াম! এ যে ডেক্‌ছি মড়ড্ বিবিড়ে!

বঙ্কে। (স্বগত) ভায়ার গতিক বেগতিক বোধ হ'চ্ছে ভায়ার উপর চাল না চাল্‌তে পার্‌লে সাহেব দেখ্‌ছি চাল বেচাল ক'রে দেবে। (সাহেবের কাছে যাইয়া প্রকাশ্যে সাহেব! আমি যখন এসেছি, সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি কত বাঙ্গালী-বিবি এনে দিচ্ছি।

ডন। (বঙ্কেশ্বরের মাথা চাঁপ্‌ড়াইয়া) হুঁ, টুমি শালা এক নম্বর কোসামুড়ে আছে। আর টোমাড় বিবিকে আন্‌বে না ?

বঙ্কে। (স্বগত) রাম—রাম, যে কাজের যে ফল!

ডন। টোম্‌ড়া ডুজনে কাল কাছাড়ীতে হাজিড় হইবে, আড় সেপাই বড়কণ্ডাজ সব আসিটে বলিবে। আমি এখন একটু আমোড-পোড়োমোড কড়ি।

উভয়ে। হুজুরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

খাঁদা। চট্ ক'রে একবার সুখনগরে যাই, আজ রাতারাতি ফেরা চাই। (উভয়ের প্রস্থান)

ডন। আড় হামি চাক্‌ড়ী কোড়্‌টে এসেছে, মজা কোড়্‌টে এসেছে। জমিডাড়ী আগে, না আমোড-পোড়োমোড আগে? বিবি! মড্ খাও, সঙ্গীট লাগাও।

গীত।

ওলো সই মান ক'রে কই রাখ্‌তে পারি মান।
যেচে মান কেঁদে সোহাগ, ওলো সই পদে পদে অপমান॥
মান করি মানের তরে,
ছি ছি ছি শেষে মরি পায়ে ধ'রে।
প্রাণ সঁপে দি আমি যারে, মানে কি সে নারীর প্রাণ।
এখন মান গিয়েছে, প্রাণ গিয়েছে, আছে কেবল কথার ভান॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

খ্যাঁদারামের বাটীর অন্তঃপুর।

(অগ্রে অগ্রে খোকা, পশ্চাতে একজন তুলেনীর মাথায় মাছের ঝুড়ি এবং খোকার চাদরখানি পাক্ দিয়া দড়ির মতন করিয়া একদিক খোকা নিজের কোমরে ও অন্য দিক্ তুলেনীর কোমরে বাঁধিয়া গান গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে প্রবেশ)।

গীত।

খোকা। আহা। ডুলেলী কি আমাল অযটলেল ধল।
মলি মলি মাছেল ঝুলি মাথায় ক'লে বৌ এল কেমল॥

(পুনঃ পুনঃ গীত ও নৃত্য)

(গীতান্তে) বাপী! মা—মাই! দোলে আয়—দোলে আয়, কেমল ক'লে এলেছি—তোল্ বউ এলেছি, দেখ্‌বি আয়, দোলে দোলে আয়—দোলে দোলে আয়।

পূর্ব্বোক্ত অংশের পর—গীত।

মাথাতে মাছেল ঝুলি,
কোমলে বেঁধেছি দলি,
য্যালো জেলেল পিছে কেলে হাঁলি, বউটী কেমল।
আবাল গোলু বাঁধে যেমল ক'লে, গাঁটচুলো বেঁধেছি তেমল॥
আহা! ডুলেলী কি আমাল অযটলেল ধল।

(দু'জনে অনবরত গাইতে গাইতে, অবিরাম নাচিতে নাচিতে অজ্ঞানবৎ)

(গোলমাল শুনিয়া খ্যাঁদারাম ও ক্ষেমঙ্করীর বেগে প্রবেশ)।

খোকা। ডুলে বৌ খুব বলো মেয়ে। এল্ চেয়ে আল্ বল কোথায় পাব?

ক্ষেম। সেই হাড়-হাবাতে আঁটকুড়ীর-বেটা গুর্-ম'শায়ের মুখে খ্যাংরা এই মারি। আব ঐ আমার স্বামী-ম'শাই রথের সংএর মত দাঁড়িয়ে র'য়েছেন, তাঁকে খেংরে বিষঝাড়া করি। ঐ মাগীর মুখে খ্যাংরা মাবি!

ঢুলেনী। (খ্যাঁদারাম ও ক্ষেমঙ্করীকে প্রণাম করণ) শ্বশুর-মশাই প্রণাম হই, শাশুড়ি-ঠাকৃরুণ! প্রণাম হই। বউ-বেটাকে বরণ ক'রে ঘরে তোল।

খোকা। বাপী! মা—মাই! দেখ্ দেখ্ দেখ্! কেমন পেল্লাম্ ক'ল্‌ছে দেখ্! বউয়েল মতন বউ এলেছি আল্ মাছ কিন্‌তে হ'বে না।

ঢুলেনী। তোরা কে মাচ্ লিবি গো! তোরা কে মাচ্ লিবি গো!

গীত।

আমি ঢুলেনী, প্রাণ স্বজনী, খোকা আমার মনের মতন।
আমার ঢুলে গেছে মাচ্‌কে চ'লে, খোকা ক'লে "সীতে হরণ"॥

খোকা। আহা! ডুলেলী কি আমাল অযটলেল ধল।

(গীত ও নৃত্য)

(গীতান্তে) বাপী! দেখ্‌লা—দেখ্‌লা, কেমল্ লগল্ হ'চ্ছে দেখ্‌লা। তোল্ বউ কেমল্ লাচ্‌তে গাল্ ক'ল্‌তে পালে, দেখ্‌লা। বউ! গাল্ গা—বউ! গাল্ গা—আমি গাল্ গাই—তুইও গাল্ গা।

খ্যাদা। সর্ব্বনাশ হ'লো গিন্নি!—সর্ব্বনাশ হ'লো। জাত গেল, কুল গেল, মান গেল, সব গেল। ছেলেটাকে আদর দিয়ে গোবর ক'রে তুল্লে, আমার মুখ দেখানো ভার হ'লো।

ক্ষম। (খ্যাঁদারামের প্রতি) থামো না—থামো না, কারুর যেন ছেলে কিছু করে না? বাছার আমার এই কচি কাচা বয়েসে সে না হয় একটু আব্দার ধ'রেছে, অমনি তোমার সব্বনাশ হ'য়েছে? কত লোকের ছেলে যে কত কি ক'চ্ছে, না হয় আমার দুধের-বাছা, ডুলেনীকে ধ'রে এনেছে। অমনি জাত গেছে, কুল গেছে, মান গেছে, শীল গেছে, সব্বনাশ হ'য়েছে? (খোকার প্রতি) খোকাধন!

খোকা। মা—মাই! দেখ্‌লা—দেখ্‌লা, কেমল্ ক'লে এলেছি, দেখ্‌লা!

আহা! ডুলেনী কি আমাল অযটলেল ধন।

(গাহিতে গাহিতে নৃত্য)

ক্ষম। বাপ্‌ধন! খোকাধন! যাদুমণি! খোকামণি! আমি ভাল ঘর দেখে, ভাল বৌ এনে, তোমার সঙ্গে বে' দেবো। বড় মেয়ে এনে বে' দেবো। ডুলে-বাগ্‌দীর ঘরের মেয়েকে কি বিয়ে ক'র্ত্তে আছে?

খ্যাদা। (স্বগত) ক্ষেমঙ্করী যে কি ঘরের মেয়ে, তা' এখনও ঠিক্ ক'র্‌তে পাল্লুম্ না।

খোকা। ক্যাল—ক্যাল, গুলু-মছাই ব'লেছে, স্ত্রী-লত্নো ডুলে-কুলে! ডুলেল্ ঘল্ থেকে স্ত্রী-লত্‌নো ঘলে আল্‌বে। তাই ডুলে-বউকে বে' কল্‌বো ব'লে এলেছি!

আহা! ডুলেনী কি আমাল অযটলেল ধন। (নৃত্য)

দুলেনী। তোরা কে মাচ্ লিবি গো! তোরা কে মাচ্ লিবি গো!

গীত।

আমি দুলেনী, প্রাণ স্বজনী, খোকা আমার মনের মতন।
আমার দুলে গেছে মাচ্‌কে চ'লে, খোকা ক'ল্লে "সীতে হরণ"॥

খ্যাঁদা। ওরে—নির্ব্বংশের বেটা থাম্!—ওরে—নির্ব্বংশের বেটা থাম্! মান-সম্ভ্রম্ সব গেল, থাম্—থাম্—থাম্!

ক্ষেম। ওরে মুখ্‌পোড়া মিন্সে!—থাম্ না—থাম্ না, থাম্‌তে কি পাব না? থাম্‌বার যোগ'ত্তা কি নেই? অবোধ—অজ্ঞান—দুধের-বাছা—কচি-খোকা। খোকা না হয় একটু আমোদ ক'চ্ছে, তা' তুমি না হয় থাম না। আবার চীৎকার!—

(দুই জন দুলে বাক্ কাঁধে করিয়া প্রবেশ)।

১ম দুলে। কৈ—কৈ, কোথা গেল?

২য় দুলে। এই যে—এই যে।

খোঁকা। মা—মাই! ডুলে ছালা মাল্লে—ডুলে ছালা মাল্লে।

১ম দুলে। না—মার্‌বে না! আমাদের ঘরের বৌ বার ক'রে আন্‌বে, আর তোমাকে সন্দেশ কিনে এনে খাওয়াতে হবে।

খোকা। দু'ছালাকে মেলে হাল্ ভেঙ্গে দেবো। আমাল ক'নে আমি গাঁট্‌চুলো বেঁধে আল্লুম্ বে' ক'ল্‌বো ব'লে, ছালালা কেলে লে যাবে?

১ম দুলে। তোমার বাবার বে' দেখিয়ে দিচ্ছি!

খোকা। ওলে—ছালালা! বাপী বে' ক'ল্‌বে কি ছালালা! আমি বে' ক'ল্‌বো—আমি বে' ক'ল্‌বো! (খ্যাঁদাবাবুর পা ধরিয়া) বাপী! তোল্ পায়ে পলি, তুই বে' কলিস্ নি বাপী। মা—মাই। বাপীকে বালন্ কল—বালন্ কল,

খ্যাঁদা। গিন্নির আব্দারে খোকাকে নিয়ে মহা ফ্যাঁসাদে পড়লুম! ওরে বেটা গণ্ডমূর্খ! থাম্।

ক্ষেম। ওরে—মাগী ঢুলেনী! তো বেটীর কি আক্কেল! আমার দুধের-বাছা না হয় আব্দার ক'রেছে, তুই হারামজাদী! কাঁকড়া-খাকির বেটী! কুঁচে-খাকির ঝি! তুই রাজী হ'লি কেন?

১ম ঢুলে। ওগো—নায়েব-ঠাক্রুণ, চুপ্ করুন! নায়েব-ঠাকুরের জ্বালায় ও সাহেব শালার জ্বালায়, আর কি ঝি-বৌয়ের ইজ্জৎ রাখ্বার উপায় আছে?—তোমার ঐ বুড়োধেড়ে সকের খোকাকে, যাকে মোষ-কাটা কাতান্ দিয়ে কাটা যায় না, ঐ আদরের নাড়ুগোপাল যখন আব্দার ক'রেছে, সে আব্দার র'ক্ষে না ক'র্লে কি আর র'ক্ষে আছে? কাজেকাজেই শুনেছে। আ—হা—হা, নায়েবটা গ্রামটাকে ছারেখারে দিলে! আ—হা—হা। ব'ল্তে বুক ফেটে যায়! রাধানাথ বাবুর বংশটা নির্ব্বংশ ক'র্লে! সতী-লক্ষ্মী বড়বাবুর বউকে বেইজ্জৎ ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল! বাবা,— আম্রা ছোট-লোক, সহজে ছাড়্ছি না।

খ্যাঁদা। (ক্ষেমঙ্করীর প্রতি, স্বগত) গিন্নি! শুন্চো—শুন্চো!

খোকা। আহা। ডুলেলী কি আমাল অযটলেল ধল।

১ম ঢুলে। থাম্—ন্যাকা বেটা থাম্! এখুনি ঝাঁক্পেটা ক'র্বো।

(মারিতে উদ্যত)

খোকা। বাপী! মা—মাই। ছেলেদে—ছেলেদে! ক'লে—ছেলে দে—ক'লে ছেলে দে—ক'লে ছেলে দে! এলা বিয়ে দেবে লা, ঝাঁকপিটে দেবে!

১ম ঢুলে। (ঢুলেনীর হাত ধরিয়া) আয়—বাড়ী আয়! নায়েব ঠাকুর! নায়েব-ঠাক্‌রুণ! সাবধান!

(ঢুলেনীকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান)

খ্যাদা। রাম—রাম—রাম।

ক্ষেম। তুই মুখপোড়া আর ছেলের বিয়ের নাম ক'রবি না! এসো—বাড়ীর ভেতর এসো! একবার দেখে নিচ্ছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

খোকা। আহা! ডুলেলী কি আমাল অযটলেল ধল।

(নৃত্য-গীত করিতে করিতে প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

জাহানাবাদ কারাগার।

(এক কক্ষে কৃষ্ণনাথ, অপর কক্ষে কৃষ্ণা)।

কৃষ্ণ। চিন্তা—চিন্তা—চিন্তা, চিন্তার অন্ধকার আমার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন ক'রেছে। চিন্তা—পিতা, চিন্তা—মাতা, চিন্তা—কৃষ্ণা, চিন্তা—হরিধন, চিন্তা—আত্মীয়-পরিবার, চিন্তা—বন্ধু-বান্ধব সকল, আর চিন্তা—অত্যাচার-প্রপীড়িত গ্রামবাসীগণের মুখ-মণ্ডল। অতীতের—চিন্তা, বর্ত্তমানের চিন্তা, ভবিষ্যতের—চিন্তা, সমস্ত চিন্তা আমার বুকের ভেতর পর্ব্বত প্রমাণ হ'য়েছে। চিন্তার যে শেষ কোথায়, তা' জানি না।

কৃষ্ণা। (হাঁটু-গাড়িয়া, যোড়-হাত করিয়া, উপরে চাহিয়া) হৃদয়ের-দেবতা! তুমি কোথা? এই যে আমার দেবতা!

একি, বেত্রাঘাতে আমার দেবতার দেহ রক্তাক্ত! বেত্রাঘাতেব যন্ত্রণার জ্বালায়, দেবতা জর্জ্জরিত! প্রভু! প্রভু! এ দশা তোমার কে ক'ল্লে?—কৈ, কোথা গেল? একি স্বপ্ন, না সত্য!

ঞ্চ। কা'র এ কাতর-বাণী? কোথা হ'তে এ ধ্বনি আস্‌ছে? ঠিক যেন কোন রমণীর কাতর-ক্রন্দন-ধ্বনি। নিশ্চয় কোন অভাগিনী কারা-বন্দিনী হ'য়ে আত্মীয়-স্বজনের জন্য কাঁদ্‌ছে।

ক্ষা। না—না—বিষ দিও না, আমার সদাশিব তুল্য শ্বশুর-ঠাকুরকে বিষ দিও না। আমার অন্নপূর্ণা-রূপিণী শাশুড়ী-ঠাকুরাণীকে বিষ দিও না—বিষ দিও না!—একি! কৈ, কোথা গেল? একি স্বপ্ন, না সত্য!

ঞ্চ। রমণীর কাতব-কণ্ঠে কারাগার প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে। কিন্তু, কে—কোথায়? কথাও বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে না।

ক্ষা। না—না—না, ওগো—ওগো, আমার অনাথ হরিনাথকে খুন ক'রো না,—খুন ক'রো না! অনাথ-নাথ! আমার হরিনাথকে রক্ষা কর।

ঞ্চ। রমণীর কণ্ঠ-স্বরই বটে। আমার মতন কা'র অদৃষ্ট ভেঙ্গেছে? কারাগারে এসেছে, কাতর-কণ্ঠে ক্রন্দন ক'চ্ছে!

ক্ষা। অঙ্গ অবশ হ'য়ে আস্‌ছে, চক্ষু অবশ হ'য়ে বুজে আস্‌ছে, প্রাণ কেমন ক'চ্ছে, দাঁড়াতেও পাচ্ছি না, ব'সতেও পাচ্ছি না; এইখানে একটু শুই।　　　(শয়ন ও নিদ্রামগ্ন)

(ময়নার প্রবেশ)।

। (স্বগত) কারাগার মধ্যে কে এ রমণী? যেন চিনি চিনি ক'চ্চি।

ময়না। (প্রণাম করিয়া) বড়-বাবু! আমি ময়না।

কৃষ্ণ। ময়না—ময়না! তুমি এখানে কি জন্যে

ময়না। আপনাকে উদ্ধার কর্‌বার জন্যে।

কৃষ্ণ। আমাকে উদ্ধার কর্‌বার জন্যে?

ময়না। আজ্ঞে।

কৃষ্ণ। (স্বগত) উঃ! দেশের লোকের কি দয়া দেখ! একটা সামান্য রমণী গোয়ালিনী আমাকে উদ্ধার কর্‌বার জন্যে জীবনের মায়া-মমতা ত্যাগ ক'রে, সুখনগর থেকে শয়তান বাদের কারাগার পর্য্যন্ত এসেছে! ময়না! তোমার হৃদয়ে বল আছে, তা' আমি পুরুষ-মানুষ হ'লেও, আমার হৃদ সে বল নাই। (প্রকাশ্যে) আমাকে উদ্ধার কর্‌বার জ এখানে কি ক'রে এলে?

ময়না। বড়-বাবু! সে অনেক কথা, সে কথা এখানে বল্‌ নয়, এ নিরাপদ স্থান নয়, যদি দীননাথ দিন দে ত' ব'ল্‌বো।

কৃষ্ণ। ময়না! একটা কথা আমায় ব'ল্‌বে?

ময়না। ব'ল্‌বো। বড়-বাবু! আপনাকে না বল্‌বার ত' কি নেই।

কৃষ্ণ। ময়না! তুমি সুখনগর থেকে এলে?

ময়না। আজ্ঞে।

কৃষ্ণ। যদি সুখনগর থেকে এলে, বল—বল, বাবা কে আছেন,—মা কেমন আছেন,—কৃষ্ণা কেমন আছে হরিনাথ কেমন আছে,—মঙ্গলা,—ভজা আর আমার অপেক্ষাও প্রিয় গ্রামবাসীগণ কেমন আছে?

যনা। (স্বগত) সকল কথা খুলে বলা হবে না। তা' হ'লে বড়-বাবুকে প্রাণে বাঁচান যাবে না; আর আমিও এখান থেকে পালাতে পারবো না। (প্রকাশ্যে) বাড়ীর সকলে ভাল আছে, গ্রামবাসীগণ ভাল আছে, তবে আপনাকে উদ্ধার করবার জন্যে কয় জন পাষণ্ড ছাড়া সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা ক'চ্ছে।

ষ্ণ। ময়না! তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ শীতল হ'ল। আমার বলহীন প্রাণে বল এলো। এতদিন যে কারাগারে এত জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ কল্লুম, যেন সব ভুলে গেলুন।

য়না। বড়-বাবু! আপনার পায়ে ধ'রে ব'লছি, আমার একটা কথা শুনুন।

ষ্ণ। কি বল। শোনবার হয়, অবশ্য শুনবো।

না। (বক্ষঃস্থল হইতে ছোরা বাহির করিয়া) বড়-বাবু! এই নিন্—এইখানি রাখুন।

ষ্ণ। (গ্রহণ করিয়া) কি ক'রতে হবে?

না। আত্মরক্ষা ক'রতে হবে।

ষ্ণ। (ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া) না—রাখ্‌বো না, আত্মরক্ষার জন্য রাখ্‌বো না। আপনার প্রাণ বাঁচাতে, পরের প্রাণ বধ ক'রবো না। পরের জীবন নষ্ট ক'রে জন্ম-জন্মান্তর পাপে প'চবো না। যদি আত্মহত্যার জন্য বল, তবে রাখ্‌তে পারি।

না। বড়-বাবু! আত্মহত্যা মহাপাপ!

ষ্ণ। ময়না! যে পাপ ভোগ ক'রেছি, এর চেয়ে যে মহাপাপ আছে, তা' আমি জানি না।

ময়না। (প্রণাম করিয়া) বড়-বাবু! আমি ময়না।

কৃষ্ণ। ময়না—ময়না! তুমি এখানে কি জন্যে

ময়না। আপনাকে উদ্ধার করবার জন্যে।

কৃষ্ণ। আমাকে উদ্ধার করবার জন্যে?

ময়না। আজ্ঞে।

কৃষ্ণ। (স্বগত) উঃ! দেশের লোকের কি দয়া দেখ! একটা সামান্য রমণী গোয়ালিনী আমাকে উদ্ধার করবার জন্যে, জীবনের মায়া-মমতা ত্যাগ ক'রে, সুখনগর থেকে শয়তানাবাদের কারাগার পর্য্যন্ত এসেছে! ময়না! তোমার হৃদয়ে যে বল আছে, তা' আমি পুরুষ-মানুষ হ'লেও, আমার হৃদয়ে সে বল নাই। (প্রকাশ্যে) আমাকে উদ্ধার করবার জন্যে এখানে কি ক'রে এলে?

ময়না। বড়-বাবু! সে অনেক কথা, সে কথা এখানে বল্‌বার নয়, এ নিরাপদ স্থান নয়, যদি দীননাথ দিন দেন, ত' ব'ল্‌বো।

কৃষ্ণ। ময়না! একটা কথা আমায় ব'ল্‌বে?

ময়না। ব'ল্‌বো। বড়-বাবু! আপনাকে না বল্‌বার ত' কিছুই নেই।

কৃষ্ণ। ময়না! তুমি সুখনগর থেকে এলে?

ময়না। আজ্ঞে।

কৃষ্ণ। যদি সুখনগর থেকে এলে, বল—বল, বাবা কেমন আছেন,—মা কেমন আছেন,—কৃষ্ণা কেমন আছে,—হরিনাথ কেমন আছে,—মঙ্গলা,—ভজা আর আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় গ্রামবাসীগণ কেমন আছে?

ময়না। (স্বগত) সকল কথা খুলে বলা হবে না। তা' হ'লে বড়-বাবুকে প্রাণে বাঁচান যাবে না ; আর আমিও এখান থেকে পালাতে পার্‌বো না। (প্রকাশ্যে) বাড়ীর সকলে ভাল আছে, গ্রামবাসীগণ ভাল আছে, তবে আপনাকে উদ্ধার কর্‌বার জন্যে কয় জন পাষণ্ড ছাড়া সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা ক'চ্ছে।

কৃষ্ণ। ময়না! তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ শীতল হ'ল। আমার বলহীন প্রাণে বল এলো। এতদিন যে কারাগারে এত জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ কল্লুম, যেন সব ভুলে গেলুম।

ময়না। বড়-বাবু! আপনার পায়ে ধ'রে ব'ল্‌ছি, আমার একটা কথা শুনুন।

কৃষ্ণ। কি বল। শোন্‌বার হয়, অবশ্য শুন্‌বো।

ময়না। (বক্ষঃস্থল হইতে ছোরা বাহির করিয়া) বড়-বাবু! এই নিন্—এইখানি রাখুন।

কৃষ্ণ। (গ্রহণ করিয়া) কি ক'র্‌তে হবে ?

ময়না। আত্মরক্ষা ক'র্‌তে হবে।

কৃষ্ণ। (ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া) না—রাখ্‌বো না, আত্মরক্ষার জন্য রাখ্‌বো না। আপনার প্রাণ বাঁচাতে, পরের প্রাণ বধ ক'র্‌বো না। পরের জীবন নষ্ট ক'রে জন্ম-জন্মান্তর পাপে প'চ্‌বো না। যদি আত্মহত্যার জন্য বল, তবে রাখ্‌তে পারি।

ময়না। বড়-বাবু! আত্মহত্যা মহাপাপ!

কৃষ্ণ। ময়না! যে পাপ ভোগ ক'রেছি, এর চেয়ে যে মহাপাপ আছে, তা' আমি জানি না।

ময়না। যদি অন্যের প্রাণ বাঁচাতে হয়;—যদি পরোপকার করবার জন্যে প্রয়োজন হয়—

কৃষ্ণ। অবশ্য প্রয়োজন সাধন ক'র্‌বো। পরোপকারের জন্য, আশ্রিতকে আশ্রয় দিবার জন্য, যদি এই অস্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন হয়, অবশ্য সাহায্য গ্রহণ ক'র্‌বো।

ময়না। তবে গ্রহণ করুন।

কৃষ্ণ। (গ্রহণ করিয়া) এস—এস, পরোপকারের পরমবন্ধু আমার হৃদয়ে এস।

ময়না। বড়-বাবু! প্রণাম হই। আমি চল্লুম্, সুখনগরে চল্লুম্। আবার দেখা ক'র্‌বো, না হয় ম'র্‌বো। (প্রস্থান)

কৃষ্ণ। ময়না! মঙ্গলময়ী সর্ব্বমঙ্গলা তোমার মঙ্গল করুন, মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

শয়তানাবাদের গুপ্ত-কক্ষ।

(খ্যাঁদারাম ও বক্কেশ্বর উপস্থিত, কালনিমের প্রবেশ)।

কাল। সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!

বক্কে। (স্বগত) বেটা কত ঢংই জানে,—দেখ একটা মৎলব এঁটে এসেছে। (প্রকাশ্যে) কালনিমে! আজ যে ভারি ফুর্ত্তি দেখ্‌ছি?

কাল। মশাই, ভাঙ্গা জান্‌লা ভগবান্ দেখিয়ে দেয়। খোদা যব দেগা, ছপ্পোড় ফোড়্‌কে দেগা!

ক্ক। কালনিমে-রতন! তোমার হেঁয়ালি রাখ, কথাটা কি, প্রকাশ ক'রে বল দেখি?

াল। যেমন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন্ তিনটী দেবতার অবতার, তেম্নি আমরাও তিন্ তিনটী শয়তানের অবতার। যখন এই তিনজন শয়তান শয়তানাবাদে আবির্ভাব, তখন অনেককে তিরোভাব হ'তে হবে। সংহার—সংহার—সংহার!

্যাদা। কথা খুলে বল বাবা!

াল। মশাই, সময়—সুবিধে—সুযোগ উপস্থিত, উপস্থিত শুভ সম্মিলন বুঝুন, আর দেরি না। যত দিন যাচ্ছে, সুখ-নগরে ততই গোলযোগ বাধ্‌ছে। সংহার—সংহার—সংহার!

ক্ক। (খ্যাদারামের প্রতি, স্বগত) ভায়া! বীরভদ্র বেটা বকেয়া বদ্‌মাইস্, ঘরে ব'সে কি চাল্ চেলেছে দেখ! দেখো, নিজেদের ফাঁদে না নিজেদের প'ড়্‌তে হয়। (প্রকাশ্যে) সংহার—সংহার ত' ক'র্‌ছ, উপসংহার কর।

ল। রসুন মশাই, দেখি ময়না-বেটী কোথায় গেল!

(প্রস্থান)

দা। ভায়া! সে সই-করা ষ্ট্যাম্পখানা কোথায়?

ক্ক। ভায়া! আমি ঐ কাজের কাজি, লোকের কাছে বোকা সাজি। সে শর্ম্মার কাছে, শর্ম্মা তাতে ঠিক আছে।

দা। দেখ, টাকা-কড়ি—গয়না-গাটী—জিনিস-পত্র যা' আছে, সব পাচার ক'র্‌তে হবে।

ক্ক। ভায়া! সে সব ঠিক্ ক'রেছি। একদিন রাত্রে ডাকাত্-পড়া হ'য়ে, সব সরিয়ে ফেল্‌ব। রটিয়ে দেবো, রোস্তম-সার দল ডাকাতি ক'রে নিয়ে গেছে। ব্যস্!

(বেগে কালনিমের প্রবেশ)।

কাল। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) মশাই, সর্ব্বনাশ! ময়না শিক্‌ কেটেছে!

বঙ্কে। সে কি?

কাল। সে কি নয়। বুঝি পালা উল্টে যায়!

বঙ্কে। কোথা গেল?

কাল। শুনলুম্ সুখনগরে গেছে। তা'কে দলে নিয়ে, ও দল ছা ক'রে অনেক কাজ হ'য়েছে, সে সব টের পেয়েছে।

খ্যাদা। না—হে—না, তা' হ'তে পারে না। সে এই আমা ম'রেছে। সে বুঝেছে, আমাকে হাত ক'রে সাহেব হাত ক'রবে, সাহেবকে হাত ক'রে সুখনগরের জমিদা হবে। আমার পরিবারকে তাড়িয়ে, আমার পরিবার হ সে সাহেবের খাস্-কা . আছে।

কাল। (স্বগত) বাবা, যে যত সেয়ানা, সে তত বোক (প্রকাশ্যে) যা হোক্ মশাই, আর আমাদের এখা থাকা উচিৎ নয়। আজই সুখনগরে চলুন। সংহার কর আজই সংহার করুন।

বঙ্কে। ওঃ, বুঝেছি, সংহার মানে—সেই কথা। ভা স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। কালনিমের কথাটী ধড়াস্ ক'রে লাগ বটে। সাবধানের বিনাশ নেই।

খ্যাদা। বেশ, আজকের কাছারির কাজটা সেরে, রাত্রেই চ' যাব। রাত্রে কাজ সেরে রাতারাতি চ'লে আস্‌বো।

কাল। (স্বগত) আমি খেটে খুটে, মুখে রক্ত উঠে ম'র আর ওঁরা মজা মারবেন! বাবা! ছেলেবেলা থে

সাক্‌রেদি ক'রে দস্তুর মত শিক্ষা ক'রেছি। আর কর্ত্তার কাছে পাক হ'য়েছি। দেশে এই সুনামে কালনিমে নাম পেয়েছি। (প্রকাশ্যে) মশাই, আমি বাসায় যাই, আপনারা আসুন। (প্রস্থান)

খ্যাদা। (স্বগত) বাবা, আমি বড় ফাঁদে পা দিচ্ছি না। "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি" ক'র্‌বো, বক্‌রা মার্‌বো। ব্যস্‌। (প্রকাশ্যে) ভায়া! আমি তবে কাছারীতে চল্লম। আজ সব কাজ সার্‌বো, রাত্রেই রওনা হব।

বঙ্কে। বীরভদ্র বেটাকে আমার একবিন্দু বিশ্বাস হয় না। বেটা মনে করে, "ডুবে জল খেলে, শিবের বাবাও টের পাবে না"। ওরে, তা' আর জানি না! বেটাকে যদি বাগে পাই, বেটাকে ঘুঘু দেখাই, স'রষে-ফুল দেখাই। ইচ্ছে করে, বেটাকে নোকে টিপে মেরে ফেলি। বেটা বাড়ী ব'সে উপর উপর চাল মেরে, বক্‌রা মার্‌বে ষোল আনা। আমি যেন বুঝ্‌তে পারি না। আচ্ছা বেটা, উপর-চাল যত পার মার, দেখি তোকে ফাঁকি দিয়ে, তোকেই ফাঁসাতে পারি কি না। বাবা, আমি বড় কেওকেটা নই! আমি বঙ্কেশ্বর ভাদুড়ী! (প্রস্থান)



সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

শয়তানাবাদ—সদর-কাছারি।

(দুইদিকে দুইটী হাজত-ঘর চাবি-বন্ধ, মধ্যে ডন্‌কিন্ সাহেব সোফায় উপবিষ্ট ; দুইদিকে ফারাসের বিছানা—একদিকে তাকিয়া, আল্‌বোলা, জমিদারীর কর্ম্মচারিগণ ও অন্যদিকে প্রজাগণ)।

খ্যাঁদা। হুজুর! তবে তা'কে আপনার সাম্‌নে এই পুরো কাছারীতে আনি?

ডন। কিছুটেই সন্‌মট হইটেছে না?

খ্যাঁদা। আজ্ঞে না।

ডন। বেট্টাড়া-ঘাটে ক্ষট-বিক্ষট কড়িযাছে?

খ্যাঁদা। আজ্ঞে, তা' যথেষ্ট হ'য়েছে। জমিদারী-সেবেস্তাদারিতে যত রকম অত্যাচার আছে, তা' সব করা হ'য়েছে।

ডন। খাইটে না ডিয়া রাখা হইয়াছে?

খ্যাঁদা। আজ্ঞে, আজ ক'দিন হ'লো অনাহারে আছে, জল পর্য্যন্ত খায়নি।

ডন। টবে শয়টান আছে।

খ্যাঁদা। সাহেব! ব'লেছি তো, এদের শাসন ক'র্ত্তে না পার্‌লে, জমিদারী শাসন হবে না। এদের গ্রামছাড়া না ক'র্‌তে পার্‌লে, গ্রামের প্রজা বশ্ হবে না। তবে হুজুর! হাজির করি?

ডন। ক্ষটি কি? কড়।

খ্যাঁদা। (দুইজন বরকন্দাজের প্রতি) ইব্‌লু খাঁ! দিব্‌লু খাঁ কয়েদীকে হাজত্ থেকে হুজুরের সাম্‌নে আন।

উভয়ে। যো হুকুম্ খোদাবন্দ।

ইব্‌লু। (স্বগত) সেদিন ত' হাজতে এক মুস্কিল হ'য়েছিল। আজ আবার কি হয় দেখ? (উভয়ের প্রস্থান)

ডন। আড় একটী বামুন শালা, যেটা সড়ব-মঙ্গলাড় পূজা কড়িট, সেঁটা ডাকুড় ডলে যোগ ডিয়েছে, সেটাকে বণ্ডী কড়া হইয়াছে?

খ্যাঁদা। হুজুর, তার নাম দেবদাস! দেবদাস ডাকাতের সর্দার বোস্তম-সার দলে মিশেছে, ধ'রে আন্‌বার' জন্যে লোকজন পাঠান হ'চ্ছে; কিন্তু ডাকাতের জঙ্গলের রাস্তা ঠিক্ ক'রতে পা'চ্ছে না, ধ'রেও আন্‌তে পাচ্ছে না। আগে সুখনগর শাসন হোক্, তা'র পর রোস্তম-সাকে স্বদলে ধ'রে আন্‌বার ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে।

ডন। খ্যাঁডাড়াম! তোমাড় বুড্ডি-সুড্ডি টুমি খাইয়া ফেলিয়াছে। সুকনগড় শাসন হ'লে ডাকু শাসন হোবে, না ডাকু শাসন হ'লে সুকনগড় শাসন হোবে? হামাড় বুড্ডি বোলে, ডাকু শাসন হ'লে জমিদাড়ি শাসন হোবে।

খ্যাঁদা। হুজুরের যা' হুকুম হবে, তা'ই হবে।

(অষ্ট-পৃষ্ঠে শৃঙ্খলাবদ্ধ, বেত্রাঘাত-চিহ্নিত ও রক্তাক্ত, শুষ্ক-ভ্রষ্ট-কেশ-সমন্বিত, যন্ত্রণায় কাতর কৃষ্ণনাথকে লইয়া দুইজন রক্ষকের প্রবেশ)।

খ্যাঁদা। হুজুর! আপনার সুখনগরের মাথাধরা, মান্‌বর-প্রজা কৃষ্ণনাথ এসেছে। কি হে কৃষ্ণনাথ! ভাল আছ?

কৃষ্ণ। (সদর্পে) বাবার বন্ধু! তোমায় আর আমি কি ব'লবো তোমা অপেক্ষা ভাল আছি। কুকুর-শাবক না হ'য়ে

সিংহ-শাবক হ'য়ে আছি। নরকের কৃমি-কীট না হ'য়ে, স্বর্গের পদ-ধূলি হ'য়ে আছি !

খ্যাঁদা। ওঃ !—এখনো তেজ আছে ?

কৃষ্ণ। নায়েব-মশাই ! তেজিয়ানের পুত্রের অবশ্য তেজ থাক্‌বে। তেজেই জন্মেছি, তেজেই ম'র্‌বো !

ডন। কেষ্টোনাঠ ! টুমি কোঠা এসেছে, জান্‌টে পেড়েছে ?

কৃষ্ণ। শয়তানাবাদের শয়তানদেব কাছে এসেছি ! এই জেনেছি।

ডন। টুমি হামাড় সম্মুকে ডণ্ডায়মান হ'য়ে, হামাকে গালি ডিটেছে ?

কৃষ্ণ। গালি দেব কেন সাহেব ? সুখ্যাতি ক'চ্চি ! চোরকে চোব ব'ল্লে, ডাকাতকে ডাকাত ব'ল্লে, শয়তানকে শয়তান ব'ল্লে কি গালি দেওয়া হয় সাহেব ? দেবতাকে উপদেবতা ব'ল্লে, ধার্ম্মিককে অধার্ম্মিক ব'ল্লে, মানুষকে শয়তান ব'ল্লে, গালি দেওয়া হয় বটে !

ডন। ডেকো কেষ্টোনাঠ ! খ্যাডাড়াম টোমাড় গাড়ামেব লোক আছে, টোমাডেড় বণ্ধু লোক আছে, বড় ভাল লোক আছে। খ্যাডাড়াম যা' ব'ল্‌টেছে, শুন্‌টে ক'ড়্‌বে ; টোমাডেড় ভাল হোবে।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ সাহেব ! নায়েব-মশাই ভাল লোক ব'লে, নায়েব-মশাই বন্ধু লোক ব'লে—নায়েব-মশাই যখন অন্নাভাবে স্ত্রী-পুত্রগণকে প্রতিপালনে অসমর্থ হ'য়ে রাস্তায় রাস্তায় কুকুরের মতন বেড়িয়েছিলেন, সেই সময়ে যা'র পূর্ব্বপুরুষেরা নায়েব-মশাইকে আশ্রয় দিয়েছেন, অন্ন দিয়ে গ্রামে এনে বাস করিয়েছেন, যাঁ'দের অন্নে দেহ গঠিত, যাঁ'দের

অন্ন-জলে এখনও জীবিত, তাঁ'দের বংশধরকে আজ বরকন্দাজ দিয়ে ধ'রিয়ে এনে, বেত্রাঘাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত ক'রেছেন। নায়েব-মশাই ভাল লোক নন্? সাহেব! এত কথা ব'ল্‌তুম্ না, কি করি, জ্বালায় জ্ব'লে বল্লুম! আর সহ্য ক'র্‌তে পারি না! আর দাঁড়াতে পারি না।

(পড়িবার উপক্রম)

খ্যাদা। কি হে কৃষ্ণনাথ! নেশা-টেশা ক'রেছ নাকি? প'ড়ে যাচ্ছ যে?

কৃষ্ণ। আপনি ব্রাহ্মণ—আপনি পিতৃবন্ধু, আপনার মত কুল-কলঙ্ককে, আমার অভিসম্পাত দেবার ক্ষমতা নাই, আর ইচ্ছাও নাই। তা' না' হ'লে, ভগবানকে ব'ল্‌তুম, ভগবান্! এই রকম নেশা যেন একদিন আপনার হয়!

খ্যাদা। কৃষ্ণনাথ! ঠাণ্ডা হ'য়ে বোস। দেখ, তোমার বাবা আমার বিশেষ বন্ধু! তোমার যা'তে মঙ্গল হয়, তা'ই ব'ল্‌ছি কর।

কৃষ্ণ। নায়েব-মশাই! খুব ঠাণ্ডা হ'য়েছি! হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। বন্ধু-পুত্রের মঙ্গলের জন্য যে অসীম দয়া দেখিয়েছেন, তাও বুঝেছি। পিতৃ-বন্ধু! তোমাকে আর আমার মঙ্গল কামনা ক'র্‌তে হবে না। মা সর্ব্বমঙ্গলা আমার মঙ্গল ক'র্‌বেন। তবে, এই মাত্র ভিক্ষা, আমি আমার যথা-সর্ব্বস্ব দিতে বিন্দু মাত্র আপত্য ক'র্‌বো না! কিন্তু, প্রাণ থাক্‌তে আমার দেশের লোকের অপকার ক'র্‌তে পার্‌বো না! যারা আমার মুখপানে চেয়ে আছে, তাদের মুখের অন্ন কেড়ে নিতে পার্‌বো না!

খ্যাঁদা। কৃষ্ণনাথ! তোমার ভালোর জন্যেই ব’ল্‌ছিলুম্।

কৃষ্ণ। নায়েব-মশাই! আমার ভালোর জন্য আপনার কাছে আমি কোন ভিক্ষা চাই না। আমার ভাল আপনাকে ক’র্‌তে হ’বে না। দেশের লোকের যদি কিছু ভাল ক’র্‌তে পারেন, ত’ করুন।

খ্যাঁদা। (হতাশ হইয়া) না সাঁহেব! কৃষ্ণনাথ সম্মত হয় না।

ডন। কেষ্টোনাঠ বড্‌মাইস্ আছে। বড্‌মাইসেড় ওষুঢ’ বে কড়িয়া ডাঁও! কয়ডিন খাইটে পায়নি;—খাইটে ডাও!

খ্যাঁদা। শুনেছ কৃষ্ণনাথ! তোমাকে খেতে দেবার জন্যে হুজুরের হুকুম হ’চ্ছে?

কৃষ্ণ। অত্যাচারের কুবের-মশাই! আপনার অত্যাচার-ভাণ্ডারে যত রকম খাবার ছিল, তা’ ত ভরপূর খাইয়েছেন। যদি আরও নূতন খাবার থাকে খাওয়ান!

ডন। খ্যাঁডাড়াম! টুমি গাড়ামেড় লোক, টুমি ভাল ক’ড়ে খাওয়াইটে পাড়িবে না। হামাকে বেট্‌ড় ডাও, হামি খাওয়াইবে।

কৃষ্ণ। সাহেব! তোমাকে আর আমি কি বোল্‌বো? তবে ঐ বেত এক দিন তোমার উপরে প’ড়বে। এর চেয়েও যন্ত্রণা পাবে।

ডন। বড়কণ্ডাজ্! কেষ্টোনাঠ বড় মুক ছুটাইয়াছে। সেই গাণ্ডাড়েড় পয়জাড় হামাকে ডাও, হামি লাগিয়ে ডেবে।

খ্যাঁদা। হুজুর! মাছি মা’র্‌তে আর কামান পাত্তে হবে না। কুকুর মা’র্‌তে হুজুরের হাত কলুষিত ক’র্ত্তে হবে না। কৃষ্ণনাথ! এখনও বল্‌ছি,—শেষ কথা বল্‌ছি,—সাহেবের কথা শোন, কেন পয়জার খেয়ে প্রাণ হারাবে?

কৃষ্ণ। নায়েব-মশাই! কৃষ্ণনাথ পরোপকাবের জন্য সামান্য পয়জারে প্রাণত্যাগ ক'রতে ভয় করে না। পিতৃ-বন্ধু! আমাকে আর কোন অনুরোধ ক'রবেন না। উপকারের প্রত্যুপকারে প্রস্তুত হউন।

খ্যাঁদা। তবে ফল ভোগ কব। ইবলু! তুমি একপাটী পয়জাব নাও, আমি এক পাটী নিই। এস দু'জনে এলোপাতাবী পয়জাব লাগাই। (উভয়েব পয়জাব প্রহার)

ডন। লাগাও! জোড়্সে লাগাও! ক্ষটষ্টানে লাগাও!

কৃষ্ণ। (কাতর ক্রন্দনে) মা সর্ব্বমঙ্গলা! এই নর-বাক্ষসগণেব হাতে মৃত্যু লিখেছিলে? উঃ! কি যাতনা—উঃ! কি যাতনা! মৃত্যু, তুমি কোথায়? আমায় আলিঙ্গন কব।

খ্যাঁদা। কৃষ্ণনাথ! শুধু মৃত্যু নয়, যাতে সুখে মৃত্যু হয়, তাও ক'ব্ছি। (দুইজন চাপ্‌রাসীকে ইঙ্গিত করিয়া) দেখ, ঐ ঘর থেকে সেই—

উভয়ে। আজ্ঞে, যাচ্চি। (উভয়ের প্রস্থান)

কৃষ্ণ। দয়াব অবতাব! আর কি অত্যাচার আছে?

খ্যাঁদা। আছে বৈকি! ঐ দেখ—ঐ দেখ—চক্ষু মেলে দেখ, কে আস্‌ছে দেখ। চিনেছ—চিনেছ—চিনেছ?

(কৃষ্ণাকে সর্ব্ব-সম্মুখে কৃষ্ণনাথের অন্যদিকে দণ্ডায়মান কবণ)।

কৃষ্ণনাথ! বউ-মার সঙ্গে একবার চা'র-চক্ষের মিলন কর।

কৃষ্ণ। (দেখিয়া) কেও—কেও, কৃষ্ণা—কৃষ্ণা? (পতন)

কৃষ্ণা। স্বামী—প্রভু—হৃদয়ের দেবতা! (পতন)

খ্যাঁদা। বাঃ—বাঃ! দু'জনেরই দেখ্‌ছি নেশা হ'য়েছে।

ডন। খ্যাডাড়াম—খ্যাডাড়াম! কিষ্টোনাঠেড় বিবিটাকে সাডি ক'ড়্টে হোবে। ক্যায়সা খুবসুড়ৎ বিবি!

খ্যাঁদা। হুজুর! কত বিবি এনে দিচ্ছি দেখুন না। বিবির বাজার ব'সিয়ে দেবো। কৃষ্ণনাথ—কৃষ্ণনাথ! বলি কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা দিতে আরম্ভ ক'র্‌লে কেন? বউ-ঠাক্‌রুণকে হুজুরের হাতে হাতে স'পে দাও।

কৃষ্ণ। (উঠিয়া, ক্রোধে ও ঘৃণিত-স্বরে) কি, কি, কি ব'ল্লি? ব্রাহ্মণ-কুল-কলঙ্ক! এখুনি তোর্ টুঁটী ছিঁড়ে ফেল্‌বো। এখুনি ছিন্ন-মুণ্ড শূকর-পুরীষে রঞ্জিত ক'রে, নবককুণ্ডে নিক্ষেপ ক'র্‌বো। তোর্ ঐ পুরীষ-পূরিত দেহ ঘৃণ্য শৃগাল-কুকুরেও ছোঁবে না, শকুনি-গৃধিনীও ছোঁবে না। দাঁড়া, পশু-কুলাধম! দাঁড়া, তোর্ বুকের রক্ত পান ক'রে জ্বালা নিবারণ করি, দাঁড়া!

(বল পূর্ব্বক ধরিতে গমন)

খ্যাঁদা। বাবাজী! স্থির হও। রাজি হও। তোমার টোলের ব্যাখ্যা রাখ। বৌ-ঠাক্‌রুণকে ডাক, হুজুরের সাম্‌নে রাখ, চার-চোখে চাওয়া-চায়ি করিয়ে দাও। দিয়ে, শুভ মিলন ক'রে নাও। বাবাজী! তোমারও ভাল, আমারও ভাল, বউ-মার ভাল, সাহেবের ভালর ভাল। আহা! অমন্ সোণার বউ-মা সাহেবেরই শোভা পায়।

কৃষ্ণ। রে প্রেত-ভূমির পিশাচ! যা'র সম্পর্ক বিচার নাই, যা'র ধর্ম্ম বিচার নাই, যা'র পাপ-পুণ্যের ভয় নাই, তা'র স্রষ্টার সৃষ্টিতে স্থান নাই, তা'র শয়তানের রাজ্যেও স্থান নাই, নরকেও স্থান নাই। তোর মত কৃমি-কীটের জন্য

আজ পর্যন্ত কোনও নরক হয় নাই। তোর পূরীষ-পূরিত জিহ্বাকে ধিক্‌!

খ্যাঁদা। (স্বগত) বউ-ঠাকুরুণটী মন্দ নয়, দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ। (প্রকাশ্যে) হুজুব! কৃষ্ণনাথের পরিবার কৃষ্ণনাথের যোগ্য নয়, হুজুরের যোগ্য। হুজুর! পছন্দ হয়?

ডন। খ্যাঁডাড়াম! কিষ্টোনাঠ শালাকে ডণ্ডায়মান কড়িয়া, কিষ্টোনাঠেড় সম্মুকে বিবির মষ্টকেড় বষ্টড় ফেলিয়া ডিয়া, হামাড় ডক্ষিণ-ডিকে বসাইয়া ডাও।

খ্যাঁদা। ইব্‌লু! বিবিকে ধ'রে এনে, মাথার কাপড় খুলে, হুজুরের পাশে বসিয়ে দাও।

ইব্‌লু। নায়েব-মশাই! আমি পার্‌বো না। সতী-রমণীর সতীত্ব নাশ কর্‌বার জন্যে চাকরিতে আসিনি। সতী-রমণীর সতীত্বের তেজ আমরা খুব জানি। আমি চাকরি ক'র্‌তে চাই নি। এই নাও তোমার পাগ্‌ড়ী, এই নাও তোমার চাপ্‌রাস, এই নাও তোমার লাঠি। (সমস্ত নিক্ষেপ)

দিব্‌লু। দাদা! আমিও চাক্‌রি ক'র্‌বো না দাদা! আমরা ছোট-লোক বটে, আমাদের ধম্ম আছে, আর এঁদের ধম্ম নেই! এমন অধাম্মিকও পির্‌থিবীতে থাকে? আমিও পাগ্‌ড়ী, চাপ্‌রাস, লাঠী ত্যাগ কল্লুম্‌। (উভয়ের প্রস্থান)

খ্যাঁদা। হুজুর! ইব্‌লু, দিব্‌লু ধ'রে আন্‌তে চাচ্চে না, আর কাজ ক'র্‌তে চাচ্চে না। ঐ দেখুন, চ'লে গেল।

ডন। শালা নায়েব! টুমি যেটে পাড়্‌টেছে না। ওড়া ছোট-লোক আছে,—ওড়া যাবে না, টুমি শালা ভডড়-লোক আছে,—টুমি যাবে।

খ্যাঁদা। (স্বগত) ও বাবা, এ যে দেখ্‌ছি প্যাঁজ-পয়জার, দুই জুটিয়ে দিতে হবে—গালও খেতে হবে। (প্রকাশ্যে) হুজুব! কি জানেন, আমি ছোট-লোক দিয়ে অপমান ক'র্‌তে চাইছিলুম্। এই দ্যাখ্ কৃষ্ণনাথ! আমি তোর্ সুন্দরী-পরিবারের মাথার কাপড় খুলে লজ্জা-নিবারণ ক'বে হুজুরের পাশে বসিয়ে দিতে যাচ্ছি দেখ্।

(কৃষ্ণার নিকট গমনোদ্যত)

কৃষ্ণা। (উঠিয়া) কেও, কেও? আমার দেবতা তুল্য শ্বশুব-ঠাকুবের বন্ধু—উপদেবতা মজুমদার-শয়তান! ছি—ছি—ছি! এক পা এগিও না। যেখানে আছ, সেইখানে থাক। ছি—ছি—ছি! আমি তোমার অন্ন-দাতা, আশ্রয়-দাতা-বন্ধুর কুল-বধূ—তোমাব কুলের কুল-বধূ নই! তবে তোমার মতন শ্বশুব আব কুকুর এ দুইই সমান! আবাব বলি কুকুরাধম, পশু-কুলাধম পশু! এগিও না—এগিও না।

খ্যাঁদা। জান, এ কা'ব রাজত্ব?

কৃষ্ণা। রাজত্ব তোমার—সতীত্ব আমাব।

খ্যাঁদা। জান, আমি রাখ্‌লে রাখ্‌তে পারি, মার্‌লে মার্‌তে পারি?

কৃষ্ণা। হাঃ—হাঃ! বোলো না—বোলো না! পিশাচের মুখে ও কথা শোভা পায় না। "মারে হরি রাখে কে? রাখে হরি মারে কে?

খ্যাঁদা। হয় আপনার ইচ্ছায় সাহেবের কাছে এস, নয় ত' আমি জোর ক'রে ধ'রে আন্‌বো।

ষ্ণা। সাবধান যতক্ষণ ভগবান্ আছে, যতক্ষণ ধর্ম্ম আছে, যতক্ষণ শ্বশুব-শ্বাশুড়ীর আশীর্ব্বাদ আছে, আব যতক্ষণ আমার হৃদয়ের দেবতা স্বামী-পদে ভক্তি আছে, ততক্ষণ এ জগতে এমন কোন্ জীব আছে যে, সতীর সতীত্বের প্রতি অত্যাচার ক'র্‌তে সাহস কবে? দেখ্‌তে পাচ্ছ না—দেখ্‌তে পাচ্ছ না—তোমার মাথাব উপরে অষ্ট-বজ্র খেলা ক'র্‌ছে? দেখ্‌তে পাচ্ছ না—তোমার মাথার উপরে বিষধর-সর্প ফণা বিস্তার ক'বে রয়েছে? দেখ্‌তে পাচ্ছ না—তোমাব চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত পাবক-রাশি দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'ল্‌ছে? দেখ্‌তে পাচ্ছ না—নরকের পিশাচেরা বৃশ্চিকের-রজ্জু নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে? যদি দেহ স্পর্শ ক'র্‌বে, তোমাব দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে নরকের অগ্নিকুণ্ডে মিশিয়ে যাবে।

ষ্ণ। কৃষ্ণা—কৃষ্ণা! আর সহ্য হয় না। তোমার প্রতি দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচাব আর দেখ্‌তে পারি না। কে যেন আমাব দেহে শত-হস্তীব বল দিচ্ছে। ইচ্ছা হ'চ্ছে (ছোরা বাহিব করিয়া) এই অস্ত্রে—এই অস্ত্রে শয়তানদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে, অত্যাচারের পিপাসা নিবারণ করি।

ষ্ণা। স্বামি—প্রভু—দেবতা! আমার দেহে কে যেন শত অনীকিনীর বল দি'চ্ছে। ইচ্ছে ক'চ্ছে (ছোরা বাহির করিয়া) এই অস্ত্রে—এই অস্ত্রে—

ন। এড়া পাগ্‌লা হ'য়েছে, ছুড়ি বাড় কড়্‌ছে। খ্যাঁড়াড়াম! এডেড় শেষ মট্‌লব জানিয়া লও।

াদা। দেখ, কৃষ্ণনাথ! অনেক ব'লেছি, অনেক বুঝিয়েছি। এখন গ্রামের লোকের হ'য়ে লিখে দেবে কি না? দেবী-

বাণীর প্রজা ব'লে স্বীকার ক'র্বে কি না ? আর তোম পবিবাবকে সাহেবেব সঙ্গে বিবাহ দেবে কি না ? য না রাজী হও, আব আমি শুন্‌বো না, আমি অনে দেখেছি, অনেক সতীত্ব-তেজ দেখেছি। দাঁড়াও—সতীগি দেখাচ্ছি। (কৃষ্ণাব দিকে অগ্রসব হওন)

(প্রজাদের মধ্য হইতে পুরুষ-বেশী বীণার উত্থান)।

বীণা। সাবধান—সাবধান !—এগুস্‌নে। শোন্‌ ! আমবা দেব বাণীব প্রজা। দেবীবাণী ভিন্ন অন্য কাহাবও প্রজা হ না। আব দেখ্, সতীত্ব-তেজেব কথা শোন্,—যেম রক্ত-শতদল মধ্যে লক্ষ্মী বিবাজ করেন, তেম্‌নি শত-সহ অগ্নি-শিখাব মধ্যে সতীব সতীত্ব-তেজ বিবাজ করে সতীব আদর্শ—সাবিত্রী-সতী মৃত পতি বুকে ধ'বে সতী প্রভাবে যম-দণ্ড চূর্ণ ক'রেছে। দেব-দেব-মহাদে সতী-পূজা প্রচারের জন্য, সতীব পদতলে প'ড়েছেন দুবাত্মা দশানন সীতাব সতীত্বে অত্যাচার ক'রে, সতী ব্রহ্মাস্ত্রে সবংশে নির্ব্বংশ হ'য়েছিল। সাবধান ! যদি এগুবি দেখ্—দেখ্—এই অস্ত্র দেখ্ ! এই অস্ত্রে তোদেব ন কুকুরের মুণ্ডু কেটে—ঐ সতীর পায়ের তলায় ফেলে দেবো।

খ্যাদা। চোপ্‌রাও—বেয়াদব প্রজা ! ববকন্দাজ ! কৃষ্ণনাথকে বউটাকে আব এই ছোঁড়াকে কারাগারে নিয়ে যাও, বে ক'বে আহাব দাওগে। আবাব কাল বিচার হবে। দেখি রাজী হয় কি না ?

বীণা। তোমাকে আর বরকন্দাজ ডাক্‌তে হবে না,—আমি ডাক্‌ছি !—তোমাকে আব হাজতে পাঠাতে হবে না

আমিই তোমাদের পাঠাচ্ছি!—সাহেবকে আর বিচার ক'র্‌তে হবে না, আমিই বিচার ক'চ্চি! সর্দ্দার—সর্দ্দার! শাঁখ বাজাও।

(সর্দ্দারের শঙ্খধ্বনি ও কতিপয় ডাকাতের বিকট-শব্দে প্রবেশ)।

কথাটী কয়িও না,—টুঁ-শব্দ ক'রো না। তোমাদের মত কুকুরকে অস্ত্রাঘাত ক'রে, অস্ত্র কলুষিত কর্‌বার প্রয়োজন নাই, নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই প'ড়্‌বে। সর্দ্দার। এদের নিজের কারাগারে এদের বন্দী ক'রে বুকে পাথর চাপা দাও। যাবার সময় কাছারীতে আগুন দিয়ে চ'লে যেও। বাঁচে ভাল, মরে ভাল। কৃষ্ণনাথ বাবু! কৃষ্ণ! এসো। এ শয়তানদের স্থান থেকে চ'লে এসো। আমায় চিনেছ—আমায় চিনেছ! আমি সেই বীণা।

কৃষ্ণ। বীণা—বীণা! চল—চল।　　(প্রস্থান

ন। বাঁচিও না—হামাকে বাঁচিও না! খ্যাঁড়াকে বাঁচ।

সর্দ্দার। দু'শালাকে এক সঙ্গে বেঁধে, বুকে পাথর চাপা দিয়ে, আগুন জ্বেলে দিয়ে যাচ্চি।

(সর্দ্দার কর্ত্তৃক সাহেব ও নায়েবকে বন্ধন, কারাগারে প্রেরণ ও কারাগারে অগ্নি প্রজ্বলিত করণ)



চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ডাকাতের জঙ্গল মধ্যে এক ভাঙ্গা-বাড়ীর সম্মুখ।

(গুড্‌ম্যান-সাহেব আহত অবস্থায়
খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রবেশ)।

গুড। নিবিড়-অড়ণ্য—নিবিড়-অণ্ঢকাড়, একটী পাটাড় শব্দ নাই একটী মনুষ্যেড় শব্দ নাই, একটা পাখীড় ডাক পড়্যন্ত নাই, সমষ্ট নীড়ব—নিঠড়! বড়-যণ্টড়্ণা, আড় চ'ল্‌টে পাচ্ছি না, এই গভীড় জঙ্গল—এই গভীড়-ড়াট্রে যাই কোঠা? একটা আলো দেখা যাইটেছে। (অগ্রসর হইয়া আলোর নিকটে যাইয়া) এ যে ডেক্‌ছি, একটী বহুডিনেড় পুড়াটন বাড়ী। এ নিবিড় জঙ্গলে, এ ভাঙ্গাবাড়ী কাড়? বোঢ হয় কোন ডাকাটেড় হবে! যা' হোক ঘড়েড় মঢে কে আছে, একবাড় ডেকে ডেখি। ঘড়ে কে আছে-- ঘড়ে কে আছে? আমি বড় বিপডে পড়িয়াছি।

কৃষ্ণা। (ভিতর হইতে) কে তুমি?

গুড। আমি অটিঠি! বড় বিপডাপন্ন।

(প্রদীপ হস্তে কৃষ্ণার প্রবেশ)।

(স্বগত) এ কি! এই নিবিড় অড়ণ্যে, ভগ্ন-কুটিড়ে ড়ূপবটী যুবটী কোঠা ঠেকে এলো। (প্রকাশ্যে) আমি বিপন্ন, বিপন্নকে বিপড হইটে উড্ঢাড় কড়ুন—আশ্ড়য় ডিন।

কৃষ্ণা। (চম্‌কাইয়া) য়্যাঁ-য়্যাঁ।

গুড। বোঢ হয় আপনি ভয় পাচ্ছেন্।

কৃষ্ণা। হুঁ! তবে অতিথিকে আশ্রয় দেওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হ'লেও, আপনি বিদেশী ও পুরুষ ব'লে ভয় হয়।

গুড। আমাড় মট মানুষ ডেখেননি ব'লেই বোঢ হয়, ভয় হয়। ভগবানেড় সিড়িষ্টিটে আমিও মানুষ, আপনিও মানুষ, টবে আমি বিলাট্ ঠেকে এসেছি, বিলাটী-মানুষ।

কৃষ্ণা। (স্বগত) আমি বাঙ্গালীর মেয়ে, সাহেব দেখ্‌লে ভয় হয় বৈকি? শুনেছিলাম, বিলাতী-সাহেবরা অতি ভদ্র। (প্রকাশ্যে) দেখুন! হিন্দু হোক্, মুসলমান্ হোক্, ইংরাজ হোক্, যে জাতি হোক্, হিন্দুরা অতিথিকে দেবতা জ্ঞান করে। অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। আপনি অতিথি, আমার পূজ্য।

গুড। (স্বগত) যুবটী—ডেবী না মানবী? (প্রকাশ্যে) ডেখুন, আমাড় বড় যণ্টড়্ণা! আমি ডাঁড়াটে পাচ্ছি না, আমাড় আড চল্‌বাড় শক্‌টি নাই। আপনি আমাকে একটু আশ্‌ড়য় ডিন।

কৃষ্ণা। একটু ব'সুন্, একটু ঠাণ্ডা হোন্, আশ্রয় অন্বেষণ ক'চ্চি, যন্ত্রণা নিবারণের উপায় ক'র্‌ছি।

গুড। কোঠায় ব'স্‌বো?

কৃষ্ণা। এই কাটখানির ওপর বসুন! দেখি, কোথাও একটু থাক্‌বার স্থান যোগাড় ক'র্‌তে পারি কি না?

(কৃষ্ণার বাহিরের ঘরে প্রবেশ)

গুড। (বসিয়া) আপনাড় ডয়ায় পড়াণে আশা হ'চ্ছে যে, আমি বাঁচ্‌বো। ভগবান্ আপনাকে সুকী কড়ুন।

(কৃষ্ণার বাহিরের ঘর হইতে প্রদীপ লইয়া আগমন)

কৃষ্ণা। খুঁজে-পেতে এক-খানা ভাঙ্গা ঘরের আর্দ্ধ-খানা পেয়েছি। ঘরখানা খুব অপরিষ্কার, মানুষ থাকা দুষ্কর। যা'হোক ইটগুলো ঠেলে-ঠুলে একটু থাকার স্থান ক'রেছি, সেই-খানে একটু বিশ্রাম ক'র্‌বেন আসুন।

গুড। আপনি কি এই বন-বাসিনী ?

কৃষ্ণা। না।

গুড। কট ডিন একানে এসেছেন ?

কৃষ্ণা। আজ দিন কতক।

গুড। নূটন—নূটন ব'লেই বোঢ হ'চ্ছে। পূড়্‌বে কোঠায় ছিলেন ?

কৃষ্ণা। এখন ব'ল্‌বো না।

গুড। কেন একানে আসিয়াছেন ?

কৃষ্ণা। তাও এখন ব'ল্‌বো না।

গুড। আপনাড় কে আছে ?

কৃষ্ণা। আমার কে আছে ? তাও এখন ব'ল্‌বো না। (স্বগত) আমার সব আছে—সব নেই। এখন গভীর দুঃখ, হৃদয়-ভরা নিরাশা, অনন্ত দুশ্চিন্তা আমার জীবন-সঙ্গিনী।

গুড। আমি সাহেব ব'লে—আড় নটুন-মানুষ ব'লে, আপনাড় ভয় হইটেছে। আমাকে ভয় কড়বাড় কোন কাড়ন নাই।

কৃষ্ণা। আপনি অতিথি। আগে অতিথির সেবা করি—অতিথিকে সুস্থ করি, পরে প্রয়োজন হয়, সব কথা ব'ল্‌বো।

গুড। নিশ্চয় আপনি বিপন্ন হ'য়ে, এই বনে আসিয়াছেন। যদি বাঁচি, যদি কখন আপনাড় কোন পড়্‌য়োজন সাঢন ক'ড়টে পাড়ি, জীবনকে সাড়্‌থক জ্ঞান ক'ড়্‌বো। সুগুড়ি! আমি

আঘাটেড় যণ্টড়্নায় বড়ই অষ্টিড় হ'চ্ছি, যণ্টড়্নায় মিড়িটো-পাড়ায় হ'য়েছি ; একন উপায় কি কড়ি ?

কৃষ্ণা। আপনার কিসের এ আঘাত?

গুড। আমড়া সাহেব! সাহেবড়া বড় শীকাড়-পিড়িয়, আমি শীকাড় ক'ড়্টে ক'ড়্টে এই জঙ্গলে এসে পড়ি। ঝড়-বিড়িষ্টিটে পথ ভুলে, ড়াষ্টা ভুলে, গভীড় জঙ্গলে এসে পড়ি, অণ্টকাড়ে হিংসক-জণ্টুড় কামড়ে, কাঁটাড় আঁচড়ে, আমাড় এই ডশা হ'য়েছে। একনও ড়কৃট-সোড়ট্ নিবাড়ন হয় নি, বড়ং বাড়্ছে। যণ্টড়্ণাড় জ্বালায় অষ্টিড় হ'য়েছি।

কৃষ্ণা। আপনার সঙ্গে লোকজন ছিল না?

গুড। ছিল, টাড়া যে কে কোথায় গেল, টা' ব'ল্তে পাড়ি না।

কৃষ্ণা। আপনার পরিধেয় বস্ত্র-গুলি তো সব ভিজে গেছে, দেখ্ছি।

গুড। হাঁ! পড়িধেয়-বস্টড় ভিজে গেছে, অট্যন্ত শীট ক'ড়ছে, আঘাটে সড়্ব-শড়ীড় ক্ষট-বিক্ষট হ'য়েছে, যণ্টড়্ণাড় জ্বালায় পাড়াণ অষ্টিড় হ'চ্ছে। আশা হ'চ্ছে, আপনার ডয়াটে এ যাট্ড়া ড়ক্ষা পাবো।

কৃষ্ণা। আমার দয়া ব'ল্বেন না। দয়াময়ের দয়ায় রক্ষা পাবেন। আপনার মত পরিধেয় বস্ত্র আমার নেই। তবে আমার যা আছে, যদি প্রয়োজন হয়, দিতে পারি।

গুড। দিন, শীটে অনেক উপকাড় হবে।

কৃষ্ণা। আচ্ছা—আন্‌ছি, শীত যাতে নিবারণ হয়, তা'র উপায় কচ্ছি।　　(প্রদীপ লইয়া প্রস্থান)

গুড। নিশ্চয় ডেবটাড় ডয়ায় এ ডেব-কন্যা ডয়া ক'ড়্ছেন।

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ)।

কৃষ্ণা। এই ঘরের ভেতব আগুন-জ্বেলে ছিলুম, কাপড় বেখে চল্লুম, প'ব্‌বেন। আমি আঘাতের ওষুধ খুঁজ্‌তে চল্লুম।

(প্রস্থান)

গুড। বাঙ্গালী-স্ত্রীড়িলোকেড় ডয়াড় কথা শুনেছিলুম। পড়্‌ট্যাক্ষ দেখ্‌লুম। এট ডয়া টো জানটুম না। ভগবান্! উপকাড়েড় পোড়্‌ট্যুপকাড় ক'ড়তে পাড়বো কি ?

(কৃষ্ণাব পুনঃ প্রবেশ)।

কৃষ্ণা। নিন্—এই ওষুধ নিন্! ক্ষত-স্থানে দিন্। যন্ত্রণাব জ্বালা নিবাবণ হবে।

গুড। কি ক'ড়ে ডিটে হবে ?

কৃষ্ণা। আমি রস ক'রে দিচ্ছি। (বস নিংড়াইযা প্রদান) এই বস ক্ষত-স্থানে দিন।

গুড। আমি টো সকল স্থানে ডিটে পাড়্‌বো না।

কৃষ্ণা। (স্বগত) অতিথির অঙ্গ স্পর্শ ক'ব্‌তে দোষ কি ? রুগ্ন ব্যক্তির সেবা ক'র্‌তে দোষ কি? যখন বিপন্ন হ'যে আমার কাছে আশ্রয় নিয়ে অতিথি হ'য়েছে, তখন অতিথিব সকল প্রকার সৎকার করা উচিত। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আমি আপনার ক্ষত-স্থানে ওষুধ দিচ্ছি। (ঔষধ প্রয়োগ)

গুড। এ ড়িগেড় পড়িশোট নেই—এ উপকাড়েড় পড়্‌ট্যুপকাড় নেই। আঃ! সড়্‌ব-শড়ীড় শীটল হ'লো। আপনাড় কড়-স্পর্শে—ওষুধ পড়্‌য়োগে আমাড় যণ্টড়্‌ণাড় অনেকটা উপশম হ'লো! কি ব'লে কিড়িটজ্ঞটা জানাবো, টা আমাড় শক্টি নাই। স্বগুড়ী! টুমি সড়্‌ব-স্থুখে স্থুখী হও।

কৃষ্ণা। সাহেব! আমার অনুরোধ, আমাকে সুন্দরী ব'লবেন না।

গুড। সুণ্ডড়ীকে, সুণ্ডড়ী ব'লবো না। আহা! আপনাড় সকলই সুণ্ডড়। আচ্ছা! বাংলা-ডেশেড় ষ্টীড়ীলোকেড় নাম টো সুণ্ডড়ী আছে, সেই সুণ্ডড়ী নামে ডাকবো।

কৃষ্ণা। (স্বগত) সাহেব দেখ্‌ছি, বাংলা-দেশে অনেকদিন এসেছে, বেশ বাঙ্গালাও জানে, আব বাংলা-দেশেব স্ত্রীলোকের নাম পর্য্যন্ত জেনেছে। (প্রকাশ্যে) না সাহেব, আমাকে দুঃখিনী ব'লে ডাকবেন। বোধ হয় আপনার খাওয়া হয় নি?

গুড। না।

কৃষ্ণা। আমাদের খাবার তো আপ্‌নি খাবেন না?

গুড। না, ভাট আমড়া পাড়ায় খাই না; আড় যডিও খাই, অটিক ড়াট্টিড়ি হ'য়েছে, জড়-বোঢ হ'চ্ছে, আজ আড় কিছু খাবো না।

কৃষ্ণা। না,—তা' হবে না, কিছু না খেলে দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়বেন। দেখি, যদি কিছু পাই। (প্রস্থান)

গুড। ড়মণী আমাড় সেবাড় জন্য ব্যাকুলা। এই ড়াট্টড়ে,—এই অন্ধকাড়ে—এই ডুড়যোগে—এই বিপডে—এই ড়মণীড় সাহায্যেই জীবন-ড়ক্ষা হইল, নচেৎ মিড়িট্যু নিশ্চয় ঘট্টো ড়মণী নিশ্চয় ডেবী-ড়ূপিনী

(কৃষ্ণার ফল ও দুধ লইয়া প্রবেশ)।

কৃষ্ণা। সাহেব! এই ফলটী ঘরে রইল, আর আগুনে দুধ-টুকু গরম ক'রতে দিয়ে চল্লুম। ফলটী, দুধ-টুকু খাবেন প্রয়োজন হয়, বস্ত্র ব্যবহার ক'রবেন। আপনি ঘরে ভেতর যান, যাতে ঘুম হয়, তার চেষ্টা করুন। আমি এখন চল্লুম। (প্রস্থান)

গুড। এ জ্যোটিড়্ময়ী ডেবী-মূড়্টি কে? ভক্টি—পিড়িটি—ডয়া—মায়ায় ড়মণীড় সড়্বাঙ্গ সুশোভিট। "অণ্টঃকড়ণ অসীম কড়ুণায় পূড়িট। এমন সাক্ষাৎ ডেবী-মূড়্টি কখনও ডেকিনি। ধন্ত বাংলাড়-ড়মণী! যাই, ঘড়েড় ভিটড় যাই, একটু নিড্রাড় চেষ্টা কড়ি গে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ডাকাতের জঙ্গলের বটতলা।

(রোস্তম-সা)।

রোস্তম। মোহন-মণ্ডল এখনো এলো না কেন? সেখানে কোন বিপদ ঘ'ট্‌লো নাকি?

(মোহন-মণ্ডলের প্রবেশ)।

মোহন। সেলাম্ সা-সাহেব।

রোস্তম। তোমার বিলম্ব দেখে বড়ই উদ্বিগ্ন হ'য়েছিলুম। কি সংবাদ জান্‌লে?

মোহন। খাঁ-সাহেব! আপনি জমীদারের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র ক'রেছেন, তা' তা'রা টের পেয়েছে। কি ষড়যন্ত্র ক'রেছেন, তা' জান্‌তে পারে নি।

রোস্তম। আর কি জান্‌লে?

মোহন। দেবদাস-ঠাকুরকে ধর্‌বার জন্যে, গোপনে চারিদিকে চর পাঠিয়েছে।

রোস্তম। আমাকে ধর্‌বার কি জান্‌লে?

মোহন। আপনাকে ধর্‌বার জন্যে—আপনাকে দমন কর্‌বার জন্যে বিস্তর লোক নেই, তাই লোক সংগ্রহের ব্যাবস্থা হচ্ছে।

বোস্তম। কৃষ্ণনাথ-বাবুকে ও বৌ-ঠাক্‌রুণের উদ্ধারের কথা কিছু জান্‌লে ?

মোহন। সা-সাহেব! এদের দু'জনের উদ্ধারে, সাহেব ও নায়েব দু'জনেই ভয় পেয়েছে। ব'ল্‌ছে, এ সব, ডাকাত্‌ বোস্তম-সার ষড়যন্ত্র।

বোস্তম। আমাকে ধর্‌বার জন্যে কত লোকের আয়োজন হ'চ্ছে বুঝ্‌লে ?

মোহন। বহুৎ লোকের আয়োজন হ'চ্ছে; তবে সাহেব ও নায়েবের এ দেশের লোকের উপর বড় বিশ্বাস হ'চ্ছে না। ব'ল্‌ছে, এ দেশের লোক্‌কে বোস্তম-সা দলস্থ ক'রে নিয়েছে।

বোস্তম। শয়তানাবাদের লোকের ভাব-গতিক কি বুঝ্‌লে ?

মোহন। সকলেই নায়েব ও সাহেবের বিপক্ষ। তবে যা'রা পেটের-দায়ে চাকরি ক'র্‌ছে, তা'রা বাইরে যদিও তাদে- দিকে আছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সা-সাহেবকে আশীর্ব্বা- ক'র্‌ছে। যে দিন কৃষ্ণনাথ-বাবুকে ও বৌ-ঠাক্‌রুণকে উদ্ধার করা হয়, সেইদিন ইব্‌লু-খাঁ ও দিব্‌লু-খাঁকে বৌ- ঠাক্‌রুণের প্রতি অত্যাচারের হুকুম্‌ করায়, তারা প্রকাশ্য কাছারীতে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করে। এমন বি- কাজে জবাব পর্য্যন্ত দেয়!

বোস্তম। ধন্য ইব্‌লু-খাঁ—ধন্য দিব্‌লু-খাঁ! তোমরা মুসলমা- বংশের গৌরব। খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন।

মোহন। এই রাত্রে—এই অন্ধকারে, আলো নিয়ে কে একজন আস্‌ছে না ?

রোস্তম। বোধ হ'চ্ছে।

মোহন। এই দিকেই আস্‌ছে।

রোস্তম। বোধ হ'চ্ছে, দেবদাস-ঠাকুর আস্‌ছে।

মোহন। না, এ যে দেখ্‌ছি একজন স্ত্রীলোক।

রোস্তম। এত-রাত্রে একেলা কোথা যাচ্ছে ? বোধ হ'চ্ছে কোন হতভাগিনী অত্যাচারের জ্বালায় পালাচ্ছে। এই যে, কাছেই এলো !

(বীণার প্রবেশ)।

কে তুমি ?

বীণা। আমি কে তা দেখ্‌তে পাচ্ছনা ?—আমি একজন স্ত্রীলোক।

রোস্তম। স্ত্রীলোক ! তা বুঝেছি। তুমি কোথা যাচ্ছ ?

বীণা। আমি যেথায় যাই না। তুমি কে ?

রোস্তম। আমি পথিক।

বীণা। বেশ্, আমায় রাস্তা দাও।

রোস্তম। তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ—কোথায় যাচ্ছ—না ব'ল্‌লে রাস্তা ছেড়ে দোবো না।

বীণা। বল-পূর্ব্বক যাবো।

রোস্তম। পুরুষের বলে পার্‌বে ?

বীণা। আমি যে জন্য যাচ্ছি—যে বলে বলবতী হ'য়ে যাচ্ছি, তা'তে সে বলের কাছে মানুষের এমন কোন বল নেই যে, আমার গতি-রোধ ক'র্‌তে পারে।

রোস্তম। (স্বগত) ধন্য রমণীর সাহস!—ধন্য রমণীর বল! এ সামান্যা রমণী নয়! (প্রকাশ্যে) তুমি যে জন্যে যা'র কাছে যাচ্চো, সে কথা আমায় ব'ললে বোধ হয়, তোমার ফল হ'তে পারে।

বীণা। শয়তানাবাদের শয়তানদের কাছে ব'লে কি ফল হবে? একদিন সেই স্বা-সাহেব রোস্তম-সার কাছে ব'ল্‌লে ফল হবে।

রোস্তম। আমিই সেই রোস্তম-সা।

বীণা। না, আমায় ছেড়ে দাও! আমি প্রাণের জ্বালায় জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে যাচ্চি। আমায় ছেড়ে দাও! আমার প্রাণের জ্বালা রোস্তম-সা ভিন্ন নিবারণ ক'র্‌তে পার্‌বে না। আমায় রোস্তম-সার কাছে যেতে দাও। আমার বিপদের সম্পদ সেই রোস্তম-সা।

রোস্তম। ফের ব'ল্‌ছি, আমিই সেই রোস্তম-সা।

বীণা। তুমিই রোস্তম-সা! বিশ্বাস হয় না।

রোস্তম। কিসে বিশ্বাস হয় না?

বীণা। যা'র প্রতাপে দেশ প্রকম্পিত—যার প্রতাপে দেশশুদ্ধ লোক ভীত—যে পরোপকারে আত্ম-বিসর্জ্জন ক'রেছে—যে দীন-দরিদ্রের আশীর্ব্বাদের মুকুট মাথায় প'রেছে!—সে কি কখনও এত রাত্রে একটা স্ত্রীলোক্‌কে আট্‌কে রাখ্‌বার জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার মূল্যবান্ সময়কে নষ্ট ক'র্‌তে পারে? কখন না—বিশ্বাস হয় না!

রোস্তম। (স্বগত) রমণী তেজস্বিনী—রমণী দেবী-রূপিণী। (প্রকাশ্যে) কি ব'ল্‌লে তোমার বিশ্বাস হয়?

বীণা। তা' জানিনা। আমাকে যে কোন রকমে হোক, বিশ্বাস ক'রিয়ে দাও—নচেৎ রাস্তা ছেড়ে দাও।

রোস্তম। মোহন! একবার শঙ্খধ্বনি কর'তো।

(মোহনেব শঙ্খধ্বনি ও কতিপয় ডাকাতের প্রবেশ)।

রোস্তম-সা শাঁক বাজিয়ে ডাকাতি করে, এ কথা সকলেই জানে। এখন বিশ্বাস হ'চ্ছে?

বীণা। না। আব একজন ডাকাত তো রোস্তম-সার মত জাল রোস্তম-সা সেজে শাঁক বাজিয়ে ডাকাতি ক'র্‌তে পারে?

রোস্তম। তা' পাবে, কিন্তু এখনো এমন কোন ডাকাত এদেশে জন্মায়নি, যে আমাব মত প্রতাপে শাঁক বাজিয়ে ডাকাতি ক'র্‌তে পাবে। তুমি কি সেই বীণা?

বীণা। সা-সাহেব! আব না—আব বিশ্বাস ক'রিয়ে দিতে হবে না। আমি সেই বীণা—আমি সেই হিন্দু-কুল-রমণী, পূজক ব্রাহ্মণেব স্ত্রী বীণা: আমি প্রাণেব জ্বালায় তোমায় খুঁজ্‌ছি, খুঁজে—খুঁজে পেয়েছি। আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—তাই ব'ল্‌তে এসেছি। আমাব বিপদেব তুমিই সম্পদ, তাই তোমাব কাছে এসেছি।

রোস্তম। কৃষ্ণাকে দেখ্‌বে?—এখন না, দু'দিন পরে দেখো। কৃষ্ণনাথকে দেখ্‌বে?—এখন না, দু'দিন পরে দেখো। বীণা! আমি বাঁটুল-সর্দ্দারের মুখে শুনেছি, তোমারি সাহায্যে তা'দেব উদ্ধাব হ'য়েছে। বীণা! আর কিছু বল্‌বার আছে?

বীণা। সা-সাহেব! আছে—আছে। বড়-বাবু ও বড়-বৌ-ঠাকুরুণের উদ্ধারে কতক জ্বালা নিবারণ হ'য়েছে। এখনও আর

একই জ্বালা ধূ—ধূ জ্বলছে। আমাব প্রাণেব দুলাল দুধের গোপাল হৃদয়ের-ধন হরিধন চোর-কুটুরীতে কাঁদ্‌ছে, তা'কে না খেতে দিয়ে মাব্‌ছে। চোর-কুটুবীতে এখনো বাছা বেঁচে আছে, কাল রাত্রে বাছাকে মেরে ফেল্‌বে।

বোস্তম। তুমি কি ক'বে জান্‌লে?

বীণা। আমি জেনেছি—আমি জেনেছি—আমি প্রাণের জ্বালায় জেনেছি। ময়নার মুখে শুনেছি।

বোস্তম। ময়না কি ক'রে জান্‌লে?

বীণা। ময়না জেনেছে—ময়না জেনেছে। ময়না আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, শয়তানাবাদের শয়তান-সাহেব ও নায়েবের সঙ্গে মিশেছে। সেখানে গোপনে তিন-জনে সর্ব্বনাশ কর্‌বার পরামর্শ ক'চ্চে, শুনেছে।

বোস্তম। কে কে তিন-জন?

বীণা। নায়েব, বক্কেশ্বর ভাদুড়ী আর বীবভদ্রের চেলা কালনিমে।

বোস্তম। কোথা বেখেছে?

বীণা। নায়েবেব বাড়ীর চোব-কুটুরীতে রেখেছে। চারিদিকে চর লাগিয়ে রেখেছে, এমন ক'রেছে যে, কেউ বাড়ী ঢুক্‌তে পার্‌বে না। আম্‌রা দুই-একজন গিয়ে যে কিছু ক'র্‌তে পার্‌বো, তা' পার্‌বো না। সা-সাহেব! আর না—আব দেরি ক'রো না। আমার বুকের ভেতব কেমন ক'চ্চে,—যেন দুধের বাছাকে পীড়ন ক'রে মার্‌ছে—বাছা আমার ছট্‌ফট্‌ ক'চ্চে। চল—চল—আমার বুকের ধন হরিধনকে বুকে এনে দেবে চল।

রোস্তম। বীণা! তুমি দেব-কন্যা। যাও, মোহন-মণ্ডলের সঙ্গে যাও। আমি দেবদাস-ঠাকুরের জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছি, সে এলেই ব্যবস্থা ক'র্‌ছি। বীণা! জেনো, রোস্তম-সা জীবিত থাক্‌তে হরিধনের গায়ে কাঁটা ফুট্‌তে দোবো না। বীণা! শোনো—শোনো। আমি যদি যথার্থ মুসলমান-বংশে জন্ম গ্রহণ ক'রে থাকি—আমি যদি যথার্থ মাতৃ-দুগ্ধ পান ক'রে থাকি, মনে জেনো, আমি প্রতিজ্ঞা-পালন কর্‌বার জন্যে মুসলমান-কুলে কলঙ্ক কিন্‌বো না, মাতৃ-দুগ্ধ কলুষিত ক'র্‌বো না।

বীণা। সা-সাহেব! আমি তোমারই কন্যা। যা'র হৃদয় পরের জন্য কাঁদে, তিনিই দেবতা। সা-সাহেব! তুমি দেবতা! আমি তোমার কন্যা। (প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ডাকাতের জঙ্গল—ভাঙ্গা-বাড়ীর সম্মুখ।

(গুড্‌ম্যান ও কৃষ্ণা)।

কৃষ্ণা। সাহেব! এখন শরীর বেশ সেরেছে?

গুড। আপনাড় অনুগড়্‌হে—আপনাড় যট্‌নে, এ যাট্‌ড়া ড়ক্ষা পেলুম।

কৃষ্ণা। ও কথা ব'ল্‌বেন না। অনুগ্রহ সেই ভগবানের।

গুড। আপনিই আমাড় ভগবান্‌! আমাড় মা যা' না ক'ড়্‌টে পাড়ে, আপনি টা' ক'ড়েছেন। আমি টো' কিছু ক'ড়্‌টে পাল্লুম না।

কৃষ্ণা। সাহেব! আপনি যে আরোগ্য লাভ ক'রেছেন, তাতেই আমার যথেষ্ট উপকার হ'য়েছে। এখন নিরাপদে আপনি আপনার কার্য্যস্থানে গেলে আমি সুখী হবো।

গুড। ডুখিনি! আজ ঠেকে আপনি আমাড় জননী। আমি আড় ডুখিনী ব'লে ডাক্‌বো না, জননী ব'লে ডাক্‌বো।

কৃষ্ণা। সাহেব! কেন আমায় জননী ব'ল্লে—কেন আমাব ছেলে সম্পর্ক হ'লে? আবার কেন আমাব এক্‌টা ভাবনা বাড়ালে। আমার বুকের জ্বালা কেন দাউ—দাউ ক'বে জ্বেলে দিলে? সাহেব! আর তোমাকে আপনি ব'লে ডাক্‌বো না—এখন থেকে তুমি ব'ল্‌বো।

গুড়। মা! টুই ব'ল্লে আমি আড়ো সুখী হবো। মা! টোড়্ বুকেড় জ্বালা আমায় বল্ না। আমি টোড় ছেলে, আমায় ব'ল্‌টে লজ্জা কি মা?

কৃষ্ণা। (স্বগত) বাপ্ হবিধন! তুই কোথা বাবা? আ-হা-হাঃ! আমাব প্রাণ ব'ল্‌ছে, তুই যেন কোন বিপদে প'ড়ে, মা—মা ব'লে ডাক্‌ছিস্? বাবা—বাবা! আমি যেথায় থাকি, তোকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি, বিপদে মধুসূদন যেন তোর্ সহায় হন, তোর্ বিপদ যেন সম্পদ হয়, তোর্ শত্রু যেন বিনাশ হয়। (প্রকাশ্যে) বাবা! আমার দুঃখের কথা ব'ল্‌ছিলে—আমার জ্বালাব কথা ব'ল্‌ছিলে?

গুড। হ্যাঁ-মা। মা টোড়্ মুক ডেকে মনে হয়, টোড় পড়াণেড় ভেটড় যেন কি একটা যণ্টড়্না পাঠড়েড় মট চেপে ব'সেছে?

কৃষ্ণা। বাবা! আমার প্রাণের ভেতর দুঃখের সাগর, সে দুঃখ কি ছেঁচে ফেল্‌তে পার্‌বে? আমার সর্ব্বাঙ্গে যন্ত্রণার জ্বালা ধূ—ধূ ক'রে জ্বল্‌ছে, সে জ্বালা কি নিবুতে পার্‌বে?

গুড। মা! আমি টোড় পুট্‌টড়। টোড় পায়ে ঢড়্‌ছি, বল্‌ মা।

(পায়ে ধরণ)

কৃষ্ণা। ওঠ—বাছা ওঠ! আচ্ছা ব'ল্‌বো, এখন নয়। যখন বল্‌বার হবে, তখন ব'ল্‌বো।

গুড। মা! আমি টো আড়োগ্য লাভ কড়িয়াছি, চল এষ্টান হইটে এখন চলিয়া যাই।

কৃষ্ণা। কোথা যাবে?

গুড। নগড়ে।

কৃষ্ণা। নগরে! না, নগর অপেক্ষা জঙ্গল ভাল—লোকালয় অপেক্ষা নির্জ্জন ভাল—নগরের লোক অপেক্ষা বনের লোক ভাল।

গুড। মা! আমি বুঝিছি। টুই নগড়েড় লোকেড় ডাড়ায় পড়্‌টাড়িট হ'য়েছিস্‌। নগড়েড় লোক, টোকে বনবাসিনী ক'ড়েছে। চল—আমাড় সঙ্গে চল।

কৃষ্ণা। যাবো।

গুড। কবে?

কৃষ্ণা। জঙ্গলের কর্ত্তাকে ব'লে যাবো। জঙ্গলের সর্দ্দারকে—যে আমায় বিপদে আশ্রয় দিয়েছে, তা'কে ব'লে যাবো। তাঁ'রা না ব'ল্‌লে আমি যেতে পার্‌বো না। ছেলে, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো, ব'ল্‌বে?

গুড। মা! আমি টো টোকে ব'লিছি, টুই আমাড় জীবন-ডায়িনী, টুই আমাড় জননী। এমন কোন কঠা নেই, যে টোকে ব'ল্‌বো না।

কৃষ্ণা। বাবা! রাগ ক'রোনা। তুমি বেশ সুস্থ হ'য়েছ, আরোগ্য লাভ ক'রেছ, তাই ব'ল্‌ছি,—তোমার কর্ম্মস্থান কোথা? কতদিন এখানে এসেছ?

গুড। মা! আমি একটা জেলাড় কড়্‌টা। অনেক জেলাড় কড়্‌টাড় সঙ্গে আমাড় পড়িচয় আছে। পড়্‌য়োজন হ'লে পড়্‌ঢান পড়্‌ঢান ড়াজ-কড়্‌ম্মচাড়ীড় কাছে যেটে পাড়ি। আমি এ জেলায় অটিক ডিন আসি নি; আজ মাট্‌ড় পনেড়ো ডিন এসেছি।

কৃষ্ণা। কোন্ জেলায়?—এ জেলায়?

গুড। এই শয়টানাবাড জেলায়।

কৃষ্ণা। (স্বগত) শয়তানাবাদ! নাম শুন্‌লে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। যদিও মনে ক'রেছিলুম্ ব'ল্‌বো, এখন বলা হবে না। সা-সাহেব আর দু'দিন অপেক্ষা ক'র্‌তে ব'লেছেন। এ দু'দিন কাটাতেই হবে। পরে প্রয়োজন হ'লে ব'ল্‌বো। (প্রকাশ্যে) ছেলে! এখন তুমি তোমার ঘরে বিশ্রাম কর। আমি আজই জঙ্গলের কর্ত্তাকে ব'লে বিদায় নিয়ে আস্‌বো।

গুড। মা! টুই টবে আজই বিডায় নিস্?

কৃষ্ণা। বাবা! আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌তে পারি না। তবে চেষ্টার ত্রুটি ক'র্‌বো না।

(দূরে মাদলের বাদ্য ও সঙ্গীত ধ্বনি)

গুড। ও, কিসেড় শব্দ—কিসেড় গান ?

কৃষ্ণা। দূরে বুনোদের বাস, তারা মধ্যে মধ্যে মাদল বাজিয়ে নাচ-গান করে। রাত্রি হ'লো, চলো, আলো জ্বেলে দিয়ে আসি।

(গান করিতে করিতে বুনো-বুনোপত্নীগণের প্রবেশ)।

গীত।

দে দে দে মাদলে, জোর কাটিরে জোর কাটি,
জোর কাটিরে জোর কাটি।
লে লে লে তীর ধনুক টাঙ্গী সড়কী,
কাঁধে লাটি কাঁধে লাটি॥
চল্ চল্ লপ্‌টে ঝপ্‌টে, দপ্‌টে রপ্‌টে, লম্পে ঝম্পে,
ঝপ্‌ঝপ ঝম্পে, কাঁপ্‌য়ে মাটি কাঁপ্‌য়ে মাটি।
দে হানা, দে হানা, দে হানা, পড়ুগ্ ঝন্‌ঝনা,
ঝন্‌ঝনা ঝন্‌ঝনা,
হান বাণ খরশান, তীর হান, মালসাটে, আন্ কেটে,
আস্ত মাথাটি, আস্ত মাথাটি।

বুনো-সর্দ্দার। সকলে মিলে,—লাটী-সোঁটা, তীর-বল্লম মেরে পুরুষ্‌টাকে মেরে ফেলো। আমাদের সর্দ্দার-রাজের জঙ্গল, সর্দ্দার-রাজের হুকুম না নিয়ে কেন জঙ্গলে এলো ? মেরে-ফেলো—মেরে-ফেলো।

কৃষ্ণা। সর্দ্দার—সর্দ্দার ! আগে আমার একটা কথা শোন, তা'র পর মেরো।

সর্দ্দার। না, তোমার কথা শুন্‌বো না—আমরা মারতে ছাড়্‌বো না।

কৃষ্ণা। সর্দ্দার! আমার মাথা-খাও—আমাকে ভিক্ষা দাও। সাহেবকে মেরো না।

সর্দ্দার। না, তোমার কথা শুন্‌বো না।

কৃষ্ণা। (স্বগত) ভগবান্! এ আবার কি ক'র্‌লে? এক বিপদ থেকে উদ্ধার না হ'তে হ'তে আবার কি বিপদে ফেল্লে? সাহেব! মা ব'লে কেন আমাকে বিপদে ফেল্লে? দীননাথ! দীনের-বন্ধু—মধুসূদন! বিপদে শ্রীপদ দাও। (প্রকাশ্যে) সর্দ্দার! তুমি আমার ধর্ম্ম-পিতা, আমি তোমার ধর্ম্ম-কন্যা। সর্দ্দার! ইহজগতে ধর্ম্মবল মহাবল,—ধর্ম্মই পরমেশ্বর,—ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র সহায়,—সাহেবকে মেরে আমার ধর্ম্মকাজে ব্যাঘাত ক'রো না।

সর্দ্দার। পুরুষ্‌টা তোমার কে হয়?

কৃষ্ণা। আমার কেউ নয়—অতিথি! অতিথি হিন্দুর দেবতা। তা'র পর বিপন্ন-ব্যক্তি।

সর্দ্দার। অতিথিকে কি ক'র্‌তে হয়—বিপন্নকে কি ক'র্‌তে হয়?

কৃষ্ণা। অতিথিকে সেবা ক'র্‌তে হয়—বিপন্নকে রক্ষা ক'র্‌তে হয়।

সর্দ্দার। অতিথিকে সেবা ক'র্‌লে—বিপন্নকে রক্ষা ক'র্‌লে কি হয়?

কৃষ্ণা। অতিথিকে সেবা ক'র্‌লে—বিপন্নকে রক্ষা ক'র্‌লে ধর্ম্ম হয়; না ক'র্‌লে অধর্ম্ম হয়। সর্দ্দার! বিপন্নকে বধ ক'রে আমাকে অধর্ম্মে ফেল' না। সর্দ্দার! নিরস্ত হও।

সর্দ্দার। পুরুষ্‌টা যদি জঙ্গলের অনিষ্ট করে?

কৃষ্ণা। করে, সেতো তোমাদের এক্তারে। সন্দেহ ক'রে সাজা দেওয়া উচিত নয়।

সর্দ্দার। তবে আমাদের সর্দ্দার-রাজাকে জানাবো, তিনি যা' ব'ল্‌বেন, তাই ক'র্‌বো।

কৃষ্ণা। সর্দ্দার! সর্দ্দার-রাজ পরোপকার-ব্রতে জীবন উৎসর্গ ক'রেছে।—সর্দ্দার-রাজ পরোপকারের জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রেছে। বেশ, সর্দ্দার-রাজ যা' অনুমতি ক'র্‌বেন, তাই হবে।

সর্দ্দার। ওরে! বেটী কি যাদু জানে! দু'দিন জঙ্গলে এসে, আমাদের যাদু ক'র্‌লে,—আমাদের পরিবারদের যাদু ক'রেছে,—সর্দ্দার-রাজা যাদু হ'য়েছে।

কৃষ্ণা। সর্দ্দার! তোমার ধর্ম্ম-মেয়ের কথা শুনে যে ধর্ম্ম-রক্ষা ক'র্‌লে, ধর্ম্মের কৃপায়, তোমাদের এই পুণ্য, জন্ম-জন্মান্তরে অচল—অটল থাক্‌বে। গুড! তুমি বিশ্রাম করগে।

গুড। (হাঁটু-গাড়িয়া, হাতজোড় করিয়া) মা! একবাড় আমি মিড়িট্যু মুখে পটিট হইয়াছিলাম, টুই আমাকে ড়ক্ষা ক'ড়িছিলি, এবাড় পুনড়ায় ডস্যুডিগেড় হাট হইটে ড়ক্ষা কড়িলে। (প্রস্থান)

কৃষ্ণা। সর্দ্দার! তোমার দুখিনী-কন্যা প্রণাম ক'চ্ছে, আশীর্ব্বাদ কর।

সর্দ্দার। সুখী হ বেটী—সুখী হ।

কৃষ্ণা। সর্দ্দার! কুটীরে যাই। (প্রস্থান)

সর্দ্দার। চল্‌ রে—চল্‌—গান গাইতে গাইতে চল্‌।

দে দে দে মাদলে জোর কাটি ইত্যাদি।

(গান গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সুখনগর—নদীর তীব।

বীণা।

বীণা। ঘোবা-রজনী, প্রকৃতি নিস্তব্ধ, আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। কালবাত্রি!—কালবাত্রি!—কালরাত্রি যেন কাতর-কণ্ঠে কাঁদ্‌ছে। কালবাত্রি যেন ব্যাকুল হ'য়ে ব'ল্‌ছে—আহা! দুধেব ছেলে বধ হ'চ্ছে—দুধের ছেলে বধ হ'চ্ছে—কৃষ্ণাব ভবা-ডুবি হ'চ্ছে! এই সংসারে কি এমন মানুষ নাই যে, বালকেব কাতব-ক্রন্দন তা'র কর্ণে প্রবেশ কবে? যদি না থাকে, সংসার শ্মশান হোক্—পৃথিবী ডুবে যাক্। ঘোব অমঙ্গল—ঘোর অমঙ্গল! রোস্তম-সা—বোস্তম-সা! আমাকে এইখানে—এইস্থানে অপেক্ষা ক'র্‌তে বলেছিলে, তুমি শঙ্খধ্বনিতে আমাকে সঙ্কেত ক'র্‌বে ব'লেছিলে ত! কৈ? শঙ্খধ্বনিতো শুন্‌তে পাচ্ছি না। তবে কি সোণাব-সংসাব শ্মশান হবে,—আমাব দ্বারা সোণার-সংসাব শ্মশান হবে, না, হ'তে দোবো না। (দূরে শঙ্খধ্বনি) ঐ ঐ শঙ্খধ্বনি—ঐ শঙ্খধ্বনি! যাই—যাই! বালকেব ক্রন্দন-ধ্বনিতে বুক ফেটে যাচ্ছে। বালককে বুকে রেখে ক্রন্দন নিবাবণ ক'রে, বুকের জ্বালা নেবাবো। (প্রস্থান)

(কৃষ্ণনাথের প্রবেশ)।

কৃষ্ণ। এই রজনী—ঘন-অন্ধকারে, ঘন-ঘটায় আবৃত ছিল, বর্ষার অবিরাম প্লাবনে শুষ্ক-নদের হৃদয়ে যেমন প্রবল তুফান উঠে, তেম্‌নি আবার শরতের নির্ম্মল আকাশে পৌর্ণমাসী

চন্দ্রমা আপনার পূর্ণ-সৌন্দর্য্য বিকাশ ক'রে হাসির রাশিতে জগৎ ভাসিয়ে দেয়, মধ্যে মধ্যে একখানি ক্ষুদ্রকায় মেঘ এসে পূর্ণ-চন্দ্রের মুখ-মণ্ডলকে আবৃত করে, আবার সরিয়া যায়, চন্দ্রমা আবার আপনার হাসির রাশি জগতে ছড়াইয়া জগৎ আলোকিত করে। আমারও একে একে সেই মুখগুলি মনে প'ড়্ছে, হৃদয়ে পূর্ব্ব-স্মৃতি জেগে উঠ্ছে, চিন্তায়, অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভেসে যাচ্ছে। শব্দ-হীন, শ্বাস-হীন, নীরব, নিথর, আঁধার-কারাগার, অত্যাচার,—দয়াহীন, মায়াহীন, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর অত্যাচারীগণের ব্যভিচার—স্মৃতিপথে উদয় হ'চ্ছে—শত-সহস্র ভুজঙ্গ ফণা বিস্তার ক'রে গভীর-গর্জ্জনে দংশন ক'ল্লে, যেমন বিষের জ্বালায় দেহ জর্জ্জরীভূত, অবসন্ন হ'য়ে পড়ে,—তেম্নি হচ্ছে! কোথায় ভবিষ্যৎ, তা' জানিনা। এখন, আমাদের উপকারী-বন্ধু দেবদাস—দেবদাস যা'তে না বন্দী হয়,—দেবদাস যাতে কারাবন্দী হ'য়ে ভীষণ-অত্যাচার ভোগ না করে, তাই, তাকে খুঁজ্তে এলুম। কৈ, দেখ্তে পাচ্ছি না, বোধ হয় কারাবন্দী হ'য়েছে! তা'ই যদি হ'য়ে থাকে, তবে প্রাণের বন্ধু দেবদাসকে উদ্ধার করা চাই। যাই— (যাইতে উদ্যত)

(গান করিতে করিতে মলিনার প্রবেশ)।

শ্রীহীনা মলিনা আমি অভাগিনী বিষাদিনী।
আশ্রয়-বিহীনা আমি কাঁদি দিবা নিশীথিনী॥
হৃদয় হ'য়েছে মম শ্মশানেরি মত রে,
হাহাকার রব সেথা উঠিছে সতত রে,
জানিনা সহিতে হবে দুঃখ আর কত রে,
বলগো জননী দুঃখ-বারিণী॥

কৃষ্ণ। (স্বগত) তপস্বিনীর ন্যায় কে এ রমণী? রমণী কি কোন দেব-কন্যা? না, অত্যাচারের স্রোতে ব্রহ্মচারিণী বেশে কার সুখ-ধাম আঁধার ক'রে ভেসে যাচ্ছে? না,— নিশ্চয় এ রমণী কোন শক্তি-সঞ্চারিণী। রমণীকে দেখে যেন আমার আশাহীন-প্রাণে আশার সঞ্চার হ'চ্ছে। আহা! রমণী মলিনা হ'লেও কি রূপ-লহরী! কিন্তু হৃদয়ে কি যেন একটা ভয়ঙ্করী-তৃষা! যাই—কাছে যাই। (কাছে যাইয়া) সুহাসিনী! আপনার মুখখানি দেখে মনে হ'চ্ছে কোনও গভীর দুঃখ,—হৃদয়-ব্যাপী নিরাশা,—অনন্ত-দুশ্চিন্তা আপনার জীবন-সঙ্গিনী। আপনি কি কোন ব্রত-ধারিণী, না ছদ্মবেশিনী রমণী? দেবি! আপনার এ ছদ্মবেশ কেন?

মলিনা। তোমারও কি ছদ্মবেশ নয়?

কৃষ্ণ। (শিহরিয়া উঠিয়া, স্বগত) এ যে দেখ্‌ছি আকাশ-বাণী! নিশ্চয় এ মর্ত্ত্যের মানবী নয়—ত্রিদিবের দেবী! (প্রকাশ্যে) মা, দেবী প্রতিমা!—জ্যোতির্ম্ময়ী, সরলতা-মূর্ত্তিময়ী মা!— অত্যাচারের বিভীষিকাদায়িনী মা! সুখনগর ত' আপনার আবাস নয় মা? যে সুখনগরের সমস্ত শান্তি, যে সুখ নগরের সমস্ত স্থান অশান্তির সাগরে—দুঃখের সাগরে ভাস্‌ছে, সেই দুঃখের সাগর-স্বরূপ সুখনগরে কেন মা?

মলিনা। দুঃখ—দুঃখ—সংসারে এইরূপ দুঃখই আছে! সংসারে সংসারী হ'তে হ'লে—সুখ-দুঃখ দুই-ই আছে। অনলে স্বর্ণের পরীক্ষা, খাটী-সোনা অনলে দগ্ধ হ'লে, আরও উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়,—দুঃখে না প'ড়্‌লে, মনুষ্য-জীবনের পরীক্ষা হয় না, দুঃখে না প'ড়্‌লে সদ্‌গুণের বিকাশ পায় না।

জেনো—চিরসুখ কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না,—আজ সুখ, কাল দুঃখ। আবার দুঃখও চিরস্থায়ী নয়। দুঃখের পর সুখ আছে। সুখ-দুঃখে মানুষের সন্তোষ,—সন্তোষেই স্বর্গলাভ।

কৃষ্ণ। মা! যতই মনে ক'র্‌ছি, দুঃখ হৃদয়ে স্থান দেব না,—যতই মনে ক'র্‌ছি, অশান্তির ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত ক'র্‌বো না, ততই যেন দুঃখ-অশান্তি সর্পের ন্যায় আমাকে জড়িয়ে ধ'র্‌ছে!

মলিনা। বিপদে ধৈর্য্য চাই,—বিপদ হ'তে উত্তীর্ণ হওয়া চাই। বিধাতার নির্ব্বন্ধ, কে খণ্ডন ক'র্‌তে পারে?

কৃষ্ণ। বিধির এ অবিধি কেন দেবি?

মলিনা। চন্দ্র-সূর্য্য আকাশে কিরণ দান করেন, স্বচ্ছ-সরসীর বুকে প্রতিবিম্ব পড়ে—পানা-পুকুরে সে প্রতিবিম্ব পড়ে না কেন? চন্দ্র-সূর্য্যের অপরাধ, না পানা-পুকুরের অপরাধ?

কৃষ্ণ। দেবি! বুঝ্‌লুম, কিন্তু দুঃখের কান্না যে আর চেপে রাখ্‌তে পাচ্ছি না! জানিনা,—চখের জল জমিয়ে আমাদের দেহ সৃষ্টি হ'য়েছে কি না? মা! আর কাঁদ্‌ব' কত?

মলিনা। সংসারে এলে কর্ম্ম ক'র্‌তে হয়,—সুখভোগ ক'র্‌তে হয়,—দুঃখভোগ ক'র্‌তে হয়,—হাস্‌তে হয়,—কাঁদ্‌তে হয়। কাঁদ্‌তে যদি না হ'তো, তা' হ'লে ভগবান্ পৃথিবী হ'তে কান্নাটি তুলে দিতেন। তাই বলি, সে সকল দেখিও না, সংসারে ধর্ম্ম কর,—কার্য্য কর।

কৃষ্ণ। দেবি! মানুষ সংসারে কি কর্ম্ম করে না—ধর্ম্ম করে না?

মলিনা। করে। কিন্তু সকল ফুলে কি অলির ঝঙ্কার আছে? সকল বৃক্ষে কি মধুর ফল হয়? না সকল শুক্তিতে মুক্তা হয়? তাই, সকল কার্য্যে, সকল সময়ে, সকলের সমান সুখ হয় না।

তা' যদি হ'তো, তা' হ'লে আর পৃথিবীতে দুঃখ ব'লে একটা জিনিস থাক্‌তো না।

কৃষ্ণ। দেবি! আর ব'ল্‌তে হবে না। এখন আপনার শুভাশীর্ব্বাদের কৃপা-কণা প্রার্থনা করি—যাতে আপনার আদেশ পালন ক'র্‌তে পারি।

মলিনা। বৎস! আমি ভিখারিণী। আমার কৃপা-কণায় কি হবে? ভগবানে ভক্তি থাক্‌লে, কারুর কৃপা-কণার প্রয়োজন হবে না। আমি ভিখারিণী। আমার কার্য্য—ভিক্ষা, আমার ধর্ম্ম—ভিক্ষা। আমিও ভিক্ষায় চল্লুম, তুমিও তোমার কার্য্যে যাও। বিপদেই ত' মনুষ্যত্ব!—বিপদেই মহত্ত্বের পরীক্ষা!—বিপদের কঠিন কষাঘাত সহ্য কর'গে!—আত্ম-বলিদানে প্রাণে শান্তিবারি সেচন করগে।

কৃষ্ণ। দেবি রূপিনী! আপনার অভয়-বাণী আমার আত্ম-বলিদানের শক্তি-স্বরূপিনী! (প্রণাম ও যাইতে যাইতে, স্বগত) ধর্ম্ম-বলই শ্রেষ্ঠ বল। বিনা-ধর্ম্মে কোন কর্ম্মই হয় না। পৃথিবীতে অধর্ম্মই পাপ,—ধর্ম্মই পুণ্য। (প্রস্থান)

গীত।

মলিনা। কে জানে কোথা প্রাণ যায়।
কেহ আসে, কেহ যায়, কেহ বলে আয় আয়। (যায়)
সময় সমীর নীর,
কদাচন নহে স্থির,
আঁধার সব আঁধার, হেরি স্বপনের প্রায়।
ধুলা খেলা ভব-লীলা মায়ার মায়ায়॥ (হায়) (প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সুখনগর—খ্যাঁদারামের অন্তঃপুরস্থ চোর-কুটরী।

(হরিনাথের কোমর পর্য্যন্ত গর্ত্তে প্রোথিত, খ্যাঁদারাম, ক্ষেমঙ্করী ও দুইজন গুণ্ডা উপস্থিত)।

হরি। দাদাভাই—দাদাভাই! আমাকে গর্ত্তে পুঁতে, মাটী-ঢাকা দিচ্ছ কেন ভাই! আমাকে কি মেরে ফেল্‌বে, দাদাভাই?

খ্যাঁদা। না হে! তোমায় জমীদারের লোক ধ'রে নিয়ে যাবে ব'লে, মাটীর নীচে লুকিয়ে রাখ্‌ছি ভাই!

হরি। দাদা-ভাই! লুকিয়ে রাখ্‌ছ না পুঁতে ফেল্‌ছ? আমাকে রাঙা-দিদির কোলে লুকিয়ে রাখ না?

খ্যাঁদা। থাম্ বেটাচ্ছেলে! ওঁর দাদা মশাইকে ধ'রে নিয়ে গেল, ওঁর্ ঠাকুর-মাকে ধ'রে নিয়ে গেল, ওঁর্ বাবাকে ধ'রে নিয়ে গেল, ওঁর মাকে ধ'রে নিয়ে গেল, ওঁকে ধ'রে নিয়ে যাবে ব'লে রক্ষা ক'র্‌ছি, উনি জ্যাটামী ক'চ্ছেন।

ক্ষেম। (খ্যাঁদারামের প্রতি) দেরি ক'চ্চো কেন? নিকেশ ক'রে ফেল না।

হরি। রাঙা-দিদি—রাঙা-দিদি! আমি দু'দিন খাইনি, আমায় লাগ্‌ছে।

ক্ষেম। মুড়ি খাবে না! ওঁর জন্যে লুচি-মোণ্ডা ত'য়ের ক'রে দিতে হবে! লাগ্‌ছে, তা' আমি কি ক'র্‌বো? (খ্যাঁদারামের প্রতি) ওগো কি ক'চ্চো—কি ক'চ্চো?

খ্যাদা। (স্বগত) অর্থ—অর্থ, বিষয়—বিষয়, না—না! অর্থ চাই না—বিষয় চাই না! পার্‌বো না—পার্‌বো না—ছেলে

খ্যাঁদা। না—না—আমি পার্‌বো না—ছেলে মার্‌তে পার্‌বো না। আমায় ছেড়ে দাও—আমায় ছেড়ে দাও।

বক্কে। ছেলে মার্‌তে পার্‌বে না—বিষয় মার্‌তে পার্‌বে?

খ্যাঁদা। না-না, আমি বিষয় চাই না—বিষয় চাই না।

হরি। এই যে আমাব অনেক দাদা-ভাই এসেছে, আর আমাব ভয় নেই। এসোতো ভাই সব দাদা-ভাই! আমাকে কোলে তুলে নাওতো, দেখি কে আমাকে ধ'রে নিয়ে যায়।

বীব। বক্কেশ্বর ভায়া! খ্যাঁদা ভায়াকে দিয়েই কাজ সার্‌তে হবে; খ্যাঁদাবাম ভায়ার মত্ততা এসেছে, খুন চেপেছে।

বক্কে। ভায়া, ঠিক্ ব'লেছ—ঠিক্ বলেছ। তুমি, আমি, কালনিমে ও গিন্নি, ক'জনে মিলে পেড়াপীড়ি কল্লেই খ্যাঁদারাম শেষ ক'রে দেবে।

হবি। ওগো, ঐ বৃষ্টির জল পড়্‌ছে, আমি শুন্‌তে পাচ্ছি। ঐ জল একটু হাতে ক'বে, আমার মুখে একটু, চোখে একটু, জীবে একটু দাও না,—আমাকে না হয় খেতে দিও না। আমার যে সব শুকিয়ে গেল—আমার যে সব শুকিয়ে গেল।

কাল। (স্বগত) একটু পবে যখন জলে ডুবিয়ে দিয়ে আস্‌বো, তখন পেটপূবে এক নদী জল খেও এখন।

(বীরভদ্র, বক্কেশ্বব, কালনিমে ও ক্ষেমঙ্করী খ্যাঁদাকে ধবিয়া)।

সকলে। এই বেলা—এই বেলা, টুঁটীটা চেপে বার দুই টেপন দাও—বার দুই টেপন দাও।

খ্যাঁদা। না—না, আমায় ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, আমি পার্‌বো না—আমি পার্‌বো না। আমার ছেলে আছে, আমি পার্‌বো না—আমার ছেলে আছে, আমি পার্‌বো না।

ক্ষেম। ছি—ছি, কি ঘেন্না—কি ঘেন্না! তোমার মতিভ্রম হ'য়েছে, তোমার মনুষ্যত্ব গেছে, পাগল হ'য়েছো, তাই প্রলাপ্ ব'কছো। পুরুষ হ'য়ে, স্ত্রীলোকের কথা ব'লছো! তোমার ছেলে আছে, আমার ছেলে নেই? দেখ—দেখ, যে স্বার্থের জন্য, যে সুখের জন্য, আমার জীবনটাকে এক দিনের জন্য সুখী ক'রতে পারলুম্ না, সেই ফলন্ত সুখের মুখে কাঁটা দিও না—কাঁটা দিও না।

খাঁদা। তবে রে পিশাচী! তবে রে রাক্ষসী! তো'কেই খুন ক'রবো—তোকেই খুন ক'রবো—সকলকেই খুন ক'রবো।

ক্ষেম। যেন একটা শব্দ হচ্ছে—কে যেন আস্‌ছে। দূরে যেন একটা শব্দ—যেন লোকের শব্দ—অনেক মানুষের শব্দ! গা ছম্-ছম্ ক'রছে—মাথা ঘুরছে—যেন ধ'রতে আস্‌ছে—বুঝি ধ'রলে—ধ'রলে। না-না—সব ভ্রম মাত্র—কিছুনা কিছুনা। এস—এস—সকলে মিলে এস। বিলম্বে ব্যাঘাত—বিলম্বে ব্যাঘাত!

সকলে। চল—চল—চল। (হরিনাথকে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত)

হরি। (হাত জোড় করিয়া) আমায় মেরো না—আমায় মেরো না। আমার দাদা-ভাইয়ের জন্যে—আমার ঠাকুরমার জন্যে—আমার বাবার জন্যে—আমার মা-জননীর জন্যে মন কেমন ক'চ্ছে। মেরো না—মেরো না—আমায় মেরো না!

নেপথ্যে। কৈ—কৈ—কোথা?——

(বলিতে বলিতে দেবদাস, বাঁটুল-সর্দ্দার, বীণা ও কতিপয় লোকের প্রবেশ)।

বীণা। এই ঘরে—এই ঘরে। (সকলকে ধৃত করণ) এই যে—এই যে—এই যে। আ-হা-হা! এই ননীর পুতুলকে,

মা'র্‌তে পা'র্‌বো না! (ক্ষেমঙ্করীর প্রতি) ক্ষেমঙ্করী! ক্ষ্যামা দেও!

ক্ষম। ছিঃ—ছিঃ! তুমি পুরুষ? না কা-পুরুষ? না মেয়ে-মানুষ? মেয়ে-মানুষের যে সাহস আছে, সে সাহসও তোমার নেই! কোমর বাঁধ—কোমর বাঁধ, সাহস কর, প্রাণকে বজ্রে নির্ম্মাণ কর, দয়া-মায়া-মমতা দশভূজার জলে ডুবিয়ে দাও, চট্ ক'রে কাজ সেরে নাও, নিষ্কণ্টক হও, ব্যস্।

হরি। রাঙা-দিদি—রাঙা-দিদি! বড় কষ্ট—বড় কষ্ট, লাগ্‌ছে, প্রাণটা কেমন কোচ্ছে'! বড় জল-তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দাও।

ক্ষেম। আরে আমার আলালের ঘরের দুলাল রে—আরে আমার ননীর পুতুলী রে! দেয়ালা ক'র্‌ছে, জল-তেষ্টা পেয়েছে! কল্‌সী পূরে জল ঠাণ্ডা ক'রে রেখেছি! জল দোবো, না মুখে ছাই গুঁজে দোবো!

খ্যাদা। দাও—দাও—একটু জল দাও! তুমি না পার, আমি এনে দিচ্ছি—আমি এনে দিচ্ছি। (জল আনিতে উদ্যত)

ক্ষেম। (খ্যাদারামের হাত ধরিয়া) কি—কি? এখনও তোমার হৃদয়ে দয়া—এখনও তোমার হৃদয়ে মায়া! যাও—যাও, আমাকে মেরে ফেলে জল আন্‌তে যাও।

খ্যাদা। আমায় ক্ষমা দাও—আমায় ক্ষমা দাও! আমি অনেক অধর্ম্ম ক'রেছি, অনেক পাপ ক'রেছি। দেখেছি, বুঝেছি, ধর্ম্মপথে সব হয়, অধর্ম্মে সর্ব্বনাশ হয়। আমি অর্থ চাই না, বিষয় চাই না, আমি পার্‌বো না। এই নাবালক শিশুকে বধ ক'রে আমি বিষয় চাই না। আমায় ছেড়ে দাও—আমায় ছেড়ে দাও!

হরি। মা—জননি! আমি যে আর বাঁচিনে। ওগো—ওগো, হয় আমায় তুলে ফেল, না হয় আমায় মেরে ফেল। আমার সর্ব্ব-শরীর জ্ব’লে গেল—জ্ব’লে গেল।

ক্ষেম। শোনো—শোনো, তোমার ভালর জন্যে ব’ল্‌ছি। শোনো—ধর্ম্মাধর্ম্ম মূর্খের কথা, পাপ-পুণ্য বহুদূরের কথা। এই অমানিশা, এই ঘোর অন্ধকার, এই আঁধার আগার, ঝম্‌-ঝম্‌ বৃষ্টি প’ড়ছে, কড়্‌-কড়্‌ মেঘ ডাক্‌ছে, চারদিক বন্ধ আছে, জনপ্রাণী চল্‌ছে না, জনপ্রাণী জান্‌তে পাব্‌বে না। এই বেলা—এই বেলা—বুঝ্‌লে? এই বেলা।

হরি। দাদা-ভাই! রাঙা-দিদি! এখনও আমার প্রাণ আছে। আহা! আমার মা-জননী কোথা আছে? মা—মা—মা!

(বীরভদ্র, বক্রেশ্বর ও কালনিমের প্রবেশ)।

ক্ষেম। কোন্‌ দিক্‌ দিয়ে এলে—কোন্‌ দিক্‌ দিয়ে এলে?

বীর। আমরা খিড়্‌কীর পুকুরধার দিয়ে এসেছি।

ক্ষেম। খিড়্‌কীর দরজা খোলা ছিল?

বীর। ছিল। ভয় নেই, আমরা দরজা বন্ধ ক’রে এসেছি।

ক্ষেম। ভুল্‌—ভুল্‌—নিশ্চয় ভুল্‌!

বীর। বৃহৎ কার্য্যে, বৃহৎ ভুল হয়।

কাল। (স্বগত) এ কাজ্‌টা এখনও ভুল হ’য়ে রয়েছে কেন? এতক্ষণতো ফর্‌সা ক’রে ফেল্‌লেই হ’তো।

ক্ষেম। রাস্তায় লোক দেখ্‌লে?

বীর। না—না—জনপ্রাণী নয়। ঝম্‌-ঝম্‌ বৃষ্টি হ’চ্ছে, কুকুরটী পর্য্যন্ত রাস্তায় চ’ল্‌ছে না। চারিদিক্‌ অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার, নীরব, নিথর। এই সময়—এই সময়!

এই দুধের গোপালকে, অভিমন্যু বধ ক'র্‌ছো। বালক অভিমন্যুকে যেমন সপ্তরথীতে মেরেছিল, তেম্‌নি এই দুধের বাছাকে সাত-সাতটা রাক্ষসে গ্রাস ক'রেছিলে! তোমাদের দোষ নয়, তোমাদের জন্মের দোষ—তোমাদের কর্ম্মের দোষ।

হবি। কাকি মা! দেব-কাকা! তোমরা আমাকে ভুলে, আমাকে ফেলে এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমরা যদি না আস্‌তে, আর আমাকে দেখ্‌তে পেতে না। দেহ জ্ব'লে যাচ্ছিল, তেষ্টা পেয়েছিল, বৃষ্টির জল একটু জিবে দিতে বলেছিলুম, তা' দিলে না। আর আমার তেষ্টা পাচ্ছে না, আর আমার গা জ্বল্‌বে না। কাকি-মা! দাদা-ভাই কোথা—ঠাকুর-মা কোথা—বাবা কোথা—মা-জননী কোথা?

বীর। (কালনিমের প্রতি জনান্তিকে) কালনিমে-রতন। সারা জীবন গর্হিত কাজ ক'রে এলুম, এমনটা তো হয়নি। এবার যে হাতী হাবুড়ে প'ড়্‌লো।

কাল। (বীরভদ্রের প্রতি জনান্তিকে) "বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে বেড়াও ধান, এই বার ঘুঘু তোমার বধিব পরাণ।"

বাটুল। দেবদাস-ঠাকুর! চল, ডাকাতের জঙ্গলে এই শয়তান-শালাদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে, এই রকম গর্ত্তে পুঁতে, তপ্ত তেল খাইয়ে দিইগে চলো। গায়ের মাংস কেটে, নুন-লঙ্কা দিইগে চলো। শালারা সব মরকটের মত চেয়ে আছে।

বীর। (কালনিমের প্রতি জনান্তিকে) ভুল হ'য়ে গেছে—ভুল —ছোঁড়াকে আগে নিকেশ ক'র্‌লেই হ'তো।

কাল। (জনান্তিকে) এখন দেখ্‌ছি, আমাদের নিকেশের পালা প'ড়্‌লো।

দেব। (সকলের প্রতি) আপনাদের এই কাজ! ছি—ছি! মানুষে এ কাজ পারে, তা' আমার ধারণাই ছিল না!

বাঁটুল। সব শালাকে বাঁধ, বেঁধে, নিয়ে চল। (খ্যাঁদারামকে দেখাইয়া) আগে এই শালাকে বাঁধ।

খ্যাঁদা। না—না—আমি না—ভগবান্ জানেন, আমি না—আমায় বেঁধো না।

বাঁটুল। চোপ্ শালা! আর ভগবান্ দেখাতে হবে না। (বন্ধন ও বীরভদ্রের প্রতি) উঃ! এ শালার আবার দাঁড়াবার ঘটা দেখ্, বুকের ছাতি ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখ্! মার্ বেটার বুকের ছাতিতে লাথি, ছাতি ভেঙ্গে যাক্।

বীর। (হাততালি দিয়া) তুমি পাগল, তাই প্রলাপ্ ব'ক্‌ছো—তুমি ডাকাত, তাই তুমি গাল দিচ্ছ। জান, রাধানাথ-বাবু আমার পরম-বন্ধু, কৃষ্ণনাথ আমার আত্মীয় অপেক্ষা আত্মীয়! বালকের বিপদ শুনে, বিপদ থেকে উদ্ধার ক'র্‌তে এসেছিলুম।

বাঁটুল। বেটা আমার বীরভদ্র—বীর-হনুমান—সীতা উদ্ধার ক'রতে এসেছেন। ওহে! পরম-বন্ধু—পরম-আত্মীয়! চল। যে উদ্ধার ক'রেছ, চল—সর্ব্বমঙ্গলার হাঁড়কাটে ফেলে এলো-পাতাড়ী কুপিয়ে তোমায় উদ্ধার করিগে, চল। (বন্ধন)

বীর। (কালনিমের প্রতি জনান্তিকে) কালনিমে-রতন! দম্‌বাজী খাট্‌লো না! ফাঁকা আওয়াজ আর চ'ল্‌বে না।

কাল। (বীরভদ্রের প্রতি জনান্তিকে) কর্ত্তা-মশাই! আর নিস্তার নাই। এই বার বুঝি আমায় বাঁধ্‌লে!

বাঁটুল: ওরে! শালা কালনিমে চল্—লঙ্কায় চল্। লঙ্কা ভাগ ক'র্‌বে না? (গলার টুঁটি ধরিয়া) তো' শালাকে ভাগ করিগে চল। (বন্ধন)

কাল। জান, আমি কর্ত্তার সঙ্গে এসেছি—কর্ত্তার সঙ্গে এসেছি—উদ্ধার ক'র্‌তে এসেছি।

বাঁটুল। কর্ত্তার সঙ্গে যখন এসেছ, ডাল-কুত্তা দিয়ে খাওয়াইগে চল। বলি, তুমিও কর্ত্তার গিন্নি নাকি? কর্ত্তা ভিন্ন থাক্‌তে পার না? চল, এক সঙ্গে সহমরণ যাবে এখন!

কাল। চল।

বাঁটুল। দেখ, আবার এ শালার ঢং দেখ। বুকে হাত দিয়ে চক্ষু উল্টে ওপর পানে চেয়ে আছে?

(টিকিতে টান দিয়া গালে চড় মারিয়া বন্ধন)

বকে। কি—কি, আমার জপে ব্যাঘাত দিচ্ছ,—আমার সন্ধে-আহ্নিক পণ্ড ক'র্‌ছ? জান, এ বাড়ীতে আমার নেমন্তন্ন ছিল, আমি গোল্‌মাল্ শুনে ছুটে এলুম ব'লে তাই তো রক্ষা হ'লো! এরা যে আমাকে ফাঁসাবার জন্যে নেমন্তন্ন ক'রেছিল, তা' তো জানিনে।

বাঁটুল। চল্—চল্—জামাই আদরে নেমন্তন্ন খাওয়াইগে চল্।

বীণা। ক্ষেমঙ্করী-ঠাক্‌রুণ! নিঝুম্ মেরে রয়েছেন কেন? স্ত্রী-লোকের প্রাণ এত কঠিন হয়, জান্‌তুম্ না। যা'র ছেলে আছে, সে ছেলে মার্‌তে পারে, তা' জান্‌তুম্ না। বেদ-বিধি যে উল্টে দিতে পার, জান্‌তুম্ না। (বাঁটুলের প্রতি) ব্রাহ্মণ-কন্যার গায়ে হাত দিও না, আমি পিছ্‌মোড়া ক'রে বেঁধে দিচ্ছি। (ক্ষেমঙ্করীকে বন্ধন) নিয়ে যাও।

বাঁটুল। হ'লো না—হ'লো না, ওর্ জিব্‌টা আমি কেটে দিতুম্। তা' হ'লো না। চল্—মার্‌বো না, চল্!

ক্ষেম। জীবনের উচ্চ আশা সফল হ'লো না! অসহ্য যন্ত্রণা! এক-দিনেরও জন্যে বোস-বংশের বিষয়টা ভোগ ক'র্‌তে পেলুম্ না—ওহোঃ! এক-দিনেরও জন্যে বোস-বংশের বিষয়টা ভোগ ক'র্‌তে পেলুম্ না!

বাঁটুল। সব শালাকে নিয়ে চল—গলা-ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে চল। (তদ্রূপ করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে)

বীর। উদ্ধার ক'র্‌তে এসেছিলুম! (প্রস্থান)

বঙ্কে। নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলুম! (প্রস্থান)

কাল। কর্ত্তাকে খুঁজ্‌তে এসেছিলুম! (প্রস্থান)

খ্যাঁদা। আমি না—আমি না—আমি না! (প্রস্থান)

ক্ষেম। এক-দিনেরও জন্যে বোস-বংশের বিষয়টা ভোগ ক'র্‌তে পেলুম্ না! (প্রস্থান ও পশ্চাৎ বাঁটুল-সর্দ্দারের প্রস্থান)

দেব। (বীণার প্রতি) বীণা! আর এখানে না। চল্লুম, এখন অনেক কাজ বাকী আছে, চল্লুম। তুমিও যাও, তোমার কাজ করগে যাও। দেখি, সেই সুখনগরের বোস-বংশকে, আবার সেই বোস-বংশ ক'র্‌তে পারি কি না! সেই সোণার-সংসারকে আবার সোণার-সংসার ক'র্‌তে পারি কি না! তবে বিদায়। (প্রস্থান)

বীণা। (দেবদাসের দিকে চাহিয়া, স্বগত) প্রভু! প্রভু! প্রভু! চ'লে গেলে—চ'লে গেলে—চ'লে গেলে—উঃ! (প্রকাশ্যে) বুকের ধন—বুক জুড়োন ধন—হরিধন! আয়। (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ডাকাতের জঙ্গল-প্রান্তে নদীব ধাব।

(কৃষ্ণা ও গুডম্যান সাহেব)।

কৃষ্ণা। (স্বগত) অন্তঃপুব-বাসিনী ছিলুম, চন্দ্র-সূর্য্য পর্য্যন্ত মুখ দেখ্‌তে পেতো না। কপাল-গুণে কারাবাসিনী হ'লুম, নীচ নবাধম রাক্ষসদের মুখ দেখালুম। কারামুক্ত হ'য়ে বনবাসিনী হলুম, বনের সর্দ্দাব-রাজ, বুনো-সর্দ্দার, বুনো-পত্নীদের আদর পেলুম। এখন বন ছেড়ে নগরে নগর-বাসিনী হ'তে যাচ্ছি। জানিনা, অদৃষ্টে কি আছে,—জানিনা, ভগবানের মনে কি আছে!

গুড। মা! টোমায় সড় বডা বিষাড-মাখা ডেখি কেন মা?

কৃষ্ণা। বাবা! কি উত্তর দেবো? বুক-পোরা বিষাদ থাক্‌লে, বিষাদ-মাখা দেখ্‌বে না তো কি দেখ্‌বে?

গুড। মা! টোমাড় বিষাডেড় কঠা আমাকে ব'ল্‌টেই হবে।

কৃষ্ণা। বাবা! সময় হ'লেই ব'ল্‌বো।

গুড। না—মা! আমাকে ব'ল্‌টেই হবে, না ব'ল্লে আমি কিছুই আহাড় কঁড়িবো না। মা! আমি টোমাড় পুট্টড়, পুট্টড় না খাইলে, টুমি কি না বলিয়া ঠাক্‌টে পাড়্‌বে?

কৃষ্ণা। বাবা! তোমায় সকল কথা খুলে বল্লে, আমার বুকের আগুন আরও বেড়ে উঠ্‌বে।

গুড। মা! আমি যখন টোমায় মা ব'লেছি, আমি যখন টোমাড় সণ্টান হ'য়েছি, টখন মায়েড় অণ্টড়েড় যণ্টড়্ণা নিবাড়ন ক'ড়টে সণ্টান পাড়াণ পড়্য্যণ্ট পণ ক'ড়্টে টুড়্টি কড়্বে না। মা—মা—আমি টোড়্ পায়ে ঢড়্ছি, বল্ মা।

কৃষ্ণা। উঠ—উঠ—বাছা! (স্বগত) যখন জেলাতেই যাচ্ছি, আর সাহেব যখন জেলায় কর্ত্তা, তখন ব'ল্তেই বা দোষ কি? (প্রকাশ্যে) বল আর কারেও ব'ল্বে না? যতদিন না প্রতিকার ক'র্তে পার,—যতদিন না বুকের জ্বালা নিবারণ ক'র্তে পার,—আর কারেও ব'ল্বে না?

গুড। মা! আমায় লজ্জা ডিও না। আমাড় অণ্টড়েড় যণ্টড়্ণা আড় বাড়িও না।

কৃষ্ণা। তবে আমার কাছে এস, কানে কানে বলি।

গুড। (ব্যস্ততা সহকারে কাছে যাইয়া, সাগ্রহে কান পাতিয়া শুনিয়া) মা—মা! টুমি এট ডিন বলনি কেন মা? মা আড় চোখের জল ফেলো না মা।

কৃষ্ণা। বাবা! দিন-রাত চক্ষের জল ফেল্ছি, চক্ষের জলে ভেসে যাচ্ছি।

গুড। মা ব'লে ডেকেছি, মায়েড় কাছে পড়াণ পেয়েছি। মা যডি টোমাড় চখেড় জল নিবাড়ণ ক'ড়্টে পাড়ি, টোমার বিষাড-মাখা মুখে হাসি ডেক্টে পাড়ি, টবে টোড় সণ্টান ব'লে সাড়্ঠক্ জ্ঞান ক'ড়্বো, নচেট্—

কৃষ্ণা। কি ক'র্লুম্! জ্বালার উপর আবার জ্বালা বাড়ালুম্।

গুড। চল মা—চল। বোঢ হয়, জেলায় গেলেই বিহিট ক'ড়্

—— । জেলায় এট অট্যাচাড়! মায়েড় বুকেড় জ

নির্বাড়ণ ক'ড়্বো, জেলাড় অট্যাচাড় নিবাড়ণ ক'ড়্বো, ঘড়ে ঘড়ে শাণ্টি স্থাপন ক'ড়বো। মা! বুনোডেড় আস্টে বিলম্ব হ'চ্ছে কেন মা?

কৃষ্ণ। শুনছি, সর্দ্দার-রাজ-কুমারী পর্য্যন্ত আস্ছেন। তাই বিলম্ব হ'চ্ছে।

(অদূরে দৃশ্যমান্ নদীর উপর ভাসমান বাড়ী—তথা হইতে সর্দ্দার-রাজ-কুমারীর প্রবেশ এবং বুনো ও বুনো-পত্নীগণের মাদল বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে জঙ্গলের চারিদিক হইতে প্রবেশ)।

সর্দ্দার-কন্যা সুরত-উন্নিসার গীত।

আমি বেড়াই ভেসে ভেসে, মিলন পিয়াসে, আঁখি যেথা ধায়। (আমার)
আমি ভুলালে ভুলিনা, ভুলিতে ভুলিনা, ভালত' বাসিনা কায়॥
আমি দেখিনু না ভাল, বাসিনু না ভাল,
বুঝি জীবনে ভাল, ভাসিয়ে গেল,
আমি ডুবিতে ডুবিনা, ভাবিতে ভাবিনা,
তবু চরণ ধরিয়া কাঁদিতে চায়॥ (প্রাণ)

কোরাস্—বুনো ও বুনো-পত্নীগণের গীত।

আহা! ছিল বনের পাখী, আয় আয় দেখি, ও তোর টুক্‌টুকেটি মুখটি।
তোকে ছাড়্বো না, যেতে দেবো না,
গেলে কেঁদে বাঁচবো না, আয় ধরি তোর পা'দুটি, তোর রাঙা পা'দুটি।
আহা! কেন বনে এলি, কেন মন ভুলালি,
কেন মিঠি-মিঠি কথাগুলি কানে শুনালি,
কেন হাসালি, কেন কাঁদালি, কেন ভুলালি, কেন চলিলি,
কেঁদে হব লুটোপুটি॥

স-কন্যা। (প্রণাম করিয়া) মা! তো'কে আমি একদিনও দেখিনি। বাবার মুখে, তোর্ দুখের কথা শুনে, কেঁদে বাঁচিনি। মনে ক'রেছিলুম, দু'দিন থাক্‌বি। শুন্‌লুম, আজই যাবি।

কৃষ্ণা। (চুমো খাইয়া) মা! তোমার বাপের ঋণ জন্ম-জন্মান্তরেও শুধ্‌তে পার্‌বো না। আজই যাবো। ভগবান্ যদি দিন দেন, আবার আস্‌বো।

স-কন্যা। মা! ভগবান্ যদি দিন দেন, আম্‌রাও তোর্ বাড়ীতে যাব।

কৃষ্ণা। মা! তোর্ মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক্। ভগবান্ যদি দিন দেন তো, তোমাদের বাড়ী মা!——

গুড। ভগ্নি! ইনি টোমাডেড়ও মা—আমাড়ও মা। টোম্‌ড়াও ভগবান্‌কে বল—আমিও ভগবানকে বলি, যেন মাকে আবাড় সেই মা ক'ড়্টে পাড়ি। মায়েড় বিষাড়-মাখা মুখ্‌কে আবাড় যেন হাসি-মাখা মুখ ক'ড়্টে পাড়ি।

স-কন্যা। মা! তোকে ফুল পরিয়ে দেবো—তোকে সাজিয়ে দেবো, মনে ক'রে—দিতে পাল্লুম্ না। যদি ভগবান্ দিন দেন, তবে আমাকে তোর্ দুখিনী মেয়ে ব'লে ডাকিস্ মা! তোকে একবার সাজিয়ে, তোকে প্রাণ ভরে দেখ্‌বো মা।

গীত।

সাধের সাধ না পুরিল। (আমার)
মন-সাধ অবসাদ মনে সাধ রহিল॥ (তবু আমার)
নিরখি নয়নে শোক-নীর ধার,
উথলিছে হৃদে শোক-পারাবার,
বল কেন কেন কেন আমার ঝরঝর বারি ঝরিল॥ (চোখে)

কৃষ্ণা। মা! তোরা সেজে-গুজে হেসে-খেলে বেড়ালে আমার যে সুখ, তার চেয়ে সুখ কি জগতে আছে মা? আয় আমার বুনো-ছেলে সব, আয় আমার বুনো-মেয়ে সব,—তোদের মুখ-চুম্বন করি আয়!

সকলে। মা!—কাঁদিয়ে চল্লি মা! (কৃষ্ণাকে প্রণাম করণ)

কৃষ্ণা। (মুখ-চুম্বন করিয়া) মা—বাবা! আবার তোমাদের কাছে এসে, তোমাদের মুখ-চুম্বন ক'রে হাসি-মুখ দেখে, হাসি-মুখে মা—বাবা ব'লে যেন আদর ক'র্‌তে পারি!

সর্দ্দার। সাহেব! এক দিন রাগ ক'রেছিলুম্ ব'লে কিছু মনে ক'র না।

গুড। সড়দাড়! তোমাডের ড়িণ ভুল্‌বো না। এসো আলিঙ্গন কড়ি। (উভয়ে আলিঙ্গন করণ)

সর্দ্দার। ওরে, সাহেবকে প্রণাম কর্। (সকলের প্রণাম করণ) আয়, মাকে গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে জঙ্গলের শেষ পর্য্যন্ত রেখে আসি আয়।

সকলে। গীত।

আহা! ছিল বনের পাখী, আয় আয় দেখি, ও তোর টুক্‌টুকেটি মুখটি।
তোকে ছাড়্‌বো না, যেতে দেবো না,
গেলে কেঁদে বাঁচবো না, আয় ধরি তোর পা'দুটি, তোর রাঙা পা'দুটি।
আহা! কেন বনে এলি, কেন মন ভুলালি,
কেন মিঠি-মিঠি কথাগুলি কানে শুনালি,
কেন হাসালি, কেন কাঁদালি, কেন ভুলালি, কেন চলিলি,
কেঁদে হব লুটোপুটি॥

(কৃষ্ণা ও সাহেবের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ডন্‌কিন্‌-সাহেবের কাম্‌রা।

(মাথা নেড়া ও ফেট্টাবাঁধা অবস্থায় খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া সাহেবের উপবেশন ও ময়নার প্রবেশ)।

ডন। ময়না-বিবি! হামাড় কি হ'লো ড়ে—হামাড় কি হ'লো ড়ে। হামী চাকৃড়ী ক'ড়্‌টে এসে, হামাড় পড়াণটা বুঝি কবড়ে গেল ড়ে—বুঝি কবড়ে গেল ড়ে।

ময়না। (স্বগত) কবরে গেলেই ত ফুবলো। ব'সো, আগে মজাব সাজা হ'ক্, আগে পাপেব প্রায়শ্চিত্ত হ'ক্, তবে ত' গো-ভাগাড়ে যাবি। (প্রকাশ্যে) আ-হা-হা! কি হ'য়েছে সাহেব?

ডন। আড় হ'য়েছে কি বিবি- আড় হ'য়েছে কি! হামাড় পড়াণ ম'ড়্‌বে ম'ড়্‌বে হোয়েছে। হামাড় ডুড্ডশা কি ডেকৃটে পাইটেছে না?

ময়না। (স্বগত) দুর্দ্দশা এখনও এমন কিছু হয়নি, এখনও ঢের বাকী আছে, ক্রেমে ক্রেমে হবে। (প্রকাশ্যে) আহা! সাহেব তোমার এমন দুর্দ্দশা হ'য়েছে? শুনে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

ডন। বিবি! হামাড় মষ্টকৃটী ডেকৃটে পাইটেছে না, মষ্টকৃটীড় চেহাড়া কেমন হইয়াছে?

ময়না। কি হ'য়েছে সাহেব! বলনা।

ডন। ড়াগ বাড়িও না বিবি—ড়াগ বাড়িও না! হামাড় মষ্টকৃটী ডগ্‌ঢ হোইয়েছে। মাঠায় চুল ডেকিটে পাইটেছে?

ময়না। (স্বগত) আহা! কখন্ তোমার ঐ জ্যান্ত, আস্ত শরীরটা আগুনে পুড়ে দগ্ধ হবে—দেখ্‌বো, পোড়াবার সময় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'র্‌বে—দেখ্‌বো। ('প্রকাশ্যে) আ-হা-হা—মরি মরি! সাহেবের ত ভারি কষ্ট হ'চ্ছে, আমি মনে ক'রেছিলুম্, সাহেব বুঝি আমাকে ভাল বেসে, সাহেব বৈরিগী হ'য়েছে, মাথায় তিলক কেটে ব'সে আছে।

ডন। টেল্লে কাটে নি বিবি—টেলে কাটে নি! অগ্নিটে কেটেছে। কিছু ডাওয়াই ডিটে পাড়্‌বে?

ময়না। (স্বগত) ওষুধ দেবো ব'লেই ত' এসেছি। ওষুধ দিচ্ছি,—যাতে রোগও সাবে আর রোগীও সারে, এমন ওষুধ দিচ্ছি! (প্রকাশ্যে) আহা! সাহেব আমি তোমাকে এত ভালবাসি, আর আমি একটু ওষুধ দেবো না?

ডন। হায়ড়ে বিবি! টুমি হামাকে ভালটী বাসিলে কি হোবে। (একটু কাঁদিয়া) হামাড় কি আড় ভালবাসাড়, ক্ষেমটা আছে? হামাড় ভালবাসা এখন মষ্টকে চড়িয়াছে। কি অষুঢ ডেবে বিবি ডাও।

ময়না। দেখ সাহেব! এক কাজ কর। চার পয়সার কাঁচা-লঙ্কা, চার পয়সার নুন, আর চার পয়সার চূন এনে, বেশ ক'রে বেটে মাথায় দাও। এখনি ভাল হ'য়ে যাবে।

ডন। বিবি! চাড় পয়সাড় কেন, চাড় আনাড় আনিয়া ডাও। বিবি!—হামাড় এই উপকাড়টী কড়—বিবি! কড়।

ময়না। সে কি সাহেব! তোমায় কত ভালবাসি, আর এই উপকারটী ক'র্‌তে পার্‌বো না। এই রকম ভাল ভাল উপকার যত ক'র্‌তে ব'ল্‌বে, আমি খুব্ ক'র্‌বো।

ডন। বিবি! আড় ভালবাসাড় কঠাটী বোলো না—আড় ভাল-বাসাড় কঠাটী বোলো না। ভালবাসা হামাড় স্হিল না।

ময়না। সে কি সাহেব! তা' কি হয়? আমি যে ভালবেসে ফেলেছি। ভালবাসার মসলা, তোমার জন্যে অনেক রকম কিনেছি।

ডন। টুমি মস্‌লাটী কিনেছে, হামাড় যে জাহাজে কয়লা ডিয়েছে। কিষ্টোনাঠেড় ইষ্টীড়িকে ভালবাসিয়ে টৌ হামাড় মষ্টক্‌টী ডগ্‌ঢ হইয়েছে। আবাড় টৌমাকে ভালবেসে ডেক্‌ছি মষ্টক্‌টী খসিয়ে পড়িবে, হামি তখন কণ্টোকাটাড় মট ঘুড়্‌বে!

ময়না। সাহেব! তোমাব ভালবাসা বড় শয়তান আছে, দেখ্‌ছো না? তোমাব মাথার চুল-গুলি পর্য্যন্ত খেয়ে ফেলেছে, আর কুকুরের মত কাম্‌ড়াচ্ছে।

ডন। বিবি! আগে কি হামি জান্‌টে যে, পেড়েমটা এমন শয়টান্ আছে। টা' হোলে কি হামি পেড়েম্ কোড়্‌টে?

ময়না। সাহেব! তোমাকে এ প্রেম শেখালে কে?

ডন। শালা-খেঁড়াড়াম। এমোন পেড়েম টা হামাড় মষ্টকে পড়্‌বেশ কড়াইয়া ডিলে যে, পেড়েম টা মষ্টকে পড়্‌-বেশ কোড়েই, যেমন কুকুড়ে হাড় চিবায়, সেই ড়কম চিবাইটে লাগ্‌লে।

ময়না। নায়েব-মশাই কি প্রেম মাথায় মাখিয়ে দিয়েছিল?

ডন। বিবি! ড়হস্য ড়াখে—ড়হস্য ড়াখে। হামি মড়ে-মড়ে, আড় টুমি ড়হস্য কোড়ে!

ময়না। (স্বগত) প্রেম-ময়েব কি করুণা। প্রেমময় মরে ব'লে ত আমার আর কান্না ধ'র্‌ছে না। (প্রকাশ্যে) প্রাণ-

নাথ! তুমি আমায় ছেড়ে আর একজনের সঙ্গে প্রেম ক'র্‌তে গেলে, আর আমি একটু রহস্য ক'র্‌বো না।

ডন। আড় পাড়্‌নোনাঠ—পাড়্‌নোনাঠ বলিও না। পাড়্‌নোনাঠ বুঝি পাড়াণে বাঁচে না। হামাড় ডুক্কেড় কঠা শোন।

ময়না। (স্বগত) প্রাণনাথ! তোমার কি তোমার চৌদ্দ-পুরুষের দুঃখের কথা শুন্‌তে হবে। এখনও আস্‌ছে না কেন? (প্রকাশ্যে) তোমার দুঃখের কথা ব'লে ফেল। আর রোগের ওষুধ দিইগে চল।

ডন। কিষ্টোনাঠেড় ইষ্টিড়িড় কঠা টুমি টো জানে? টাকে সাট্ কড়্‌বাড় টড়ে কাছাড়ীটে আন্‌লে।

ময়না। তা'র পর?

ডন। কটো পেড়েমেড় কঠা ব'ল্লে।

ময়না। তা'র পর?

ডন। সে টো স্বীকাড় হোলো না।

ময়না। তা'র পর?

ডন। হামী জোড় কোড়ে ঢড়্‌টে গেলো।

ময়না। তা'র পর?

ডন। কটো কোড়্‌গুন্ কোড়্‌লে, সটীট্ট-সটীট্ট কোড়ে কি ব'ল্লে, হামি শুন্‌লে না। টাড়পড়, একঠো ছোক্‌ড়া-আড্‌মি, হামাকে, নায়েবকে উট্টম-মড্যম ডিলে। বণ্ঢন কোড়্‌লে। হামাড় হাজটে, হামাকে পুড়্‌লে। বিবিড়ে! সটিট্টড় কি হাট্ ড়ে, সটিট্টড় কি চক্ষু ড়ে, সটিট্টড় কি ডণ্ট ড়ে, সটিট্টড় কি টেজ ড়ে। হামাকে বণ্ঢন্ কোড়্‌লে, ঢড়্‌লে, ড্রগ্‌ঢ কোড়্‌লে, ডংশন কোড়্‌লে।

ময়না। তার পর ?

ডন। কিষ্টোনাঠেড় ইষ্টিড়ী, সটাট্ট টেজে পাঠালো।

ময়না। (স্বগত) বুকের ভেতর থেকে একটা বোঝা নেবে গেল। (প্রকাশ্যে) নায়েব-মশাই ?

ডন। সে শালাড়-বেটা পালিয়েছে। বিবি! হামি এখন পড়াণে মড়ে-মড়ে।

ময়না। (স্বগত) বোধ হয় আস্‌ছে, গলার শব্দ যেন পাওয়া যাচ্ছে। না-না, এ একজন বরকন্দাজ আসছে।

(একজন বরকন্দাজের প্রবেশ)।

বর। হুজুর! সেলাম। নায়েব-মশাই ধরা প'ড়েছে। বোস্তপসার লোক এসে ধ'রে নিয়ে গেছে। শুন্‌লুম্, একটা ছেলে খুন ক'র্‌তেছিলো।

ডন। শালা, চড়া পোড়েছে—বেশ হইয়াছে। টবে এই ডুক্ক, ডাকাটে চড়িয়াছে।

ময়না। (ব্যস্ত সহকারে) ছেলেটা কি হ'লো ?

বর। ছেলেটাকে মার্‌তে পারেনি, ডাকাতেরা নিয়ে পালিয়েছে।

ময়না। (স্বগত) আঃ বাঁচলুম। আর একটা ভাবনার বোঝা নেবে গেল।

ডন্। বড়কণ্ডাজ! হামি এখনও মড়েনি। ডাকাট্‌কে চড়্‌বাড়্‌ টড়ে আছি। যোগাড় কড়ো।

বর। (সেলাম করিয়া) যো হুকুম হুজুর। (প্রস্থান)

নেপথ্যে। বাঁধ বাঁধ।

ময়না। (স্বগত) এই বার বোধ হয় আস্‌ছে।

(বাঁধ বাঁধ শব্দ করিয়া কয়েকজন লোকের প্রবেশ ও
ডনকিন্ সাহেবকে পিছমোড়া করিয়া বন্ধন)।

ডন। টোড়া কে আছে ?

১ম লোক। তোর্ বাবা আছে।

ডন। হামাড় বাবা টোড় মটন নয়। হামাড় বাবাড় কণ্ডে ভগবাড্য। হামাকে কেনো বণ্ডন করে ?

১ম লোক। তোমাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধলুম। চল্ শালা, জঙ্গলে গিয়ে একবার রোস্তম-সার সঙ্গে প্রেম ক'র্বি, চল্।

ডন। না-ম্যান্! হামি আড় পেড়েম কোড়্বে না,—হামি আড় পেড়েম কোড়্বে না। হামাকে পেড়েমেড় এমন বণ্ডন কোড়েছে, হামি মড়মড় হোয়েছে।

১ম লোক। (ধাক্কা মারিতে মারিতে) চল্—শালা চল্। শয়-তানাবাদের আদৎ শয়তান্।

ডন। ময়না-বিবি! হামাকে ড়ক্ষে কোড়্বে—ড়ক্ষে কোড়্বে। হামি আড় পেড়েম কোড়্বে না ড়ে।

(ক্রন্দন করিতে করিতে লোকগণের সহিত প্রস্থান)

ময়না। আহা! আমার প্রেমময়ের কি হোলো রে। হায়! প্রেমময় প্রেমের গোরে গেল রে। বড়-বাবু উদ্ধার হ'য়েছে, বৌ-মা উদ্ধার হ'য়েছে, হরিধন বেঁচেছে, দেবদাস-ঠাকুর উদ্ধার হ'য়েছে। এখন এক সঙ্গে মিলন হ'লে প্রাণ বাঁচি। যাই, বীণা-দিদি কোথায়, দেখিগে যাই। (প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শয়তানাবাদ—কারাগার।

(দেবদাসের গলাপর্য্যন্ত দুইখানা তক্তা বুকে-পিটে দিয়া দণ্ডায়মান রাখিয়া, জনৈক রক্ষী-কর্ত্তৃক প্যাঁচ কষন)।

রক্ষী। কি ঠাকুর! বড় ঘুর্-ঘুর্ ক'রে বেড়াতে যে, আর ফুকুর ফাকুর খাট্‌লো না। কুমীরের সঙ্গে আড়ি ক'রে জলে বাস ক'র্‌বে কদিন? আর এক প্যাঁচ দেবো না কি?

(এক প্যাঁচ দেওন)

দেব। মা মঙ্গলময়ী সর্ব্বমঙ্গলা! যাই যে মা!

রক্ষী। কোথা যাবে ঠাকুর! শ্বশুর-বাড়ী যাবে? পরিবারের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে যাবে? তোমার সম্বন্ধী রোস্তম-সা শালার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে যাবে? দেবো আর এক প্যাঁচ?

দেব। রক্ষি—রক্ষি! তোমার যত ইচ্ছে, তত প্যাঁচ দাও। আমাকে একেবারে জন্মের মত যমের বাড়ী পাঠাও। যম-যন্ত্রণা বরং ভাল, কারাগারের যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। উঃ! বুক যায়—প্রাণ যায়।

রক্ষী। ঠাকুর! তুমি কুকুর হ'য়ে, সিংহের সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে চাও? এখন যদি ভাল চাও, বাপের সু-পুত্তুর হ'য়ে রোস্তম-সাকে ধরিয়ে দাও। দেবে কি না বল?

দেব। না।

রক্ষী। দেবে না?

দেব। প্রাণ থাক্‌তে দেবো না।

রক্ষী। দাঁড়াও ঠাকুর! তোমায় কুকুর-মারা না ক'ল্লে, তুমি, সিদে হ'চ্ছো না। একটু অপেক্ষা কর, দেখি, স্বীকার কর কি না কর। (এক প্যাঁচ দিয়া) ঐ যে কড়ায় তপ্ত তেল র'য়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছ, সর্ব্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও।

দেব। দাও।

রক্ষী। উঃ—শালা যেন নবাবের নাতি! আলি মেজাজ,—দাও!

দেব। রক্ষী! তোমার যত যন্ত্রণা আছে, দাও; গালি-গালাজ ক'রো না। ভগবানের কাছে তোমার বাপ পিতামহ আমার বাপ পিতামহর সমান। আমার বাপ পিতামহকে গালি দিলে তোমার বাপ পিতামহকে গাল দেওয়া হ'লো না?

রক্ষী। আরে আমার কাজী সাহেবরে, ধর্ম্ম দেখাচ্ছেরে! দাঁড়াও সম্বন্ধী! প্যাঁচের প্যাঁচ দিয়ে কড়ার তপ্ত তেল আগে লাগাই।

(প্যাঁচ দিয়া তপ্ত-তৈল দিতে আরম্ভ করণ)

দেব। উঃ! পুড়ে গেল,—পুড়ে গেল,—পুড়ে গেল,—সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে গেল, প্রাণ ঠোঁটে ঠোঁটে হ'লো। রক্ষী! দাও, দাও, তোমার কড়ার সব তপ্ত তেল একেবারে ঢেলে দাও, আর যন্ত্রণার জ্বালা সহ্য হয় না, সহ্য হয় না, যাই—যাই!

রক্ষী। একেবারে মেরে ফেল্‌তে আমাদের জমীদারি সেরেস্তার আইনে লেখে না, দ'গ্নে দ'গ্নে মার্‌তে লেখে।

(কৃষ্ণনাথের মুসলমান বরকন্দাজ বেশে অলক্ষিতে প্রবেশ)।

কৃষ্ণ। (বুকের ভিতর হইতে ছোরা বাহির করিয়া) অস্ত্র! তুমি আমার দেবতা, তোমায় প্রণাম করি। অস্ত্র! তুমি

আমার বন্ধু, তোমায় আলিঙ্গন করি। ময়না! তোমার ঋণ শুধ্‌তে পারবো না, ময়না! তোমার উপকার জন্ম-জন্মান্তরে ভুল্‌তে পারবো না। তুমি যে এইজন্যে এই অস্ত্র দিয়েছিলে, তা আমি বুঝ্‌তে পারিনি; তুমি পরোপ-কারের জন্যে দিয়েছিলে, আমার পরম বন্ধুর উপকার হবে, তা বুঝ্‌তে পারিনি। আর না, আর না, আর বিলম্ব করা হবে না, এই বেলা—এই বেলা। (যাইতে উদ্যত) না—না, সাম্‌না-সাম্‌নী না। আগে বাধা প'ড়্‌লেই বিষম বিপদ। আমি মরি ক্ষতি নেই, বন্ধুর না বিপদ হয়।

রক্ষী। সম্বন্ধী! স্বীকার হ'লে না—স্বীকার হ'লে না? জেনো, দ'গ্ধে দ'গ্ধে যন্ত্রণা দিতে ছাড়্‌বো না। এখানে তোমার মাও নেই, বাবাও নেই, যে রক্ষে ক'র্‌বে। ডাক্, তোর্ বোনাই রোস্তম-সাকে ডাক্।

দেব। রক্ষী! সাবধান,—সাবধান! আমার প্রতি যত পার অত্যাচার কর।—আমার মা বাপ্‌কে গালি দিও না, রোস্তমসাকে গালি দিও না, আমার সহ্য হবে না। যত পার, যন্ত্রণা দাও, আমি নীরবে সহ্য করবো, গালাগালি সহ্য করতে পার্‌বো না।

রক্ষী। না পার, না হয় আমাকে খুন কর। আহা! গালা-গালিতে ঠাকুরের গায়ের জ্বালা হ'চ্ছে, একটু ঐ কড়া থেকে ঠাণ্ডা জল এনে গায়ে দিচ্ছি, অঙ্গ শীতল হবে!

দেব। উঃ! বড় জ্বালা—বড় জ্বালা। যায়, যায়, জ্ব'লে যায়। আর তপ্ত তেল গায়ে দিলে বাঁচ্‌বো না। বাঁচার চেয়ে

ক্ষী। " দাঁড়াও, জ্বালা ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছি।

(পশ্চাৎ ফিরিয়া যাইতে উদ্যত)

কৃষ্ণ। এইবার—এইবার। এই সুযোগ—এই সুযোগ। (রক্ষীর পশ্চাতে যাইয়া) সয়তান! নর-রাক্ষস! দেখ্, দেখ্, দেখ্, কে দেয়।

(রক্ষীর পশ্চাৎ ফিরিবার সময় বুকে ছোরা মারণ)

রক্ষী। বাপ্রে—কেরে—যাই রে।—— (পলায়ন)

কৃষ্ণ। যাও—নিপাত যাও—নরকে যাও। (দেবদাসের কাছে যাইয়া) দেবদাস—দেবদাস! আমি প্যাঁচ খুলে দিচ্ছি, তুমি পালাও,—তুমি চট্ ক'রে পালাও,—বিলম্ব করো না,—পালাও। তুমি বেঁচে থাক্‌লে দেশের অনেক উপকার হবে, তুমি বেঁচে থাক্‌লে অনেকের জীবন দান করতে পার্‌বে। (দেবদাসকে বাহির করিয়া) দেখ্‌ছো কি, ভাবচো কি, পালাও,—এই পেছুন দিক দিয়ে পালাও।

দেব। য়্যাঁ—য়্যাঁ! তুমি কি আমার দেবতা?

কৃষ্ণ। না, আমি দেবতা নই,—উপদেবতা মাত্র। আমি মনুষ্য নই,—পশু! অস্ত্র! তুমি অযাচিত বন্ধু, তুমি বন্ধুত্ব যাচ্ঞা ক'রেছিলে—আমি প্রত্যাখান ক'রেছিলুম। অনুরোধে বন্ধুত্ব গ্রহণ ক'রেও তোমাকে জলে বা জঙ্গলে পরিত্যাগ করবার জন্য অনেকবার সংকল্প করেছিলুম, অকপট তুমি কপট বন্ধুকে ত্যাগ করনি। অস্ত্র! ধন্য তোমার বন্ধুত্ব, ধন্য তোমার মহত্ত্ব। হে প্রকৃত বন্ধু! হে আদর্শ বন্ধু! হে অসময়ের বন্ধু! হে হৃদয়ের বন্ধু! হৃদয়ে এসো—হৃদয়ে চেপে ব'সো। (নিজের বুকে ছোরা মারিতে উদ্যত)

দেব। (ছোরা ধরিয়া) কি কর—কি কর! কে তুমি—কে তুমি! তুমি যে হও, তোমাকে মর্‌তে দেবো না। তুমি যখন আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছ, তুমি যখন আমার যন্ত্রণার জ্বালা নিবারণ ক'রেছ—তখন তুমি আমার জীবনদাতা বন্ধু। আমার জীবনদাতা বন্ধুকে আমি আমার সম্মুখে মর্‌তে দিয়ে অধর্ম্মে লিপ্ত হ'তে পার্‌বো না। আমি তোমাকে ম'র্‌তে দেবো না।

কৃষ্ণ। দেবদাস—দেবদাস! আমায় চিন্‌তে পাচ্ছো না, আমি তোমাব অধম ভাই—কৃষ্ণনাথ।

দেব। য়্যাঁ—য়্যাঁ! কৃষ্ণনাথ—কৃষ্ণনাথ! আয় ভাই—দু'জনে একবার আলিঙ্গন করি আয় ভাই! দু'জনের আলিঙ্গনের পর দু'জনেই যদি মরি, তা'তে অনন্ত সুখ পাব। আয় ভাই! (উভয়ের আলিঙ্গন, কৃষ্ণনাথ কর্ত্তৃক দেবদাসেব পদধূলি গ্রহণ) ভাই! তোমার এ বেশ কেন ভাই?

কৃষ্ণ। এ বেশ! এ বেশ কেন? এ বেশ কেবল তোমায় বাঁচাবার জন্যে। নচেৎ এতদিন জীবন শেষ ক'র্‌তুম। তোমার উচ্চ প্রাণ তুচ্ছ ক'রেছ, তুমি পরোপকারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছ। ভগবানের কৃপায় তোমার পদস্পর্শে আমি ভাগ্যবান। চ'লে এসো,—চ'লে এসো,—এ নির্জ্জন স্থান নয়, চ'লে এসো,—সকল কথা বল্‌বো. চ'লে এসো!

দেব। আমায় ধ'রে এনে এখানে প্রাণে মার্‌বে, তুমি কি ক'রে জেনেছিলে?

কৃষ্ণ। আমি জান্‌তুম, অনেক দিন থেকে জান্‌তুম। আমি কাবাগারে যে দিন থেকে এসেছি, সেই দিন থেকে

জান্‌তুম। তোমায় ধ'রে আন্‌বার জন্যে লোক পাঠিয়েছে, তা' জানতুম। কারাগারে বন্দী থেকে কিছু ক'র্‌তে পারিনি, যে দিন থেকে কারাগার হ'তে মুক্ত হ'য়েছি, সেই দিন থেকে এই ছদ্মবেশে এদেরই চাকরী গ্রহণ ক'রেছি। তোমার জন্যে পাগল হ'য়ে ঘুরেছি। কাল রাত্রে তোমায় ধ'রে এনেছে, তা'ও জেনেছি। যতক্ষণ না উদ্ধার ক'র্‌তে পেরেছি, ততক্ষণ প্রাণের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ ক'রেছি, অশান্তির আগুনে দাউ দাউ জ্ব'লেছি। ভাই—যাও চলে যাও,— আমার প্রাণের জ্বালা নেভাও!

দেব। কৃষ্ণনাথ! বোঝ, আত্মহত্যা মহাপাপ, পরোপকারী মহা-সুখী। এস, যে কটা দিন বাঁচি, পরোপকারে প্রবৃত্ত হই।

কৃষ্ণ। হু—পরোপকার। শিব-তুল্য পিতা, অন্নপূর্ণা-সম মাতা, সাবিত্রী-সম বনিতা, প্রাণ-তুল্য পুত্র, বিশ্বাসের আদর্শ দাস-দাসী; সব বিসর্জ্জন দিলুম, কিছু ক'র্‌তে পারলুম না! গ্রামের লোক, যারা আমার মুখ পানে চেয়েছিল, তাদের কি ক'র্‌লুম? আবার উপকার ব'লে যে জিনিষ আছে, তার কিছু ক'র্‌তে পার্‌বো, মনেও ক'রো না। তুমি অনেক ক'রেছ— অনেক ক'র্‌তে পার্‌বে। চ'লে যাও, আমায় বাধা দিও না।

দেব। ভাই! সব আছে, সব আছে, কিছু বিসর্জ্জন দাওনি, গ্রামের লোকেদের গায়ে এখনও কাঁটা ফোটেনি।

কৃষ্ণ। আমার সব আছে! গ্রামের লোক এখনও এই অধমের মুখ চেয়ে আছে? আছে—কেন আছে? এই হৃদয়হীন দুর্ব্বল অকৃতজ্ঞের মুখ চেয়ে কেন আছে? আমি কি ক'রিছি, কি ক'র্‌বো? ভাই, জন্ম আপনার জন্য নয়,

জন্ম পরের জন্য। জ’ন্মে যদি পরের হ’তে না পাল্লুম, জ’ন্মে যদি পরের চোখের জল মুছুতে না পাল্লুম, তবে ত জ’ন্মে পৃথিবীর ভার হ’য়ে রইলুম! মা সর্ব্ব-কামনা পূর্ণকারিণী! কামনা পূর্ণ কর মা।

দেব। আছে—আছে। আছে কি না আছে, দেখ্‌বে এসো দেশের লোক তোমার জন্যে তোমার মুখ দেখ্‌বার জন্য কাতর নয়নে চেয়ে আছে। এ নির্জ্জন স্থান নয়, এসো দেখ্‌বে এসো—এসো, চ’লে এসো। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ডাকাতের জঙ্গলের প্রবেশ পথ—গাছতলা।

(রোস্তম সা,।

রোস্তম। গভীর রাত্রি, চারিদিক নিস্তব্ধ, সারা পৃথিবীটা নিদ্রাদেবীর কোলে বিশ্রাম ক’র্‌ছে। হিংস্রক জন্তুগণ আপন আপন আহার অন্বেষণে বিচরণ ক’র্‌ছে। ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, নির্ভীক অন্তঃকরণে স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হ’য়েছে আর রোস্তম সা,—ভীরু রোস্তম সা,—কাপুরুষ রোস্তম সা! তুমি যাকে দেবালয়-চ্যুত ক’রেছ, তুমি যাকে গৃহশূন্য ক’রেছ, তুমি যাকে সুখের সংসার হ’তে বঞ্চিত ক’রে সুখের পথে কাঁটা দিয়েছ, সেই দেবতা-তুল্য দেবদাস শয়তানাবাদের নিভৃত নিবাসে নির্জ্জন কারাগারে অসহ্য অত্যাচারের যন্ত্রণা বুক দিয়ে সহ্য ক’র্‌ছে! প্রাণের মায়া পরিত্যাগ ক’রে, দেশের জন্য—পরোপকারের জন্য, পুণ্যধাম

স্বর্গধামের পথ আলোকিত ক'চ্ছে!—আর তুমি উদ্ধারে আজ্ঞা-মাত্র দিয়ে পর-প্রত্যাশায় প্রত্যাশী হ'য়ে—নিশ্চি মনে তৃপ্তিলাভ ক'র্‌ছো! ভীরু, কাপুরুষ—রোস্তম-সা তুমি না, দেবদাসের কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে—হ রোস্তম-সা ম'র্‌বে অত্যাচার বাড়বে—না হয়, অত্যাচ ক'ম্‌বে রোস্তম-সা বাড়বে। কৈ? তোমার প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লে কৈ? কৈ, তুমি ম'লে কৈ? যাই—যাই এখুনি যাই! হয় দেবদাসকে উদ্ধার ক'রে শয়তানাব ধ্বংশ ক'র্‌বো—নয় নিজে ধ্বংশ হবো। (যাইতে উদ্যত)

(দেবদাস ও কৃষ্ণনাথের প্রবেশ)।

দেব। সা-সাহেব—সা-সাহেব! তোমার কৃপায় আবার তো দর্শন পেয়েছি। এসো, দু'জনে আবার আলিঙ্গন করি।

রোস্তম। কেও, দেবদাস—কেও, দেবতা তুল্য দেবদাস—বে নির্ভীক্-দেবদাস! এস, আলিঙ্গন করি।

(রোস্তম-সা ও দেবদাস উভয়ের আলিঙ্গন করণ)

দেব। সা-সাহেব! ইনিই সেই আপনার দাস—কৃষ্ণনাথ বা

রোস্তম। মুসলমান বেশ কেন?

দেব। সা-সাহেব! আপনি একদিন আমাকে ব'লেছিলে রাজা-বসন্তরায় ইশা-খাঁর সঙ্গে পাগ্‌ড়ী বদল ক'রেছি ইনি, সা-সাহেবের সম্মান রক্ষার জন্য কারামুক্ত হ মুসলমান-বেশে শয়তানাবাদের শয়তানদেব কুট ষড় রহস্য-ভেদ কর্‌বার জন্য মুসলমান-বেশে কর্ম্মচারী নি হন। সা-সাহেবকে দেবতাজ্ঞানে, সা-সাহেবের পদপ্র কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি দিতে এসেছে।

কৃষ্ণ। সা-সাহেব! মানুষ সংসারের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষের আত্মা একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা। অট্টালিকায় যেমন অগণ্য কক্ষ থাকে, মনুষ্য-হৃদয়েও তেমনি অগণ্য কক্ষ আছে। পিতা, মাতা; পুত্র, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, স্বদেশবাসী সকলেই এক-একটী কক্ষ অধিকার ক'রে থাকেন। যখন সকল কক্ষ পূর্ণ থাকে, মনুষ্যের হৃদয় তখন আনন্দের তুফানে, শান্তি-প্রস্রবণে, সুখের তরঙ্গে, আনন্দের প্রতিধ্বনির ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয়কে বিমল আনন্দে আনন্দিত করে। এ আনন্দ অতুলনীয়, এ আনন্দ অনির্ব্বচনীয়। আবার যখন সেই কক্ষ শূন্য হয়, আবার যখন সেই বাতায়ন উন্মুক্ত হয়, আবার যখন কর্ম্মের প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়, তখন আর যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। লোকের ঝড়ে তখন কক্ষ ভাঙ্গিয়া যায়, বিপদের হাহাকার রব পড়িয়া যায়। সা-সাহেব। আমার হৃদয়-অট্টালিকার কক্ষ ভগ্ন হ'য়েছে, নিরানন্দের রব উঠেছে। সা-সাহেব! দেবদাসের মুখে আমি সকল শুনেছি। আমার এমন ভাষা নাই যে, আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানা'তে পারি।

বোস্তম। (কৃষ্ণনাথের হস্ত ধরিয়া তুলিয়া) পুরুষের পরোপকারই অলঙ্কার। আমি কি পুরস্কার দেবো, ভগবানই দেবেন। এসো ভাই, উভয়ে আলিঙ্গন করি এসো।

(উভয়ের আলিঙ্গন)

কৃষ্ণ। সা-সাহেব! আপনার আলিঙ্গনে আমার দেহ পবিত্র হ'লো। আপনার অঙ্গস্পর্শে আমার অঙ্গ শীতল হ'লো।

দেব। সা-সাহেব! যে সাহেব আপনার আশ্রয়ে অতিথি হ'য়েছিলেন, তিনি সেই মহাত্মা—সাহেব-কুল-গৌরব কালেক্টার গুডম্যান্-সাহেব। তিনি অত্যাচারের কথা সমস্ত শুনেছেন। অত্যাচার নিবারণ করবার জন্যে, নূতন জমীদার রাজা-বাবুর বাড়ীতে এক মহান্-দরবার ক'র্‌বেন। দরবারে সমস্ত অত্যাচারীগণ ও প্রজাগণকে উপস্থিত ক'র্‌বেন। সাহেবের বিনীত নিবেদন, আপনি সেই দরবারে যোগদান করেন।

রোস্তম। উত্তম। কিন্তু—

দেব। সা-সাহেব! কোন ভয়ের কারণ আছে?

রোস্তম। দেবদাস! রোস্তম সা যমকে ভয় করে না। তবে দরবারে যদি কূট-বুদ্ধি কুটিলগণের কোন অন্যায় কথা সহ্য ক'র্‌তে না পারি।

দেব। সা-সাহেব! শয়তানাবাদ জেলায় এমন কোন প্রাণী আছে কি তা' জানিনা যে, পুরুষ-সিংহের কাছে কো[ন] কা-পুরুষ অন্যায় ব'ল্‌তে সাহসী হবে। সা-সাহেবের গৌর[ব] রক্ষার জন্যে, সা-সাহেবের সম্মান রক্ষার জন্যে, শয়তান[া]বাদের সমস্ত প্রজা প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌তে প্রস্তুত। আপনার সম্মানের বিন্দুমাত্র ত্রুটী দেখ্‌লে, আপনার দা[স] দেবদাস, ত্রুটিকারীর মস্তকটী দেহ হ'তে নাবিয়ে এ[নে] আপনার পদপ্রান্তে অঞ্জলি দেবে।

রোস্তম। দেবদাস! তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়ত[ম]। একদিন বিনা-বাক্যব্যয়ে সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে দে[শের] —— —— আমার আদেশ পালন ক'রেছ। আ

পরোপকারের জন্য তোমার আদেশ প্রতিপালন ক'র্‌বো।
চল—আমরা প্রস্তুত হ'য়ে সকলে দরবারে যাই চল।

দেব। সা-সাহেব! যে শয়তানাবাদ পাপের স্রোতে বিসর্জ্জনে যাচ্ছিল, আজ তোমার পুণ্য-প্রভাবে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শয়তানাবাদ—রাজা-বাবুর বাড়ীর দরবার।

গুড্‌ম্যান-সাহেব, রাধানাথ বসু, রাজা-বাবু, প্রজাগণ, রক্ষীগণ ইত্যাদি।

(রোস্তম-সা, দেবদাস ও কৃষ্ণনাথের প্রবেশ)।

গুড। সা-সাহেব! আপনাড় আগমন পোড়্‌টীক্ষায় অপেক্ষা ক'ড়্‌ছিলুম্‌। আপনাড় সম্মুখে আমাড় বিচাড় কড়্‌বাড়্‌ বাসনা। এই আসনে উপবেশন কড়ুন।

রোস্তম। ধর্ম্ম-অবতার! আপনার সৌজন্যের জন্য এ দাস অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'চ্ছে।

(হাঁটু-গাড়িয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও উপবেশন)

গুড। ড়াজা-বাবু! উভয়-পক্ষকে ডড়বাড়েড় বিচাড়ে আনা পোড়্‌য়োজন। আন্‌টে অনুমটি কড়ুন্‌।

রাজা। বরকন্দাজ! দুই-পক্ষের লোককে দরবারে নিয়ে এসো।

রক্ষী। হুজুরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (প্রস্থান)

গুড। সা-সাহেব! যে হিণ্ডু-কুল-ড়মণীড় মুখ চণ্ডড় সূড়্‌য্য পড়্‌য্যণ্ট ডেখ্‌টে পায় না, সেই পবিট্টড় অণ্টঃপুড়-বাসিনী

জননী ও ভগ্নিগণকে পোড়্কাশ্য ডড়্বাড়ে আনয়ন কড়া আমাড় আডৌ ইচ্ছা ছিল না। টবে বিচাড়ে উভয়পক্ষে উপষ্টিট হওয়া পোড়্য়োজন, সেই কাড়ণ অণ্টঃপুড়-বাসিনী-গুণকে আনিটে অনুমটি পোড়্ডান কড়িলাম।

(ডন্কিন্-সাহেব, খ্যাঁদাবান, বক্কেশ্বব, বীবভদ্র, কালনিমে, হবিধন, ক্ষেমঙ্করী, কৃষ্ণা, বীণা, ময়না, অন্নপূর্ণা, মঙ্গলা ও ভজহবিব প্রবেশ)।

ডন। যণ্টড়্না—যণ্টড়্না! ডগ্ঢ হোয়ে গেলো—ডগ্ঢ হোয়ে গেলো—সটীট্ট টেজে ডগ্ঢ হোয়ে গেলো। ঐ সটী—ঐ সটী—ঐ সটী! (কৃষ্ণাব পায়ে ধবিয়া) মাটা—মাটা—ক্ষমা কড়ে মাটা! হামাড় পাপেড় পাড়য়শ্চিট্ট হোয়েছে, হামি মড়ে—হামি মড়ে। মাটা—মাটা! পাপ-শয়টান হামাড় সড়্বো শড়ীড়ে পোড়বেশ কোড়েছিল, টাই হামাড় এ ডুড্ডসা হোলো। সটীট্ট-টেজেড় অগ্নি হামাড় ডেহে ডাউ-ডাউ জোলিটেছে। পুড়ে মড়ে—পুড়ে মড়ে—পুড়ে মড়ে। সটী—সটী! টোড় ঐ ড়াঙা পা ডুটী হামাড় মষ্টকে ডে—ডে—ডে। (মস্তক পাতিয়া দিয়া) হামাড় সড়্বো শড়ীড় শীটল হোবে। কিষ্টোনাথ! ডেবডাস হামাড়ে ক্ষমা কড়ে।

গুড। ডন্কিন্! তুই আড় ইংড়াজ-নামেড় পড়িচয় ডিস্নি,—ইংড়াজ-নামেব কলঙ্ক ড়টাস্নি। টুই একজন হীন-বংশে হীন,—নড়কেড় কিড়িমি-কীট অপেক্ষাও হীন। সামা জ্বালায় অষ্টিড় হ'য়ে কাঁড্লে হবে না,—সামান্য সাজা ... হবে না। আমাড় অনেক বাকী আছে

অট্যাচাড়েড় চড়মসীমা মনে প'ড়্ছে না? পশুট্টেড় পাঁড়িচয় মনে প'ড়্ছে না? যাও, এই পশুকে পশুডিয়ে খাওয়াওগে। পোড়্টিডিন এক-একটা অঙ্গ ডাল-কুট্টা ডিয়ে খাওয়াওগে। ইহ জগটেড় শাষ্টি এই, পড় জগটেড় শাষ্টিড় কড়্টা ঈশ্বড়—পড়মেশ্বড়।

ডন। চড়ম-অবটাড়! হামি সাহেব না আছে, হামি চাট্গেঁয়ে বাঙ্গালী আছে। এড়া হামাকে সাহেব সাজায়েছে। হামাড় পাপেড় পাড়্য়শ্চিট্টড় হইয়েছে।

(খোকার প্রবেশ)।

খোকা। কৈ—কৈ—আমাল হলিধল কৈ? (হরিধনকে দেখিয়া) হলিধল—হলিধল—একটা চুমু দেতৌ হলিধল! (চুমো খাইয়া) জেতা-মছাই! তোমলা সব এখানে এছেছো, আমাকে আনলি? (খ্যাদারাম ও ক্ষেমঙ্করীর কাছে যাইয়া) বাপী—বাপী! মা-মাই! তোম্লা আমাল্ হলিধলকে মেলে ফেল্তে গিয়েছিলে! হলিধল ম'লে আমিও ম'লে যেতুম্। পালাল্ লোক বলে যে, জেতা-মছাই আমাদেল্ ঘল-বালী ক'লে দিয়েছে। আম্লা খেতে পেতুম্না, জেতা-মছাই আমাদেল খাইয়ে মানুছ ক'লেছে। (রাধানাথের পায়ে ধরিয়া) জেতা-মছাই! জেতাই-মা! দাদা-ভাই! বৌ-দিদি! এই বাল্টা আমাল্ বাবা-মাকে ক্ষমা কল। দেখ্ বাপী! দেখ্ মায়ী! আল্ যদি কখনো কিছু কল্বি, তোদেল্ কেত্তে ফেল্বো। (বীরভদ্র ও বক্রেশ্বরের প্রতি) তোম্লা বুলো, বুলো মিন্‌ছে হ'য়ে, কি ক'লে ছুদেল বাছাকে খুন ক'লছিলে! দিক্ তোমাদেল্। (কালনিমের

গাদে চড় মারিয়া) ছালা—ওলে' ছালা কাললিমাই! মেলে হাল্ ভেঙ্গে দেবো, জাললা ছালা! ছায়েব—ছায়েব! হলিধল্দুলেল্ এই লকম্ ক'লেছে ছুলে আমি লাস্তায় লাস্তায় কেঁদে বেলিয়েছি।

গুড়। শয়টানেড় ঔড়সে শয়টানীড় গর্ভে যে এমন সট্-সণ্টান জন্ম-গড়্হন কড়ে, টা' জান্টুম্ না। ঢন্য খোকা, টোমাড় সড়ল-ঢ়িডয়েড় সট্-ইচ্ছা।

রাধা। (খোকার প্রতি) বাবা! এইখানে ব'সো।

খোকা। আমি হলিধলেল কাছে দালিয়ে থাকি।

গুড। (ক্ষেমঙ্করীর প্রতি) নড়-ড়াক্ষসী! টুই নড়কেড় জলণ্ট চিটড়! টোড় শোণিটে—শোণিটে, অষ্টিটে—অষ্টিটে, শিড়ে—শিড়ে নড়কেড় ভীষণ ডিড়িশ্ম জ্ব'ল্ছে, মিড়িট্যুড় পূড়্বে পোড়্যণ্ট জ্ব'ল্বে, জন্ম-জন্মাণ্টড় পোড়্যণ্ট জ্ব'ল্বে, জ্বালা নিবাড়ণ 'হবে না। হিণ্ডু-ড়মণী এমন ডাইনি—পিশাচিনী হয়, টা' জানটুম না। সা-সাহেব! ছুধেব ছেলেকে যেমন মাটীটে পুঁটে খুন ক'ড়ছিলো, টেমনি অড়্ডেক পুঁটে আগুনে ডগ্ঢে—ডগ্ঢে মেড়ে ফেলগে। এই ষড়যণ্টড়কাড়ী-গণেড় আড় এই অট্যাচাড়ীগণেড় মট পৈশাচিক অট্যাচাড় সমগ্গড় মানব-জাটিড় ইটিহাসে আছে কি না জানিনা। সা-সাহেব! এডেড় অট্যাচাড়েড় শাষ্টিড় ভাড় আপনাড় ওপড়।

রাজা। সাহেব! সা-সাহেব! অনেক জমীদারের কর্ম্মচারীগণের দোষে জমীদারিতে অত্যাচার ঘটে—দুর্ণাম রটে। আমার অদৃষ্টে তা'ই ঘ'টেছে। অত্যাচারীর শাস্তিবিধান যা' হয় হো'ক। আমার শাস্তি ও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত

স্বরূপ পূজনীয়া দেব-রাণীর জমীদারী দেব-রাণীর হস্তে প্রত্যর্পণ ক'র্‌তে আমি প্রস্তুত।

বোস্তম। ধন্য রাজা-বাবু—ধন্য আপনার সহৃদয়তা—ধন্য আপনার মহত্ব।

গুড। ড়াজা-বাবু! আপনাড় ঢ়িডয় অটি উচ্চ—এটো উচ্চ ঢ়িডয়েড় আশা, আমি ক'ড়িনি। আপনাড় এই আডড়্শে—মহট্টে মানব কি ভগবান্ পড়্যণ্ট সণ্টুষ্ট হ্বেন। সা-সাহেব! শয়টানডেড় শাষ্টি কাড়্য্য সমাটান ক'ড়্ন। যটক্ষণ এই শয়টানগণ পিড়্ঠিবীটে ডাড়িয়ে ঠাক্বে, টটক্ষণ পিড়্ঠিবী কলুষিট হবে।

রাধা। সাহেব! সা-সাহেব! যে আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে, পরকে সুখী ক'র্‌তে পারে, সেই সুখী। যে বিপন্নকে বুক দিয়ে রক্ষা ক'র্‌তে পারে, সেই সুখী। যে নিজের ধন পরকে দিতে পারে, সেই সুখী। যে পরের দুঃখ নিজের ব'লে বিবেচনা ক'র্‌তে পারে, সেই সুখী। দয়াই শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম এরা বড় অভাগা, অভাগাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা ক'র্‌ছি ক্ষমা করুন। ক্ষমার চেয়ে আর ধর্ম্ম নেই।

বীণা। মার্জ্জনা!—মার্জ্জনা!—মার্জ্জনা!—পিশাচ-পিশাচিনীদে মার্জ্জনা! বেশ। (বক্ষঃস্থল হইতে ছুরি বাহির করিয়া অস্ত্র—অস্ত্র! যাঁদের জন্য তোমায় এতদিন হৃদয়ের সঙ্গি ক'রে হৃদয়ে রেখেছিলুম, আজ তোমায় ত্যাগ ক'র্‌লুম (অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া) তোমার পরিবর্ত্তে মার্জ্জনাকে হৃদ আদরে স্থান দিলুম। এসো—এসো—এসো—মার্জ্জনা! হৃদ এসো! এসো হৃদয়ে চেপে বোসো। মার্জ্জনাই হৃদ

সান্ত্বনা। যা—যা—আর এ পুণ্যের সংসারে দাঁড়ায়ে পাপ বাড়াস্‌নি, যা।

কৃষ্ণা। দিদি! সকল বিপদে রক্ষা ক'রেছ, এ বিপদে রক্ষা কর।

শুদ্ধ। ডাক্তা-বাবু! সা-সাহেব! ড়াটানাঠ-বাবুড় ইচ্ছা মাড়্জনা। দেবতা মাড়্জনা অপেক্ষা শেড়্ষ্ঠ-ঢড়্ম আড় নাই। টবে আমাড় ইচ্ছা, যেখানে জন-মানবেড় সংসড়ব নাই, এমন কোন নিড়্জন পোড়্ডেশে এডেড় ড়েখে আসা হোক। (বীণাব প্রতি) মা! টুমি অনেক ক'ড়েছ, এইটুকু কড়।

রেক্তর। সাহেব! আপনি ধর্ম্ম-অবতার, আপনার বিচার আমাদের শিরোধার্য্য।

রাজা। বরকন্দাজ! এদের নিয়ে যাও। সাহেবের আদেশ মত আজই কার্য্য করা হবে।

বর। যো হুকুম মহারাজ! এস সকলে এসো।

ডন। (যাইতে যাইতে) মা সটী! পোড়্ণাম মা! হামাড় শাষ্টি নড়োকে হোবে মা! হামাড় শাষ্টি নড়োকে—নড়োকে—নড়োকে।

ময়না। ও সাহেব! কোথা চ'ল্লে! আমাকে এত ভালবাস্‌লে আমার কি কোরে চ'ল্লে?

ডন। ময়না! আজঠেকে হামাড় চৌদ্দ-পুড়ুষ বাঙ্গলাডেশে ইষ্টিড়িলোককে মায়েড় মোটন ভালবাস্‌বে। (প্রস্থান)

খ্যাদা। আমি না—আমি না—আমি না।

বক্কে। ভগবান্ আছেন—ভগবান্ আছেন—ভগবান্ আছেন।

বীর। (হাতে তালি দিয়া) দেখে নেবো—দেখে নেবো—দে

কাল। (গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে) উঃ! এমন চড় মার্‌লে যে, গাল্‌টা ফুলিয়ে দিলে। কর্ত্তাকে ডাক্‌তে এসেছিলুম—কর্ত্তাকে ডাক্‌তে এসেছিলুম। ধর্ম্ম নেই—ধর্ম্ম নেই :

ক্ষেম। নিয়ে চল—নিয়ে চল্—হাঃ হাঃ বোস-বংশের বিষয়টা আমার হ'য়েছে, নিয়ে চলো। এই যে সব দেখ্‌ছি, এ'বে আবার বাঁচ্‌লো কি ক'রে? চল—চল—শিগ্‌গির নিয়ে চলো।

ময়না। (আঁচল হইতে দুই পুরিয়া বিষ বাহির করিয়া, ক্ষেমঙ্করীর প্রতি) এই সেই দুই! নিয়ে যাও—নিয়ে যাও—বড়-গিন্নির জন্যে রেখেছি, নিয়ে যাও!

ক্ষেম। দাও—দাও—দাও! (হাত পাতিয়া লইয়া) বোসেদের বিষয় আমাদের হ'য়েছে। যাস্- ব'ক্‌সিস্ দেবো যাস্। সেই ঘরটা—সেই ঘরটা

(খ্যাদারাম, বক্কেশ্বর, বীরভদ্র, কালনিমে ও ক্ষেমঙ্করীকে লইয়া বরকন্দাজের প্রস্থান)

রাজা। রাধানাথ-বাবু! দেব-রাণীর জমীদারি আমি ফিরিয়ে দিলুম। আপনার কাছে একটি প্রার্থনা আছে, সেটি কিন্তু আপনাকে রক্ষা ক'র্‌তে হবে। হরিধনের সঙ্গে আমার লক্ষ্মীশ্রীর বিবাহ দিতে হবে।

রাধা। রাজা-বাবু! আমার অনেক পুণ্য, তা'ই আপনার সঙ্গে আমার একটা কুটুম্বিতা হবে। হরিধন! এদিকে এসো তো ভাই। (হরিধনের হাত ধরিয়া) এই নাও রাজা-বাবু আজ থেকে হরিধন তোমার হোলো।

খোকা। জেতা-মছাই! আমাল্ বিয়ে হবে না?

রাধা। হ্যাঁ জেঠা-মশাই! তোমার বিয়ে আগে হবে, তবে হরিধনের বিয়ে হবে।

খোকা। না, জেতা-মছাই! এক ছঙ্গে হবে।

রাধা। তাই হবে।

খোকা। জেতা-মছাই আমাল্ বিয়ে দেবে—হোঃ হোঃ জেতা মছাই আমাল্ বিয়ে দেবে।

রাজা। আমার একটি পালিত ব্রাহ্মণ-কন্যা আছে, রাধানাথ বাবুর অনুমতি হয় তো খোকার সঙ্গে বিবাহ দিই।

রাধা। আমার সৌভাগ্য।

রাজা। শ্যামা! লক্ষ্মীশ্রীকে ও গৌরীকে এইখানে আনো তো

শ্যামা। (নেপথ্যে) যাই বাবু।

ময়না। (জনান্তিকে) বীণা-দিদি! কৃষ্ণা-দিদি! যে রক বিয়েব পালা প'ড়ে গেছে, দ্যাখো আমাদেরও না বি দিয়ে দেয়!

কৃষ্ণা। (ময়নার প্রতি, জনান্তিকে) দূর্ মড়া! তোর্ স সময়েই রহস্য। (বীণার প্রতি) বীণা-দিদি! সেই দিন, আর এই এক দিন।

কৃষ্ণ। পিতৃপদে প্রণাম। সাহেবের, মা-সাহেবের ও রাজা-ব পদে প্রণাম। আবার যে পিতা-মাতার চরণ-বন্দনা ক' পার্কো, তা' মনে ছিল না। দুর্ভাগ্যের যে ঘনীভূত অন্ধ যে পুঞ্জীভূত অভ্রভেদী বিপদে সোণার সংসারকে মর ক'রেছিল, সোণার সংসারকে শ্মশান ক'রেছিল, ত আজ যে প্রীতির চির-শ্যামল কুসুম-লতিকা অঙ্কুরিত [illegible] স্নিগ্ধ ক'রছে, সে কেবল আপনা

কৃপায়, আর স্নেহময়ী রমণীর সজীব করুণায়। নারী-হৃদ
স্নেহরাশিই ক্ষত-বিক্ষত মানব-জীবনের শান্তি-প্রদ। উ
সংসারের কি ভয়ানক অগ্নি-পরীক্ষা! নারী-হৃদয়
ও মর্ত্ত্যের উপকরণে গঠিত। আজও পৃথিবীতে, সংস
যে ধর্ম্ম আছে, সে কেবল হিন্দু-মহিলার ধর্ম্ম-বলে। বীণা
বীণা! বীণাকে আপনারা চিন্‌তে পাচ্ছেন না, বীণা অ
কেউ নয়, দেবদাসের জীবন-সঙ্গিনী বীণা।

রাজা। অ্যাঁ—অ্যাঁ! মা-বীণা। বাবা-দেবদাস! তুমি দেব
মা-বীণা! তুমি দেবী। দেবতাকে ও দেবীকে কি দি
পূজা ক'র্‌বো, তা' জানিনা। যতদিন আমি বা আম
বংশধরগণ জীবিত থাক্‌বে, ততদিন তা'রা তোমাদের
যুগল-মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ ক'রে পূজা ক'র্‌বে।

কৃষ্ণ। মলিনাকে এতদিন চিন্তে পারিনি। মলিনা আর কে
নয়,—মলিনা সুখনগরের শান্তি-শোভনা। ময়না! তু
কুল-কলঙ্কিনী বটে, কিন্তু তুমি আদর্শ-রমণী।

ময়না। বড়-বাবু! আমায় ও কথা ব'ল্‌বেন না। স্বামীই স্ত্রী
দেবতা। সেই দেবতার যখন পূজা ক'র্‌তে পাল্লুম ন
তখন এ জীবন বৃথা, অন্তে অনন্ত-নরক! তবে যে ক
দিন বাঁচি, যেন মা-সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির মার্জ্জনা ক'রে
বীণা-দিদির ও কৃষ্ণা-সতীর পূজা ক'রে কাটাতে পারি।

(লক্ষ্মীশ্রী ও গৌরীকে লইয়া শ্যামার প্রবেশ)।

রাজা। বাবা-হরিধন! বাবা-খোকা! এসো, আমার লক্ষ্মীশ্রীকে
আমার গৌরীকে তোমাদের হাতে হাতে সঁপে দিই. এ

বাবা! তোমরা চির-সুখে সুখী হও! (হরিধনের হাতে লক্ষ্মীশ্রী ও খোকার হাতে গৌরীকে সমর্পণ, অন্তঃপুর হইতে শঙ্খধ্বনি)।

(হরিধন, লক্ষ্মীশ্রী, খোকা ও গৌরীর
সকলকে প্রণাম করণ)।

গুড। সা-সাহেব! ড়াজা-বাবু! ড়াঢানাঠ-বাবু! আজ আ[মি] মহা-আনণ্ডে আনণ্ডিট হ'লুম্। আমাড় আপনাড় ব'ল[তে] কেউ ছিল না। বাঙ্গালায় এসে,—মা পেলুম, বাপ্ পেলু[ম] ভাই পেলুম, ভগ্নি পেলুম, বণ্ঢু পেলুম। বাঙ্গালাডে[শের] লোক ডয়াড় আডড়্শ। বাঙ্গালাডেশেড় ইস্ট্রীড়িলে[র] সটীট্বেড় আডড়্শ। যেখানে ডয়া—যেখানে সটীট্ব,—[সে]খানেই ঢড়্ম, ঢড়্মই ঢাড়্মিকেড় সহায়। পড়োপকা[রে] অনণ্ট-সুখ,—পড়োপকাড়ে অনণ্ট-পুণ্য। সা-সাহেব! টো[মার] ডয়া—টোমাড় ঢড়্ম—টোমাড় পড়োপকাড়-বড়্ট,—য[েন] পোড়্টিভা—অনণ্ট-স্বড়্গে, সুবড়্ণ অক্ষড়ে অঙ্কিট ঠাক[ে]। (কৃষ্ণাকে প্রণাম করিয়া) মা! টোড়্ অভাগা-ছেলেট[ে] ভুলিস্না মা! (সা-সাহেব, রাজা-বাবু, রাধানাথের প্র[তি]) আসুন, আজ আনণ্ড উট্সবে আলিঙ্গন কড়ি।

(সকলের আলিঙ্গন)

রাধা। (করযোড়ে) মা, মঙ্গলময়ী সর্ব্বমঙ্গলা! মা লীলা[ময়ি!] এ সব লীলা তোমারই! মা-লক্ষ্মীশ্রী! তুই আমার গৃহল[ক্ষ্মী!] আমি জান্তুম্ না যে, সেই সুখনগরের সোণার সং[সার]